Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 26-04-2026 04:39 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১২ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ২৬ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৮ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

মমতার বিরুদ্ধে মোদী মামলা করেনি কেন ?

বিজেপির শত্রু কংগ্রেস, মমতা নয়ঃ রাহুল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ 'আমার বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা। আমাকে ৫৫ ঘণ্টা জেরা করা হয়েছে। অথচ মমতাজির বিরুদ্ধে মোদীজি একটা মামলাও করেননি কেন?' শনিবার শ্রীরামপুরের জনসভা থেকে এভাবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একযোগে তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর দাবি, মমতাজির ওপর কোনও কেন্দ্রীয় এজেন্সির খাঁড়া নেমে আসে না কারণ তিনি বিজেপির সঙ্গে সরাসরি লড়াই করেন না। রাহুল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, গোটা দেশে বিজেপি-কে রুখতে পারে একমাত্র কংগ্রেস।

রাহুলের অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদী এবং আরএসএস-এর আসল লক্ষ্য বা শত্রু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন, বরং তাঁদের চক্ষুশূল হল কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধী। তিনি জানান, বিজেপির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার অপরাধে তাঁর সরকারি বাড়ি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এমনকি কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাঁর লোকসভার সদস্যপদ। রাহুল বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা রয়েছে। কখনও ঝাড়খণ্ড, কখনও মহারাষ্ট্র বা বিহারে গেলেও ১০-১৫ দিন অন্তর মামলায় হাজিরা দিতে হয়। মমতাজির বিরুদ্ধে কটা মামলা করেছেন মোদীজি? তাঁকে কত ঘণ্টা জেরা করা হয়েছে? আমাকে টানা পাঁচ দিন ধরে ৫৫ ঘণ্টা জেরা করেছে ইডি। আমি এখন জামিনে আছি বলেই আপনাদের সামনে কথা বলতে পারছি, নয়তো আমাকে এতদিনে জেলেই থাকতে হতো।' রাহুলের দাবি, মমতাজি সঠিক ভাবে কাজ করলে বা দুর্নীতি না করলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আসার কোনও সম্ভাবনা তৈরি হতো না।মোদীর 'তথাকথিত' দেশভক্তি নিয়ে তোপ দেগে রাহুল বলেন, 'মোদী নিজেকে দেশভক্ত বলে দাবি করেন, কিন্তু ওঁর প্রধান কাজ হল দেশ বিক্রি করা। গত ১০-১২ বছরে তাঁর সরকার গরিবদের জন্য কিছুই করেনি। যা করেছে, সবটাই মুষ্টিমেয় কয়েক জন কোটিপতি বন্ধুর জন্য।' শ্রীরামপুরের বন্ধ কলকারখানা এবং ধুঁকতে থাকা চটকলের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, মোদী দেশে নোটবন্দি এবং জিএসটি কার্যকর করে ছোট কারখানা ও শিল্প সব বন্ধ করে দিয়েছেন। রাহুলের পর্যবেক্ষণ, 'মোদী ভারতে যা করছেন, মমতাজি ঠিক সেই কাজটাই বাংলায় করছেন।' কর্মসংস্থান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়ে রাহুল বলেন, '২০২১ সালে ৫ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা। অথচ আজ বাংলায় ৮৪ লক্ষ যুবক বেকার ভাতার জন্য আবেদন করেছেন। এটাই বাংলার বর্তমান বাস্তব ছবি। এখানে চাকরি পেতে গেলে তৃণমূল নেতার আত্মীয় হতে হয়, নয়তো কাজ মেলে না।'এদিন শ্রীরামপুর ও মেটিয়াবুরুজের সভা থেকে এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে ধরেন রাহুল গান্ধী। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আসলে নিয়ন্ত্রণ করেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাহুল বলেন, 'ট্রাম্পের কাছে দুটি হাতিয়ার রয়েছে।

একটি হল এপস্টিন ফাইল। সেখানে মোদীর আসল চরিত্র ও ভাবমূর্তি ধরা পড়েছে। ট্রাম্প জানেন, যে দিন সেই ফাইল তিনি প্রকাশ্যে আনবেন, সে দিন মোদীজি শেষ। লোকসভায় আমি দু-চারটে এই নিয়ে কথা বলতেই প্রধানমন্ত্রী ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।' রাহুলের দ্বিতীয় অভিযোগটি আদানির আর্থিক নথি সংক্রান্ত। তিনি দাবি করেন, ট্রাম্পের হাতে আদানির সংস্থার সব গোপন নথি রয়েছে, তাই ট্রাম্প যা বলেন মোদীকে তা-ই করতে হয়। 'ঝাঁপ মারতে বললে মোদীজি ঝাঁপ মারেন। ইজরায়েল যেতে বললে দুই মিনিটে পৌঁছে যান'; এভাবেই মোদীর বিদেশনীতিকে কটাক্ষ করেন রাহুল।বাংলার শিল্প পরিস্থিতির অবনতির জন্য সরাসরি বাম ও তৃণমূলকে দায়ী করেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, 'এখানে আগে হিন্দুস্তান মোটরসে অ্যাম্বাসাডর গাড়ি তৈরি হত। শ্রীরামপুর ছিল শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। সেই শিল্প প্রথমে বামপন্থীরা এবং পরে মমতাজি মিলে শেষ করেছেন।' তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সারদা, রোজভ্যালির মতো চিটফান্ড কেলেঙ্কারির কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ১৯ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে তৃণমূল জড়িত। কয়লা পাচার হোক বা গ্রামগঞ্জের গুন্ডা কর; তৃণমূলের শাসনের ধরুন রাজ্যের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে বলে তিনি দাবি করেন। রাহুলের অভিযোগ, 'মোদীজি দেশের বাকি অংশে যে হিংসা ছড়ান, এখানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তৃণমূলের গুন্ডারা সেই একই হিংসা করে। আমাদের কর্মীদের গায়ে হাত দেওয়া হয়।'রাহুল গান্ধী তাঁর ভাষণে বারবার 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত চার হাজার কিলোমিটার হেঁটে একটাই বার্তা দিয়েছি; ঘৃণার বাজারে ভালোবাসার দোকান খুলতে হবে। দেশে দুটি বিচারধারার লড়াই চলছে। একদিকে কংগ্রেস, সংবিধান ও ঐক্য; অন্যদিকে বিজেপি, সঙ্ঘ, হিংসা ও অহঙ্কার। মোদীজি যেখানেই যান, সেখানে ধর্ম এবং জাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন।' রাহুলের দাবি, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ বা হরিয়ানার মতো রাজ্যে ভোট চুরি করে জেতার চেষ্টা করছে। এসআইআর করে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।প্রধানমন্ত্রীর '৫৬ ইঞ্চি' ছাতির প্রসঙ্গ টেনে রাহুল বলেন, 'যদি ওঁর সত্যিই ৫৬ ইঞ্চির বুক থাকত, তবে লোকসভা ছেড়ে পালিয়ে যেতেন না। ট্রাম্প প্রকাশ্যে মোদীকে নিয়ে ঠাট্টা করেন, অথচ প্রধানমন্ত্রী একটা শব্দও বলতে পারেন না। কারণ ওঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের চাবিকাঠি ট্রাম্পের হাতে বন্দি।' রাহুলের দাবি, মোদী আমেরিকার সঙ্গে এমন সব চুক্তি করছেন যার ফলে দেশের কৃষি ক্ষেত্র, শক্তি ক্ষেত্র এবং জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য বিদেশের হাতে চলে যাচ্ছে। কোনও প্রধানমন্ত্রী চাপের মুখে না পড়লে এমনটা করতে পারেন না বলে তিনি মনে করেন।মেটিয়াবুরুজের সভা থেকে রাহুল আরও বলেন, 'বিজেপি এবং আরএসএসের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে, তাকেই ওরা আক্রমণ করে। পুরো দেশ জানে আমি সব সময় লড়ছি, তাই ২৪ ঘণ্টা মোদীজি আমাকে আক্রমণ করেন। মমতাজির লোকসভা বা বিধানসভার সদস্যপদ কি ওরা কেড়েছে? কেন কাড়েনি? কারণ ওরা জানে ওদের আসল লড়াই আমার সঙ্গে।' বাংলার শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্বের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলা সবার সামনে ছিল, শিল্পেও এক সময় এই রাজ্য সবার আগে ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে সরকারের অপশাসনে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।শেষবেলায় ভোটারদের কাছে রাহুলের আবেদন, রাজ্যে কংগ্রেসকে মজবুত করতে হবে। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস নীতির ভিত্তিতে লড়াই করে। শুধু ভোটের সময় এসে মোদীজি মমতাকে কটাক্ষ করেন, কিন্তু ভোট মিটে গেলে সব চুপ। কারণ তাঁরা তলে তলে এক।' রাহুল গ্যারান্টি দিয়ে বলেন, তিনি মোদীকে ভয় পান না বরং মোদীই কংগ্রেসের এই আদর্শগত লড়াইকে ভয় পান।

মেটিয়াবুরুজের জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'আমাদের ভোট দিন, বিধানসভায় পাঠান। আমরাই পারব বাংলায় শিল্প ফিরিয়ে আনতে এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে।' এভাবেই শনিবাসরীয় বিকেলে শ্রীরামপুর ও মেটিয়াবুরুজের সভা থেকে বিজেপি ও তৃণমূলকে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবে বর্ণনা করলেন রাহুল গান্ধী। ছবি পিটিআই।

রাহুল গান্ধী 'পার্ট টাইম' নেতা, কটাক্ষ তৃণমূলের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ কলকাতায় ভোটযুদ্ধের পারদ চড়ালেন রাহুল গান্ধী। শহিদ মিনারের মঞ্চ থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন তিনি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাহুল বললেন, 'আমাকে ইডি ৫৫ ঘণ্টা জেরা করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কতক্ষণ করেছে ?' দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগে কংগ্রেস সাংসদের এই মন্তব্যে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তৃণমূলও পাল্টা দিতে ছাড়েনি। রাহুলকে 'পার্ট টাইম' নেতা বলে কটাক্ষ করেছে ঘাসফুল শিবির।শনিবারের সভা থেকে বিজেপি ও তৃণমূলকে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলে আক্রমণ করেন রাহুল। তাঁর অভিযোগ, বাংলায় তৃণমূলের মদতেই পদ্ম শিবির শক্তিশালী হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাহুল দাবি করেন, রাজ্যে রোজগার করতে গেলে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে সখ্য রাখা বাধ্যতামূলক। বেকারত্ব ইস্যুতেও সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, এ রাজ্যে ৮৪ লক্ষ যুবক-যুবতী ভাতার জন্য আবেদন করেছেন। রাহুলের নিশানায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। ট্রাম্পের প্রতি মোদীর 'জো হুজুরি' এবং আদানি ইস্যুতে নীরবতা নিয়ে তোপ দাগেন তিনি। রাহুলের দাবি, বিজেপি দেশে 'ভারত তোড়ো' যাত্রা করছে আর রাজ্যে সেই একই কাজ করছে তৃণমূল। রাহুলের এই আক্রমণের কড়া জবাব দিয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র শশী পাঁজা ও জয়প্রকাশ মজুমদার। শশী পাঁজার কটাক্ষ, রাহুল যখন নিজের পোষ্যকে বিস্কুট খাওয়াচ্ছিলেন, তখন তৃণমূল নেতৃত্ব ইডি-সিবিআইয়ের লড়াই লড়ছিলেন। রাহুলকে 'ক্যাজুয়াল' নেতা বলে বিঁধে জয়প্রকাশ বলেন, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় রাহুলকে জেরা করা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ এখানে টানা অর্থহীন। তৃণমূলের দাবি, ২০২৪-এর নির্বাচনে মমতাই বিজেপিকে রুখেছেন। উল্টে কংগ্রেসের ব্যর্থতার কারণেই ভিন রাজ্যে বিজেপির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে বলে তাঁরা সরব হন। ভোটের মুখে দুই শিবিরের এই লড়াই এখন ভোটারদের মনে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই দেখার।

ফের কালীঘাটের ওসি বদল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দ্বিতীয় দফার হাইভোল্টেজ ভোটের ঠিক তিন দিন আগে ফের খাস কলকাতার একাধিক থানায় বড়সড় রদবদল করল নির্বাচন কমিশন। শনিবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে কালীঘাট থানার ওসি-সহ মোট তিন থানার শীর্ষ আধিকারিকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভবানীপুর কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের আগে মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ার থানার এই রদবদল নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। গত ২৯ মার্চ গোয়েন্দা বিভাগের উৎপল ঘোষকে কালীঘাটের ওসি পদে বসিয়েছিল কমিশন। এক মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে আসা হল লালবাজারের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের গৌতম দাসকে। শুধু ওসি নয়, বদল করা হয়েছে কালীঘাট থানার অতিরিক্ত ওসি-কেও। সেই পদে আনা হয়েছে উত্তম পাইককে। এ ছাড়াও আলিপুর থানায় সুব্রত পাণ্ডে এবং উল্টোডাঙা মহিলা থানায় চামেলি মুখোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। চামেলি এর আগে আলিপুরের অতিরিক্ত ওসি ছিলেন। আগামী ২৯ এপ্রিল ভবানীপুর কেন্দ্রে ভোট। এই কেন্দ্রেই মুখোমুখি লড়ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের পর এই দ্বৈরথকে কেন্দ্র করে উত্তাপ বাড়ছে রাজনৈতিক মহলে। ঠিক এই আবহে মমতার বাড়ির এলাকার থানার দায়িত্বপ্রাপ্তদের বদল অত্যন্ত 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পশ্চিমবঙ্গে বাবরি মসজিদ বানাতে দেব নাঃ অমিত শাহ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলায় কোনোভাবেই বাবরি মসজিদ গড়তে দেওয়া হবে না বলে সরাসরি হুঙ্কার দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি স্পষ্ট জানান, বিজেপির একজন কর্মী বেঁচে থাকতেও এই রাজ্যে বাবরি মসজিদ হতে দেবেন না। শাহের দাবি, প্রথম দফার ভোট শেষেই বিজেপি ১১০টি আসন নিশ্চিত করে ফেলেছে। ৪ মে ফল ঘোষণার পর নরেন্দ্র মোদীকে 'সীতাভোগ' খাইয়ে জয়ের উৎসব পালন করবেন বলেও আত্মবিশ্বাসী সুর শোনা যায় তাঁর গলায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ, 'মোদীজি অযোধ্যায় রামমন্দির বানিয়েছেন।

আর অন্য দিকে, হুমায়ুন কবীরকে দিয়ে এখানে মমতাদিদি বাবরি মসজিদ বানাতে চাইছেন। কান খুলে শুনে রাখুন, এক জনও বিজেপি কর্মী বেঁচে থাকলে পশ্চিমবঙ্গে বাবরি মসজিদ বানাতে দেবে না। এটা ভারতের ভূমি, এখানে কোনও বাবরি মসজিদের জায়গা নেই। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তৈরি হবে তো সেটা দুর্গামন্দির।' সভায় মা বিপত্তারিণী ও হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম স্মরণ করে স্থানীয় আবেগকে উসকে দেন তিনি। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ও নারী নিরাপত্তা নিয়ে শাহের আক্রমণ ছিল আরও তীব্র। আরজি কর ও সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে বাংলায় মহিলারা অসুরক্ষিত হয়ে পড়েছেন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাত ১টাতেও শিশুরা নিরাপদে ঘুরতে পারবে বলে আশ্বাস দেন শাহ। দুর্নীতির প্রসঙ্গে টেনে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা 'সিন্ডিকেট রাজ' ও 'ভাইপো ট্যাক্সে' হারিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি সরকার এলে প্রতিটি টাকার হিসাব নেওয়া হবে। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে দেশছাড়া করার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি সিএএ নিয়ে মতুয়া ও নমশূদ্রদের নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি দেন শাহ। মহিলাদের মাসে তিন হাজার টাকা এবং কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্যের আশ্বাস দিয়ে তিনি জানান, তৃণমূলের বিদায় এখন সময়ের অপেক্ষা। সব মিলিয়ে, জামালপুরের মঞ্চ থেকে ধর্মীয় মেরুকরণ ও উন্নয়নের বার্তা দিয়ে বঙ্গ জয়ের চূড়ান্ত রণকৌশল সাজালেন শাহ। ছবি সংগৃহিত।

'খামে টাকা পেয়েই নন্দীগ্রামে প্রার্থী ?' নওশাদকে আক্রমণ অভিষেকের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের ময়দানে 'খাম' আর 'পদ্ম' কি তবে একই মুদ্রার দুই পিঠ? ভাঙড়ের মাটি থেকে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) এবং বিজেপি-র 'গোপন আঁতাঁত' নিয়ে এমনই বিস্ফোরক প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে তিনি জানতে চান, 'খামে ভরে টাকা পেয়েছেন বলেই কি নন্দীগ্রামে প্রার্থী দিলেন নওশাদ?' নাম না করে আইএসএফ প্রার্থীকে বিঁধে অভিষেক স্পষ্ট জানান, সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করে আদতে বিজেপি-কেই সুবিধা করে দিতে চাইছে বাম-আইএসএফ জোট। শনিবার ভাঙড়ের সভা থেকে আগাগোড়া আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন তৃণমূলের 'সেনাপতি'। তাঁর নিশানায় ছিল নওশাদ সিদ্দিকির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা। অমিত শাহের মন্ত্রকের দেওয়া সিআরপিএফ সুরক্ষা নিয়ে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, 'অমিত শাহকে নিরাপত্তা দেয় সিআরপিএফ। আর সেই সিআরপিএফ-ই নওশাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে। কী এমন চুক্তি হয়েছে?' মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রসঙ্গ টেনে তিনি মনে করিয়ে দেন, তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য পুলিশের সুরক্ষায় ভরসা রাখেন। সেখানে নওশাদ কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে থাকবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। সংখ্যালঘু আবেগকে উসকে দিয়ে অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, 'মানবিকতা থাকলে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ছেড়ে দিন। প্রয়োজনে রাজ্য সরকার সুরক্ষা দেবে।' তৃণমূল নেতার দাবি, নন্দীগ্রামে সিপিএম এবং আইএসএফ; জোটের দুই শরিকই আলাদা প্রার্থী দিয়ে আসলে পদ্ম শিবিরকে অক্সিজেন দিচ্ছে।

মাঝপথেই সভার ইতি, মমতার নিশানায় বিজেপির 'অসভ্যতা'

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ঘরের মাঠ ভবানীপুরে শনিবার মেজাজ হারালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচারের ময়দানে মাইক-সংঘাতের জেরে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে মাঝপথেই সভামঞ্চ ছাড়লেন তৃণমূলনেত্রী। চড়া সুরে বিজেপি-র বিরুদ্ধে 'অসভ্যতা' ও 'অপমানের' অভিযোগ তুলে সরব হলেন তিনি। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিঘ্নিত করে এমন পরিস্থিতিতে বক্তব্য রাখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তবে পিছু হটার পাত্রী তিনি নন, ভোটেই এই অপমানের বদলা নেওয়ার ডাক দিয়েছেন মমতা। শনিবার ভবানীপুরের চক্ররেড়িয়া রোডে জনসভা ছিল মমতার। অভিযোগ, তাঁর সভার খুব কাছেই বিজেপি মাইকিং শুরু করে। এতেই তৈরি হয় চরম বিশৃঙ্খলা। ক্ষুব্ধ মমতা বলেন, 'আমি এই অসভ্যতামি করতে পারব না, এটা খুব অপমানের'! তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের সমস্ত অফিশিয়াল অনুমতি নিয়ে তিনি সভা করতে এসেছেন। তা সত্ত্বেও বিজেপি ইচ্ছে করে তাঁর সভায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। সরাসরি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, 'কেন করবে এটা? ইলেকশনের কতগুলো রুলস আছে। তা হলে ওরাও যেদিন মিটিং করবে তোমরা পাল্টা লাগিয়ে দেবে। তখন পুলিশ তুলতে আসলে, মেয়েদের ধরে এফআইআর করবে। এটা পার্শিয়ালিটি।' পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, মঞ্চ থেকেই ফোনে কাউকে নির্দেশ দিতে দেখা যায় তাঁকে। শেষে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, 'আমি এই অসভ্যতামি করতে পারব না। এটা খুব অপমানজনক। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। যদি পারেন, ভোটটা আমায় দেবেন। আমার সিম্বল নম্বর ২। কিন্তু এর প্রতিবাদে আপনাদের ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং পর্যন্ত করতে দিচ্ছে না।ভবানীপুরকে 'মিনি ইন্ডিয়া' হিসেবে ব্যাখ্যা করে এ দিন

সম্প্রীতির বার্তা দেন মমতা। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সব সংস্কৃতিকে সম্মান করতে জানে। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর নামে বিজেপি 'ছাপ্পা ভোট' দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বলে পাল্টা তোপ দাগেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কলকাতাকে 'ঝুপড়ি' তকমা দেওয়ার মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়ে মমতা বলেন, 'আপনারা বলছেন কলকাতাকে আমি ঝুপড়ি বানিয়ে দিয়েছি। তা হলে কি গরিবেরা থাকবেন না? দোকানদার থাকবেন না? যে আপনার বাড়িতে কাজ করেন, দোকানে কাজ করেন, যাঁরা শ্রমিক, কৃষক, তাঁদের দরকার নেই?' তাঁর সংযোজন, কোটি কোটি টাকা থাকলেই সব হয় না, সাধারণ মানুষকে সম্মান করা শিখতে হয়।এ দিন উত্তরপ্রদেশের নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ টেনেও বিজেপি-কে আক্রমণ করেন মমতা। দাবি করেন, উত্তরপ্রদেশে অভিযোগ জানাতে বাধা দেওয়া হয়, কিন্তু বাংলায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর পরেই আয়কর হানার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি। ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটির প্রধান মিরাজের বাড়িতে কেন হানা দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগের সুরে বলেন, 'কেন? কারণ ও আমার ইনকাম ট্যাক্স কেস করে। আমি তো তখন ভাবিনি ও গুজরাতি না মারোয়াড়ি না রাজস্থানি না বাঙালি? তা হলে কেউ কেউ কেন এটা ভাবে?' জঙ্গলমহলে বিজেপি ফর্ম পূরণ করিয়ে প্রতারণা করেছে বলেও তাঁর দাবি। তিনি বলেন, 'কী প্রতারণা করে!ভবানীপুরের পর বেহালার চৌরাস্তাতেও আক্রমণাত্মক মেজাজে পাওয়া যায় মমতাকে। বিজেপি-কে বিঁধে তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের আসন কমিয়ে টাকা দিয়ে বিধায়ক কেনাই এখন গেরুয়া শিবিরের লক্ষ্য। মমতা বলেন, 'ওদের এখন খেলা হচ্ছে, যেমন তেমন করে তৃণমূলের আসনটা কমিয়ে দাও। তা হলে টাকা দিয়ে কিনব, আর তা না হলে ভাঙব। আমি বলি, কোনওটাই হবে না।

আমরা ভাঙব তবু মচকাব না। এটা মাথায় রেখে দিও।' গরমের দিনে মহিলাদের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'সকালে একদিন পান্তা ভাত খেয়ে নেবেন। গরমের দিনে পান্তা ভাত খেলে শরীরটা ভাল থাকে। ওয়েটটাও কমে। কিন্তু ভোটটা সকাল সকাল দিয়ে আসবেন।'নৌকা বিহার থেকে অনুপ্রবেশ ইস্যু; প্রতিটি বিষয়েই বিজেপি-কে পাল্টা দিয়েছেন মমতা। এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিরোধীরা ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে বলে দাবি করে মমতা সাফ বলেন, ইউনেস্কো হেরিটেজ তকমা নিয়ে বিরোধীদের হোর্ডিং আসলে 'অর্ধশিক্ষিত'দের কাজ। তাঁর দাবি, ২০২৫ সাল থেকেই হেরিটেজ নিয়ে আলোচনা চলছে। মমতার দাবি, তৃণমূল ইতিমধ্যেই প্রথম দফায় 'সেঞ্চুরি' পার করেছে। মাইক বিভ্রাট থেকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা; মমতার শনিবাসরীয় প্রচার ছিল আগাগোড়া ঝাঁঝালো ও সোজাসাপ্টা। ছবি সংগৃহিত।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

এখন 'সিধে কথা'র সময়

ইদানীং থেকে থেকেই অপুর সংসার ছবির একটা দৃশ্য খুব মনে পড়ছে। অপুর কাছে তাগাদা করতে এসে বাড়িওয়ালা বলছেন, তআপনাকে কয়েকটা সিধেপ্রশ্ন করছি, আপনি সিধে উত্তর দিন।দ তার পর 'সিধে কথা' বলে চলে গেলেন যে, তিনি আর ভাড়া বাকি রাখতে নারাজ। এ বার ভোটের বাজারে এই 'সিধে কথা'র ব্যাপারটা খুব চলছে। সবাই সিধে কথা বলছেন। কোনও আড়াল-আবডাল আর দরকার হচ্ছে না। শুধুই স্ট্রেট টক।নির্বাচন কমিশনের কথাই ধরা যাক না কেন। খাতায়কলমে তারা তো সাংবিধানিক সংস্থা। সে দিক থেকে কোনও রাজনৈতিক দলেরই শত্রু বা বন্ধু তাদের হওয়ার কথা নয়। এমনকি এখনও নথিতে পদ্মছাপ পাওয়া গেলে, তারা জিভ কেটে বলে, 'মিসটেক মিসটেক'। অথচ সেই তারাই একটি দলকে একেবারে নাম করে শাসানি দিচ্ছে; 'আল্টিমেটাম', 'স্ট্রেট টক'-এর মতো শব্দ ব্যবহার করছে। এটা তাদের আচরণবিধির মধ্যে পড়ে কি? কমিশনের সিধে কথা, এ বারের ভোটে কোনও রকম বেগড়বাই তারা বরদাস্ত করবে না। ভোট হবে ভয়মুক্ত, হিংসামুক্ত, হুমকিমুক্ত ইত্যাদি।ভয়মুক্ত-হিংসামুক্ত-হুমকিমুক্ত ভোট কে না চায়? কিন্তু এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ যদি কেউ হয়ে থাকে, সেটি নির্বাচন কমিশন-ই। বাঙালির অস্তিত্বের শিকড় ধরে টান মারা এমন আতঙ্ক, অসম্মান আর অনিশ্চিতির ভোট কখনও আসেনি বুঝি আগে। সিধে কথার কারবারিরা সেই আতঙ্কের ধুনি আরও কী কী ভাবে জ্বালিয়ে রাখা যায়, তার জন্য তৎপরতার কসুর করছেন না। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে বলে যাচ্ছেন, এসআইআর-এ যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের দেশ থেকে বার করে দেওয়া হবে। একেবারে চাঁছাছোলা সিধে কথা। আগে তাও একটু ঘুরিয়ে বলতেন, অনুপ্রবেশকারীরা তো উইপোকা। উইপোকা তাড়ানো হবে। কী কী প্রকারে কোন কোন ধাপে তাড়ানো হবে, তার একটা ক্রোনোলজি-ও সমঝে দিয়েছিলেন। তার পর সম্ভবত শাসককুলের মনে হল, অত বাজি-বাজনার দরকার কী?

জীবনী

গুগলিয়েলমো মার্কোনি

গুগলিয়েলমো মার্কোনি ছিলেন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার এক মহান পথপ্রদর্শক যাঁর দূরদর্শী চিন্তা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা পৃথিবীকে তারহীন যোগাযোগের যুগে প্রবেশ করিয়েছিল। ১৮৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল ইতালির বোলোনিয়া শহরের এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পিতা জিউসেপ মার্কোনি ছিলেন একজন ইতালীয় ভূস্বামী এবং মা অ্যানি জেমসন ছিলেন আয়ারল্যান্ডের নাগরিক।শৈশব থেকেই মার্কোনি অত্যন্ত শান্ত ও অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতির ছিলেন। প্রথাগত স্কুলের পড়াশোনার চেয়ে বিজ্ঞানের হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। বিশেষ করে অগাস্ট রিঘি এবং হেনরিখ হার্টজের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ সংক্রান্ত গবেষণাপত্রগুলো তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৮৯৪ সাল থেকে মার্কোনি তাঁর বাবার বাগানবাড়িতে গোপনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল তার ব্যবহার না করেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সংকেত পাঠানো। শুরুতে তিনি মাত্র কয়েক গজ দূরত্বে সংকেত পাঠাতে সফল হন। নিরলস প্রচেষ্টায় ১৮৯৫ সালের মধ্যে তিনি প্রায় দেড় মাইল দূরত্বে বেতার তরঙ্গ পাঠাতে সক্ষম হন। এটি ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। তবে দুঃখের বিষয় হলো, ইতালির সরকার তৎকালীন সময়ে তাঁর এই আবিষ্কারের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়। ফলে উন্নততর সুযোগের আশায় ১৮৯৬ সালে তিনি লন্ডনে চলে যান। সেখানে ব্রিটিশ ডাক বিভাগ এবং নৌবাহিনীর সহায়তায় তিনি তাঁর কাজের ব্যাপক উন্নতি ঘটান এবং একই বছর বিশ্বের প্রথম তারহীন টেলিগ্রাফি ব্যবস্থার পেটেন্ট লাভ করেন।মার্কোনির জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এবং চ্যালেঞ্জিং মুহূর্ত ছিল ১৯০১ সাল। অনেক বিজ্ঞানী তখন মনে করতেন যে পৃথিবীর বক্রতার কারণে বেতার তরঙ্গ অনেক দূরে পাঠানো সম্ভব নয়। কিন্তু সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে মার্কোনি ইংল্যান্ডের কর্নওয়াল থেকে প্রায় ২,১০০ মাইল দূরে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে কানাডার নিউফাউন্ডল্যান্ডে সফলভাবে সংকেত গ্রহণ করেন। এই সাফল্যের পর বিশ্বজুড়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর এই অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য কার্ল ফার্ডিনান্ড ব্রাউনের সঙ্গে যৌথভাবে তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।মার্কোনির উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কেবল বেতার বিনোদনের জন্য নয় বরং সমুদ্রপথে বিপদে পড়া জাহাজগুলোর জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯১২ সালে যখন বিলাসবহুল জাহাজ টাইটানিক ডুবে যাচ্ছিল তখন মার্কোনির তৈরি বেতার যন্ত্র ব্যবহার করেই উদ্ধারকারী জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল যার ফলে কয়েকশ মানুষের প্রাণ বেঁচে যায়। এরপর থেকে সমুদ্রগামী প্রতিটি জাহাজে বেতার যন্ত্র থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রযুক্তি এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল।ব্যক্তিগত জীবনে মার্কোনি অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং কাজের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি এই ভালোবাসার কারণে তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে গেছেন। ১৯৩৭ সালের ২০ জুলাই রোমে এই মহান উদ্ভাবক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সম্মানে সারা বিশ্বের বেতার কেন্দ্রগুলো দুই মিনিটের জন্য তাদের সম্প্রচার বন্ধ রেখেছিল। মার্কোনি আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু বর্তমানের স্মার্টফোন, ওয়াই-ফাই থেকে শুরু করে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা ভোগ করছি তার প্রতিটি স্তরেই মার্কোনির সেই আদি বেতার তরঙ্গের ভিত্তি নিহিত রয়েছে। পৃথিবীকে একটি বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত করার নেপথ্যে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উচ্চ ভোটের উচ্ছ্বাসের আড়ালে বঞ্চনার বাস্তবতা-গণতন্ত্র কি সত্যিই সবার জন্য সুরক্ষিত ?

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল

নির্বাচনকে আমরা প্রায়শই গণতন্ত্রের উৎসব বলে থাকি। এই ধারণা কেবল একটি অলংকারমূলক বাক্য নয়; এর মধ্যে নিহিত রয়েছে অংশগ্রহণ, সমতা এবং নাগরিক অধিকারের একটি গভীর দর্শন। কিন্তু যখন সেই উৎসবের প্রান্তেই দাঁড়িয়ে থাকে লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মানুষ, তখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক; এই উৎসব কি সত্যিই সর্বজনীন, নাকি এটি আংশিক বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে থাকা এক রাজনৈতিক আখ্যান ?প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর যে চিত্র সামনে এসেছে, তা এই প্রশ্নকে আরও তীব্র করে তুলেছে। একদিকে নজিরবিহীন ভোটদানের হার;বহু জায়গায় ৯০ শতাংশেরও বেশি, কোথাও কোথাও ৯৮-৯৯ শতাংশ পর্যন্ত। অন্যদিকে, প্রায় ২৭ লক্ষ বৈধ ভোটার এই প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ পড়ে গেছেন, এবং দুই দফা মিলিয়েও তারা ভোট দিতে পারবেন না। এই দুই বিপরীত বাস্তবতা একইসঙ্গে বিদ্যমান; এটাই বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য।প্রশ্ন উঠতেই পারে; উচ্চ ভোটদানের হার কি গণতন্ত্রের সাফল্যের একমাত্র সূচক? উত্তর স্পষ্টভাবে তাদ। গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি শুধু অংশগ্রহণের পরিমাণে নয়, বরং অংশগ্রহণের অন্তর্ভুক্তিতে। অর্থাৎ, কতজন ভোট দিলেন তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ;কারা ভোট দিতে পারলেন না, এবং কেন পারলেন না।

এই নির্বাচনে যে বিপুল সংখ্যক ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন, তা নিছক একটি প্রশাসনিক ত্রুটি বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কারণ সংখ্যাটি নগণ্য নয়;২৭ লক্ষ। এটি একটি পরিসংখ্যানের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে একটি কাঠামোগত সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, বহু ক্ষেত্রে একই পরিবারের কিছু সদস্যের নাম তালিকায় থাকলেও অন্যদের নাম বাদ গেছে। এই ধরনের অসামঞ্জস্য শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ভুল নয়; এটি যাচাই প্রক্রিয়ার দুর্বলতা এবং তদারকির ঘাটতিকে সামনে নিয়ে আসে।এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে;গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকের ভোটাধিকার কতটা সুরক্ষিত? সংবিধান নাগরিককে ভোট দেওয়ার অধিকার দেয়, কিন্তু সেই অধিকার কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও তার প্রতিষ্ঠানগুলির। যদি সেই প্রতিষ্ঠানই নাগরিককে প্রক্রিয়া থেকে বাদ দিয়ে দেয়, তাহলে গণতন্ত্রের ভিত্তি কোথায় দাঁড়ায়?

নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, যার উপর ত্রুত্রত্র থ— ত্মুস্থুন ত্রত্তুত্বঞ্জ ছুদ্র— দ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। কিন্তু এই দায়িত্ব কেবল ভোটগ্রহণের দিনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বা ভোটের হার বাড়ানোতেই সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; ভোটার তালিকার নির্ভুলতা, অভিযোগ নিষ্পত্তির স্বচ্ছতা, এবং সর্বোপরি নাগরিকের আস্থার সুরক্ষা।এই নির্বাচনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল নজিরবিহীন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন, টহল, নজরদারি;সবকিছুই ছিল অত্যন্ত কড়া। প্রশাসন এই দিকটি সফলভাবে তুলে ধরেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো;নিরাপত্তা কি কেবল শারীরিক সুরক্ষা, নাকি নাগরিক অধিকারের সুরক্ষাও তার অংশ? যদি মানুষ নিরাপদ পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন, কিন্তু তালিকায় নাম না থাকায় ভোট দিতে না পারেন, তাহলে সেই নিরাপত্তা কতটা অর্থবহ?এখানেই গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ জটিলতা সামনে আসে;প্রক্রিয়া বনাম ন্যায়। প্রক্রিয়াগতভাবে নির্বাচন সঠিকভাবে সম্পন্ন হতে পারে, কিন্তু যদি সেই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির ঘাটতি থাকে, তাহলে ন্যায়বিচারের প্রশ্ন থেকেই যায়।আইন অনুযায়ী, একটি নির্বাচন বাতিল করতে হলে প্রমাণ করতে হয় যে অনিয়ম ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে। অর্থাৎ, ২৭ লক্ষ মানুষ ভোট দিতে না পারলেও, যদি তা সরাসরি ফলাফল বদলায় না, তাহলে নির্বাচন বৈধ থাকবে। এই আইনি কাঠামো প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এটি একটি নৈতিক শূন্যতা তৈরি করে। কারণ গণতন্ত্র কেবল ফলাফল নয়; এটি একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া।

এই পরিস্থিতিতে নাগরিকদের ভূমিকা এবং প্রতিক্রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উচ্চ ভোটদানের হার ইঙ্গিত দেয়;মানুষ এখনও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর আস্থা রাখতে চায়। অনেকেই মনে করেছেন, বঞ্চিতদের হয়ে ভোট দেওয়া একধরনের প্রতীকী প্রতিবাদ। এই মানসিকতা গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের গভীর বিশ্বাসের প্রমাণ।তবে একইসঙ্গে এটি একটি সতর্কবার্তাও;মানুষ যদি প্রক্রিয়ার উপর আস্থা হারাতে শুরু করে, তাহলে সেই বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হবে না। গণতন্ত্রের শক্তি কেবল প্রতিষ্ঠান থেকে আসে না; এটি নাগরিকের আস্থা ও অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে।এই প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন একটি সুস্পষ্ট আত্মসমালোচনা। নির্বাচন একটি বিশাল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, যেখানে ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেই ত্রুটি যদি লক্ষ লক্ষ মানুষের অধিকারকে প্রভাবিত করে, তাহলে তা আর সাধারণ ভুল থাকে না;এটি হয়ে ওঠে একটি সিস্টেমিক ব্যর্থতা।এই ব্যর্থতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কয়েকটি মৌলিক পদক্ষেপ প্রয়োজন। প্রথমত, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সংশোধনের প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির ব্যবহারকে নির্ভুলতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে;শুধু ডিজিটালাইজেশন নয়, বরং যাচাইযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, অভিযোগ নিষ্পত্তির একটি কার্যকর ও দ্রুত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে নাগরিকরা সময়মতো প্রতিকার পান। চতুর্থত, নির্বাচন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আরও সক্রিয় ও দৃশ্যমান হতে হবে, যাতে মানুষের আস্থা বজায় থাকে।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো;নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা। গণতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হয়, যখন প্রতিটি নাগরিক নিশ্চিত থাকে যে তার কণ্ঠস্বর শোনা হবে। যদি সেই নিশ্চয়তা ভেঙে যায়, তাহলে গণতন্ত্র কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।প্রথম দফার নির্বাচন আমাদের একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে;মানুষ ভোট দিতে চায়, অংশগ্রহণ করতে চায়, এবং গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু একইসঙ্গে এটি দেখিয়েছে;ব্যবস্থার ত্রুটি সেই ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে দেয় না।এই দ্বৈত বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে এখন সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটি হলো;গণতন্ত্র কি শুধুই একটি প্রক্রিয়া, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই শেষ কথা? নাকি এটি এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের অংশগ্রহণ সমানভাবে সুরক্ষিত ও সম্মানিত?যদি উত্তর দ্বিতীয়টি হয়;তাহলে বর্তমান পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে একটি সতর্ক সংকেত।কারণ ২৭ লক্ষ মানুষের বঞ্চনা কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়; এটি গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তির সীমা নির্দেশ করে।এবং সেই সীমা যতক্ষণ না প্রসারিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্রের সাফল্য নিয়ে আত্মতুষ্টি নয়, বরং আত্মসমালোচনাই হওয়া উচিত আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

লাকি তকমার আড়ালে অদৃশ্য সংগ্রাম এক নারীর গল্প

নাফিসা ইয়াসমিন
এসএসসি অ্যাসপিরান্ট

একটি মেয়ের গল্প। সে এসএসসি-র লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইন্টারভিউ কল পেয়েছে। এটি তার প্রথম প্রচেষ্টা, এবং স্বাভাবিকভাবেই এই সাফল্য তার কাছে বহু বছরের পরিশ্রমের স্বীকৃতি। মনে হচ্ছিল, দীর্ঘ সংগ্রামের পর অবশেষে হয়তো একটু স্বস্তির জায়গায় পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু বাস্তবতা খুব দ্রুতই তাকে মনে করিয়ে দিল;এই সমাজে একজন নারীর সংগ্রাম কোনো পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে শেষ হয় না; বরং নতুন রূপে, নতুন ভাষায়, তা আবার ফিরে আসে। এবার সেই সংগ্রামের নাম;নারীর সাফল্যকে খাটো করে দেখার সামাজিক প্রবণতা।

তুমি তো ভাগ্যবান, মেয়ে বলে রিজার্ভেশন পেয়েছো;এই কথাটি আজকাল তার কানে প্রায় প্রতিদিনই ভেসে আসে। এই একটি বাক্য যেন আমাদের সমাজের গভীর মানসিকতার প্রতিফলন, যেখানে একজন নারীর অর্জনকে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, বরং তার লিঙ্গের ভিত্তিতে বিচার করা হয়। প্রশ্ন জাগে;এই লাকি শব্দটি কি সত্যিই কোনো প্রশংসা, নাকি এটি এক ধরনের সূক্ষ্ম অবমূল্যায়ন?

সে স্পষ্ট করে বলতে চায়, সে কোনো দয়ার দান বা বিশেষ সুবিধার ওপর নির্ভর করে এখানে পৌঁছায়নি। সে এমন নম্বর পেয়েছে, যা অনেক পুরুষ প্রার্থীর থেকেও বেশি। এই সাফল্য তার অধ্যবসায়, তার নিরলস পরিশ্রম এবং তার মানসিক শক্তির ফল। তবুও সমাজের একাংশ সহজেই এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তাকে তলাকিদ বলে চিহ্নিত করতে চায়। কারণ এতে তাদের নিজেদের অস্বস্তি কমে, তাদের ধারণাগত শ্রেষ্ঠত্ব অটুট থাকে।কিন্তু এই সমাজ কি কখনো প্রশ্ন তোলে;একজন মেয়ে হয়ে এই জায়গায় পৌঁছাতে কত স্তরের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়? প্রতিদিনের জীবনে যে অদৃশ্য চাপগুলো একজন নারী বহন করে; নিজের মত প্রকাশের সংকোচ, স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা, জনসমক্ষে নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির নিয়মিত বিচার;এসব কি কোনো লাকি মানুষের অভিজ্ঞতা? নাকি এগুলো সেই বাস্তবতা, যা আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করি?আজও সমাজের একাংশ মনে করে, পুরুষের কাজ উপার্জন করা, আর নারীর কাজ সেই উপার্জনের ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করা। ফলে যখন একজন নারী নিজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকে এগোতে চায়, তখন তাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়;এত পড়াশোনা করে কী হবে?, চাকরি করে কী লাভ?, শেষমেশ তো বিয়েই করতে হবে। এই প্রশ্নগুলো কেবল তার পছন্দকে নয়, তার অস্তিত্বকেও ছোট করে দেয়।

তার নিজের যাত্রাপথও এই বাস্তবতা থেকে আলাদা নয়। গণিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, তারপর বি.এড. এবং সিটেট;এই প্রতিটি ধাপের পেছনে ছিল অবিরাম পরিশ্রম, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল সামাজিক চাপের এক অবিরাম স্রোত। এক সময় এই চাপ এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। ডিপ্রেসন যে শব্দটি আমরা এখনও স্বীকার করতে চাই না;সেই অন্ধকার তাকে ঘিরে ধরেছিল। এমনও মুহূর্ত এসেছে, যখন মনে হয়েছে আর এগিয়ে যাওয়ার শক্তি নেই।

কিন্তু এই গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, যা প্রায়ই আলোচনায় আসে না;সমর্থনের শক্তি। তার বাবা-মা, একজন স্কুল শিক্ষক ও একজন আইসিডিএস কর্মী, তাঁদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও তাকে ভরসা দিয়েছেন। তাঁরা কখনো তার ওপর সমাজের চাপকে প্রাধান্য দিতে দেননি। বরং বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন;নিজের পায়ে দাঁড়ানো, নিজের মতো করে বাঁচা, এবং নিজের সুখকে গুরুত্ব দেওয়া;এগুলো কোনো বিলাসিতা নয়, এগুলো মৌলিক অধিকার।এই সমর্থনই তাকে অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়ে এনেছে। নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে আবার পড়াশোনায় মন দিতে শিখিয়েছে। সেই পথেই আজ সে এখানে পৌঁছেছে; একটি ইন্টারভিউ কলের সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের স্বপ্নের আরও এক ধাপ কাছাকাছি।কিন্তু ঠিক এই সময়েই, যখন তার সংগ্রামের স্বীকৃতি পাওয়ার কথা, তখন সমাজের একাংশ সেই সংগ্রামকে অস্বীকার করে তলাকিদ শব্দের আড়ালে ঢেকে দিতে চায়। এটি কেবল একটি শব্দ নয়; এটি একটি মানসিকতা, যা নারীর সাফল্যকে স্বীকার করতে অস্বস্তি বোধ করে।সে বিয়ে করতে চায়, পরিবার গড়তে চায়;এটি তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা। কিন্তু তার আগে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অধিকারও তার সমানভাবে প্রাপ্য। একজন নারীর সুখকে যদি শুধুমাত্র তার বৈবাহিক অবস্থার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে তা তার ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি সরাসরি অবিচার।এই সমাজে নারীরা লাকি নয়; তারা প্রতিদিন লড়াই করে। তারা নিজেদের জায়গা তৈরি করে, নিজেদের কণ্ঠস্বর প্রতিষ্ঠা করে, এবং প্রতিনিয়ত প্রমাণ করে যে তাদের সাফল্য কোনো দয়া নয়, বরং প্রাপ্য।

অতএব, সময় এসেছে এই লাকি তকমার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অবমূল্যায়নকে চিহ্নিত করার। নারীর সাফল্যকে সম্মান করা মানে শুধু তাকে অভিনন্দন জানানো নয়; বরং তার সংগ্রামকে স্বীকার করা, তার পরিশ্রমকে মূল্য দেওয়া।সে মেয়ে হয়ে জন্মে লাকি নয়, কিন্তু একজন নারী হতে পেরে গর্বিত। কারণ নারীর শক্তি অন্য কারও থেকে বড় হওয়ার মধ্যে নয়, বরং এই সত্যকে ধারণ করার মধ্যে;আমরা কোনোদিনই কম ছিলাম না।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 26-04-2026 04:39 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

সুকান্ত মজুমদারের জন্য প্রোটোকল ভাঙলেন শাহ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটযুদ্ধ এখন স্লগ ওভারে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দিতে মরিয়া বিজেপি। প্রচারে গতির ঝড় তুলতে এবার নিজের জন্য বরাদ্দ হেলিকপ্টারটিও রাজ্য নেতাদের জন্য ছেড়ে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার সকালেই দেখা গেল সেই নজিরবিহীন ছবি। কড়া প্রোটোকল সরিয়ে রেখে শাহের অত্যাধুনিক কপ্টারে চেপেই ভোট প্রচারে জেলা সফর সারলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। দলীয় নেতৃত্ব একে রূপকার্থে 'কার্পেট বম্বিং' বলছেন। আকাশপথে প্রচারের এই তীব্রতাকে তৃণমূলের ওপর ভারী মাত্রায় বোমাবর্ষণের সঙ্গেই তুলনা করছেন বঙ্গ বিজেপির একাংশ। শনিবার শাহের নির্বাচনী কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুরের পর। ঘড়ির কাঁটায় পৌনে তিনটেয় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে তাঁর প্রথম জনসভা নির্ধারিত ছিল। এরপর বিকেলে হাওড়ার শ্যামপুরে সভা এবং সন্ধ্যায় হাওড়া ও দক্ষিণ কলকাতায় রোড শো। কলকাতা থেকে জামালপুর আকাশপথে পৌঁছতে সময় লাগে বড়জোর আধ ঘণ্টা। তাই দুপুর সোয়া দুটো নাগাদ বিমানবন্দর থেকে রওনা দিলেই চলত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। এই মধ্যবর্তী সময়ের সদ্ব্যবহার করতেই নিজের কপ্টারটি সুকান্তের জন্য বরাদ্দ করার নির্দেশ দেন শাহ। প্রচারের শেষলগ্নে এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতে রাজি নন তিনি। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছন সুকান্ত মজুমদার। টারম্যাকে গিয়ে তিনি দেখেন, অন্য দিনের চেনা কপ্টারটি সেখানে নেই। তার বদলে দাঁড়িয়ে আছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত একটি নতুন আকাশযান। উড়ান শুরুর আগে পাইলটের ব্রিফিং থেকে জানা যায়, এটি আসলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যবহারের জন্যই আনা হয়েছে। শাহের মতো সুকান্তেরও শনিবার ঠাসা কর্মসূচি ছিল। খণ্ডঘোষ, মেমারি, বেহালা পশ্চিম এবং কলকাতা বন্দর; মোট চারটি রোড শো করার কথা ছিল তাঁর। সময় বাঁচাতে ১০টা ২০ নাগাদ শাহের কপ্টারে চেপেই খণ্ডঘোষের উদ্দেশে উড়াল দেন সুকান্ত। সকাল ১০টা ৪৮ মিনিটে খণ্ডঘোষ পৌঁছন সুকান্ত। সেখানকার কর্মসূচি সেরে আকাশপথেই পাড়ি দেন মেমারিতে। তখন ঘড়িতে বেলা সাড়ে বারোটা। নিয়ম মেনে ওই সময়ের মধ্যেই হেলিকপ্টারটি ছেড়ে দিতে হয় তাঁকে। সুকান্তকে মেমারিতে নামিয়ে দিয়ে কপ্টারটি দ্রুত ফিরে আসে কলকাতা বিমানবন্দরে। এরপর সেই যানে চেপেই জামালপুরের উদ্দেশে রওনা হন অমিত শাহ। মেমারির কর্মসূচি শেষ করে সড়কপথেই বিকেলের মধ্যে কলকাতায় ফেরেন সুকান্ত মজুমদার। নিরাপত্তার ঘেরাটোপ ও প্রোটোকল সরিয়ে প্রচারের স্বার্থে শাহের এই নমনীয়তা বঙ্গ বিজেপি শিবিরে সাড়া ফেলেছে।প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার খাতিরেও কড়া ব্যবস্থা রয়েছে কলকাতা বিমানবন্দরে। নরেন্দ্র মোদীর জন্য বায়ুসেনার তিনটি হেলিকপ্টার টারম্যাকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তিনি রাজ্যে থাকলে আরও দু'টি কপ্টার 'স্ট্যান্ডবাই' রাখা হয়। তবে শনিবার প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় না থাকায় অতিরিক্ত যানগুলি ছিল না। কিন্তু সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তার কারণে ওই কপ্টারগুলি অন্য কারও ব্যবহারের সুযোগ নেই। শাহের ক্ষেত্রেও প্রোটোকল সাধারণত একই থাকে। কিন্তু বাংলার ভোটে প্রচারের গতি বজায় রাখতে সেই নিয়ম শিথিল করেছেন তিনি নিজেই। শনিবার কেবল শাহ বা সুকান্ত নন, দক্ষিণবঙ্গ চষে বেরিয়েছেন বিজেপির একঝাঁক 'ওজনদার' নেতা। রাজনাথ সিংহ, জেপি নড্ডা, হিমন্ত বিশ্বশর্মা, স্মৃতি ইরানিরা দিনভর ব্যস্ত ছিলেন প্রচারের ময়দানে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও বারবার ছুটে আসছেন বঙ্গে। এই হেভিওয়েটদের যাতায়াতের জন্য এখন হেলিকপ্টারের চাহিদা তুঙ্গে। পরিস্থিতি সামাল দিতেই 'শাহি' প্রোটোকলকে কিছুটা গৌণ করে দলীয় প্রচারকে প্রাধান্য দিচ্ছে গেরুয়া শিবির। 'স্লগ ওভারে' প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বাড়াতে বিজেপি এখন আকাশপথকেই তুরুপের তাস করেছে।

নীতি আয়োগে দুই বাঙালি মুখ

প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ জাতীয় রাজনীতিতে 'বাঙালিবিরোধী' তকমা ঝেড়ে ফেলতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। নীতি আয়োগের পুনর্গঠনে বড় চমক দিয়ে দুই বাঙালি কৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে বসালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বালুরঘাটের বিদায়ী বিধায়ক তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোককুমার লাহিড়ীকে করা হয়েছে নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ বা ভাইস চেয়ারম্যান। পাশাপাশি, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গোবর্ধন দাসকে প্রতিষ্ঠানের পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ করেছে মোদী সরকার। শুক্রবার এই ঘোষণা হওয়ার পরেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন অশোকবাবু। সেই সাক্ষাতের ছবি দিয়ে এবং বাংলায় পৃথক পোস্ট করে দু'জনকেই কুর্নিশ জানিয়েছেন মোদী। ভোটের উত্তপ্ত আবহে এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে দিল্লির অলিন্দে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস বারংবার অভিযোগ তুলেছে যে, বিজেপি আদতে 'বাঙালিবিরোধী' এবং বাংলা সংস্কৃতির পরিপন্থী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়; তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই তাস খেলেই জনমত তৈরির চেষ্টা করছেন। ঠিক এই সময়ে নীতি আয়োগের মতো অত্যন্ত প্রভাবশালী সংস্থায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদে এক বাঙালিকে বসানো রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই চালের মাধ্যমে নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে চাইল গেরুয়া শিবির। শনিবার অশোক লাহিড়ীর সঙ্গে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী প্রথমে ইংরেজিতে ও পরে মাতৃভাষা বাংলায় টুইট করেন। নীতি আয়োগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন, 'দেশের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল নীতি আয়োগ। এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে মজবুত করে এবং সংস্কারমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটি জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করে সাহায্য করে। ভিন্ন উদ্ভাবনী এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনার মঞ্চ এটি।' ওই পোস্টেই তিনি জানান যে সরকার নীতি আয়োগকে পুনর্গঠন করেছে। উপাধ্যক্ষ হিসেবে অশোকবাবুর নাম ঘোষণার পাশাপাশি রাজীব গৌড়া, অধ্যাপক কেভি রাজু, অধ্যাপক গোবর্ধন দাস, অধ্যাপক অভয় করন্দিকর এবং এম শ্রীনিবাসকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। আলাদা ভাবে অশোক লাহিড়ীর প্রশংসায় মোদী লেখেন, 'অশোককুমার লাহিড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় তাঁকে আমার শুভকামনা জানালাম। অর্থনীতি এবং জননীতিতে তাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ভারতের সংস্কারের পথ এবং 'বিকশিত ভারত' হয়ে ওঠার যাত্রাপথকে আরও শক্তিশালী করবে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে তাঁর প্রচেষ্টা আমাদের দেশের নীতি নির্ধারণকে আরও গতিশীল করবে।' বিজ্ঞানী গোবর্ধন দাসের জন্য তাঁর বার্তা ছিল আরও আবেগঘন। মোদী লেখেন, 'অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিনম্র ব্যবহার, আপনার এই জীবনযাত্রা প্রত্যেকের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। জনস্বাস্থ্য, বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আপনি যে অমূল্য অবদান রেখেছেন, তার জন্য সারা দেশ গর্বিত।'উল্লেখ্য, এই দুই ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই বিজেপির গভীর যোগসূত্র রয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেএনইউ-এর অধ্যাপক গোবর্ধন দাসকে পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। যদিও তিনি সেবার সফল হননি। অন্যদিকে, বালুরঘাট থেকে জিতে আসা অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ী এবার টিকিট পাননি। তবে ভোট মিটতেই দু'জনকে বড় প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে কেন্দ্র বুঝিয়ে দিল, মেধা ও দক্ষতাকে প্রাধান্য দিতে তারা বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে অশোকবাবুর মতো অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ নীতি আয়োগের মাথায় আসায় দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক রূপরেখা তৈরিতে বাঙালির প্রভাব ফের বৃদ্ধি পেল। মোদীর এই 'মাস্টারস্ট্রোক' শেষ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার। সব মিলিয়ে, দিল্লির নীতি নির্ধারণের অলিন্দে এখন দুই বাঙালি নক্ষত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি। ছবি সমাজমাধ্যম ।

ভরাডুবির ভয়েই কি ঘর ভাঙানোর ছক ? অধীরের নিশানায় অভিষেক

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদে জয়ের গন্ধ পেতেই ঘর গোছাতে মরিয়া ঘাসফুল শিবির। আর সেই লক্ষ্যেই এবার কংগ্রেস প্রার্থীদের বড়সড় প্রলোভন দেওয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বহরমপুরের প্রার্থী অধীর চৌধুরী। তাঁর নিশানায় সরাসরি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক। অধীরের দাবি, হারের ভয়েই এখন থেকে সম্ভাব্য জয়ী কংগ্রেস প্রার্থীদের কেনাবেচার খেলায় নেমেছে শাসকদল। শনিবার দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে অধীর চৌধুরী সাফ জানিয়েছেন, তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক আসলে 'চোরাশিকারি'। তারা গোপনে কংগ্রেস প্রার্থীদের বাড়ি গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়ে দিচ্ছে। বড় অঙ্কের প্রস্তাব বা নানা রকম 'অফার' দেওয়া হচ্ছে জেতার সম্ভাবনা থাকা প্রার্থীদের। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কড়া নির্দেশ, 'আইপ্যাকের লোকজনের গাড়ি দেখলে তাঁদের বেঁধে রেখে থানায় খবর দিন।' অধীরের মতে, চোরাশিকারিরা যেমন চুপিসারে শিকারে বেরোয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কটের সময় আইপ্যাকও সেভাবেই ময়দানে নেমেছে। এই টানাপড়েনের নেপথ্যে রয়েছে গত বিধানসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যান। ২০২১ সালে মুর্শিদাবাদে খাতা খুলতে পারেনি কংগ্রেস। পরে সাগরদিঘি উপনির্বাচনে জয় এলেও বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস পরে তৃণমূলে যোগ দেন। কাকতালীয়ভাবে সেই বাইরনই এবার তৃণমূলের টিকিটে লড়ছেন। ত্রিশ বছর পর আবার বিধানসভা ভোটের লড়াইয়ে নামা অধীরের দাবি, এবার জেলায় তৃণমূলের 'ভয়াবহ পরিস্থিতি' হতে চলেছে। পরাজয় নিশ্চিত বুঝেই তাই আগেভাগে প্রার্থীদের ফোন করে অভিষেক ওরফে 'খোকাবাবু' নানা প্রস্তাব দিচ্ছেন বলে অভিযোগ তাঁর। অধীর চৌধুরীর দাবি, আইপ্যাক সরাসরি নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে না। অন্য পরিচয়ে প্রার্থীদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে সুকৌশলে অভিষেকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে। অধীরের কথায়, 'মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে তৃণমূলের ভয়াবহ পরিণতি হতে চলেছে এই নির্বাচনে। সেটা তণমূল বুঝতে পেরেছে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'আইপ্যাক খোকাবাবুর নির্দেশে মুর্শিদাবাদে যেখানে যেখানে কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, সেই সব প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করা শুরু করেছে।' এই কংগ্রেস নেতার দাবি, তিনি যা বলছেন তার সমস্ত তথ্যপ্রমাণ তাঁর কাছে মজুত রয়েছে। নির্বাচনের প্রথম দফার রেশ কাটতে না কাটতেই মুর্শিদাবাদের ২২টি আসনে এই 'দলবদল' রাজনীতির নতুন সমীকরণ ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে। তবে অধীরের এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ নিয়ে তৃণমূলের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও পাল্টা প্রতিক্রিয়া মেলেনি। আপাতত ভোটের উত্তাপে 'চোরাশিকারি' তত্ত্বে সরগরম বঙ্গ রাজনীতি। ছবি সংগৃহিত।

আজ ফের রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী

বিকেলে কলকাতায় রোড শো

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যে ভোটের পারদ চড়াতে ফের বাংলায় পা রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার দিল্লি ফিরলেও রবিবার বিকেলে খাস কলকাতায় বর্ণাঢ্য রোড শো করবেন তিনি। উত্তর কলকাতার প্রার্থীদের সমর্থনে শোভাবাজার থেকে খান্না পর্যন্ত এই মহামিছিলকে ঘিরে তুঙ্গে উন্মাদনা। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে খাস কলকাতায় মোদীর এই প্রচার ঘিরে জোরদার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রবিবার দুপুর থেকেই প্রধানমন্ত্রীর ঠাসা কর্মসূচি। বিজেপি সূত্রে খবর, দুপুর ২টো ১৫ মিনিট নাগাদ বনগাঁর ঠাকুরনগরে প্রথম জনসভা করবেন তিনি। এরপর তাঁর গন্তব্য হুগলির আরামবাগ। বিকেল ৩টে ৪৫ মিনিটে হরিপালের জনসভা সেরে সরাসরি কলকাতায় পৌঁছবেন মোদী। বিকে পাল অ্যাভিনিউ থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ শুরু হবে তাঁর রোড শো। বিকেলের দিকে যানজটের আশঙ্কায় শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি থাকছে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত কলকাতায় প্রচার সেরে ফিরবেন তিনি। শুক্রবারই মোদী পানিহাটিতে সভা করেছেন। সেখানে আরজি করের নির্যাতিতার মাকে পাশে নিয়ে তিনি বার্তা দিয়েছিলেন, 'আরজি করে নির্যাতিতার মাকে পাশে নিয়ে বিজেপি-কে জেতানোর বার্তা দিয়েছিলেন তিনি'। এর এক দিনের ব্যবধানেই তাঁর এই কলকাতা সফর রাজনৈতিক মহলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বুধবার রাজ্যের বাকি ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ। প্রথম দফায় ৯২.৮৮ শতাংশ ভোটদানের হার কমিশনের বাড়তি নজরদারির সুফল বলেই মনে করা হচ্ছে। পাল্লা দিয়ে ময়দানে নামছে শাসক দলও। শনিবার নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে পর পর দু'টি সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও শেষ মুহূর্তের প্রচারে নজর দিচ্ছেন। আপাতত ২৯ এপ্রিলের মেগা লড়াইয়ের আগে মোদী-মমতা দ্বৈরথে উত্তপ্ত বাংলার রাজনীতির ময়দান। টু দ্য পয়েন্ট প্রচারে কোনো ফাঁক রাখতে চাইছে না কোনো পক্ষই। ফাইল ফটো।

সাসপেনশনের কবলে ডায়মন্ড হারবারের পাঁচ পদস্থ পুলিশকর্মী

নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবার ঃ ভোটের মুখে ফের বড়সড় পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। হিঙ্গলগঞ্জের ওসির পর এবার একসঙ্গে কোপ পড়ল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পাঁচ পদস্থ আধিকারিকের ওপর। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়ে কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। 'আচরণবিধির গুরুতর লঙ্ঘন এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে' তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হল। তালিকায় রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই এবং এসডিপিও সজল মণ্ডল। বাদ যাননি ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি মৌসম চক্রবর্তী, ফলতা থানার আইসি অজয় বাগ এবং উস্তি থানার ওসি শুভেচ্ছা বাগও। অধস্তন অফিসারদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় জেলা পুলিশ সুপার ঈশানী পালকেও সতর্ক করা হয়েছে।কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের স্বচ্ছতা রক্ষায় এই সিদ্ধান্ত জরুরি ছিল। গত বৃহস্পতিবারই হিঙ্গলগঞ্জ থানার ওসি সন্দীপ সরকারকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে সেই তালিকায় নাম জুড়ল আরও পাঁচজনের। মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ওই পাঁচজনের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট থানাগুলোতে অবিলম্বে নতুন আধিকারিক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলে কমিশনের এই পদক্ষেপ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিরপেক্ষ ভোট করাতে যে কোনও আপস করা হবে না, সেই বার্তাই দিতে চাইল কমিশন।

দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে আরও এগারো পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ কমিশনের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে নজরদারির জালে আরও কড়াকড়ি করল নির্বাচন কমিশন। অবাধ নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করতে ভিন্ রাজ্য থেকে আরও ১১ জন নতুন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম দফার ভোটে যেটুকু বিক্ষিপ্ত অশান্তি দানা বেঁধেছিল, দ্বিতীয় দফায় তার বিন্দুমাত্র সুযোগ দিতে নারাজ দিল্লির নির্বাচন সদন। এই বাড়তি পুলিশ পর্যবেক্ষকদের মূলত সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভোটকাজে মোতায়েন হওয়া পর্যবেক্ষকের সংখ্যা এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেল।

কমিশন সূত্রে খবর, এ বারের নির্বাচনের জন্য বাংলায় আগে থেকেই ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় দফার আগে সেই সংখ্যা আরও বাড়ানো হল, যা রাজ্যে নির্বাচনের ইতিহাসে কার্যত নজিরবিহীন। এই নবাগত পর্যবেক্ষকরা প্রত্যেকেই ভিন্ রাজ্য থেকে আসছেন। তবে তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলাবে রাজ্য পুলিশই। গত ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ মিটেছে। আগামী বুধবার, ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে ভোট নেওয়া হবে। প্রথম দফায় রাজ্যের ভোটদানের হার ছিল চমকে দেওয়ার মতো, প্রায় ৯২.৮৮ শতাংশ। রাজ্যের এই রেকর্ড ভোটদান নিয়ে ভোটারদের কুর্নিশ জানিয়েছেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে কখনও এ রাজ্যে ভোটদানের এই বিপুল হার দেখা যায়নি।' তবে এই উচ্চ হারের নেপথ্যে এসআইআর-এর আতঙ্ক কাজ করছে বলেও মনে করছেন অনেকে। ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে যাওয়ার ভয়ে কর্মসূত্রে বাইরে থাকা মানুষও ভোট দিতে ফিরে এসেছেন। প্রথম দফায় ইভিএম বিভ্রাট বা ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় তৎপরতা বেড়েছে কমিশনের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, 'বিজেপির তরফে কিছু বিষয় কমিশনের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।' ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য আলাদা আলাদা সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করাই এখন কমিশনের প্রধান লক্ষ্য। পুলিশ ও আয়ব্যয়ের পর্যবেক্ষক বাড়িয়ে বুথ স্তরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে মরিয়া কমিশন। ছবি সংগৃহিত।

রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে ফের সক্রিয় ইডি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ফের তেড়েফুঁড়ে ময়দানে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে শনিবার সাতসকালে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার একাধিক চাল ব্যবসায়ীর ডেরায় হানা দিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। বিপুল কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে হাবড়ার পাশাপাশি কলকাতা ও বর্ধমানের মোট ন'টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি শুরু করেছে ইডি। ভোটের আবহে কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই অতি-সক্রিয়তা নিয়ে ইতিপূর্বেই সরব হয়েছে শাসকদল তৃণমূল। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, মূলত রেশন বন্টন মামলায় আর্থিক তছরুপের হদিস পেতেই এই তল্লাশি। ২০২০ সালে বসিরহাট থানায় শুল্ক দফতরের এক আধিকারিক বাংলাদেশে গম পাচারের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ইসিআইআর করে তদন্তে নামে ইডি। এই মামলার যোগসূত্র ধরে এর আগে ১৭টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছেন আধিকারিকরা। শনিবার ভোরে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে ইডির একাধিক দল রওনা দেয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, হাবড়ার চাল ব্যবসায়ী সমীর চন্দ এবং সাগর সাহার বাড়িতে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছেন আধিকারিকরা। তবে ব্যবসায়ীদের বাড়িতে ঢোকার আগে আধিকারিকদের বেশ কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে হয়। ডাকাডাকিতেও দীর্ঘক্ষণ সাড়া মেলেনি, পরে দরজা খুললে ভেতরে ঢোকেন তদন্তকারীরা। সামনেই দ্বিতীয় দফার হাইভোল্টেজ ভোট। ২৯ এপ্রিল হাবড়াসহ রাজ্যের বাকি ১৪২টি কেন্দ্রে নির্বাচন। তার আগে ব্যবসায়ীদের বাড়িতে ইডির এই হানা নিয়ে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে।

শাসকদলের স্পষ্ট অভিযোগ, ভোটের মুখে তৃণমূলকে বিব্রত করতে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বিজেপি। তৃণমূলের অনেক নেতা-মন্ত্রীকে ইতিপূর্বেই তলব করা হয়েছে। কেউ হাজিরা দিয়েছেন, কেউ আবার প্রচারের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গিয়েছেন। গত ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট মিটেছে, ফল প্রকাশ হবে আগামী ৪ মে। তার আগে ইডির এই পদক্ষেপকে ঘিরেই এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি। ফাইল ফটো।

জনজোয়ারে ভাসলেন অরুণাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি , বাগনান ঃ ভোটের বাদ্যি বাজতেই ঘরের ছেলেকে কাছে পেতে জনজোয়ারে ভাসল বাগনান। শুক্রবার বাঙ্গালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী অরুণাভ সেনের (রাজা) জনসংযোগ কর্মসূচি কার্যত এক অকাল উৎসবে পরিণত হয়। গত তিনবারের বিধায়ক তথা হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল সভাপতিকে সামনে পেয়ে আবেগের গণবিস্ফোরণ ঘটে সাধারণ মানুষের মধ্যে। পুষ্পবৃষ্টি, শঙ্খধ্বনি আর জয় জোয়ারে এদিন কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এলাকা। এদিন প্রচারের শুরু থেকেই ছিল উপচে পড়া ভিড়। আবালবৃদ্ধবনিতার উন্মাদনা দেখে আপ্লুত প্রার্থী নিজেও। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রিয় নেতাকে জড়িয়ে ধরেন, চলে দেদার সেলফি ও করমর্দন। প্রবীণরা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেন তাঁদের ঘরের ছেলেকে। জনতার এই অভূতপূর্ব ভালোবাসা গ্রহণ করে অরুণাভবাবু বলেন, তিনি মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা 'এক মনে হৃদয়ঙ্গম' করছেন। তাঁর সঙ্গে এদিন উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত উপপ্রধান আশিক রহমানসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। নির্বাচনী পরিসংখ্যান বলছে, গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকেই বিজেপি প্রার্থী অনুপম মল্লিককে ৩০ হাজার ১২০ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পরাস্ত করেছিলেন অরুণাভ সেন। সেবার তিনি পেয়েছিলেন ১,০৬,০৪২ ভোট, সেখানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর ঝুলিতে গিয়েছিল ৭৫,৯২২ ভোট। আগামী ২৯ এপ্রিল বাগনানে ভোটগ্রহণ। ফের ঘাসফুল ফুটিয়ে একটানা চারবার জয়ের রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে এখন টগবগ করে ফুটছে গোটা কেন্দ্র। বাসিন্দাদের দাবি, উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতেই তাঁরা ফের 'রাজা'কে বিধানসভায় পাঠাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এদিন বাঙ্গালপুরের অলিগলি কেবল একটাই শব্দে মুখরিত ছিল; 'জয়ধ্বনি'। সব মিলিয়ে ভোটের মুখে বাগনানের লড়াইয়ে তৃণমূল যে অনেকটাই চনমনে, তা এদিনের ভিড়ই প্রমাণ করে দিল।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 26-04-2026 04:39 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

গঙ্গায় বাজল দোতারা !

‘বৈদেশিয়া বন্ধু’কে উত্তরবঙ্গে ডাক মোদীর

কুশল রায় ।। নয়া জামানা ।। উত্তরবঙ্গ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কলকাতার গঙ্গাবক্ষে নৌকাভ্রমণের ভিডিও এখন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। সেই ভিডিওর বিশেষত্ব ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। দোতারার সুরে বাজছে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গান ‘ও বৈদেশিয়া বন্ধু রেখ একবার উত্তরবাংলা আসিয়া যান’। আর এতেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা ; ভিডিওর মাধ্যমে কি উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী? প্রয়াত ভাওয়াইয়াশিল্পী ধনেশ্বর রায়ের লেখা এই গানে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষের আতিথেয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে। ‘জলপাইগুড়ির বারুই পান, কোচবিহারের হেউতি ধান, দার্জিলিংয়ের চা বাগান, জলদাপাড়ার জঙ্গল খান’ দেখে যাওয়ার আহ্বান রয়েছে। উঠে এসেছে তিস্তা, তোর্ষা, মানসাই নদীর কথাও। শুধু প্রকৃতি নয়, ‘মনের কথা শুনিয়া যাও রে, এ বন্ধু তোমার কথাও কইয়া যানরে’ ; এই লাইনে ফুটে উঠেছে উত্তরবঙ্গের মানুষের আন্তরিকতা। প্রধানমন্ত্রীর ভিডিওতে এই সুর ব্যবহার হওয়ায় খুশি উত্তরবঙ্গবাসী। মাথাভাঙ্গার পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক ভাওয়াইয়াশিল্পী গীতা রায়বর্মন বলেন, শুধু আমি নই, গোটা উত্তরবঙ্গবাসী এই ঘটনায় গর্বিত। রাজবংশী তথা ভাওয়াইয়াকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে ভাবছেন তারই বহিঃপ্রকাশ এটা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দক্ষিণবঙ্গে তৈরি ভিডিওতে উত্তরবঙ্গের মাটির গানের ছোঁয়ায় সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি উত্তরবঙ্গ ও রাজবংশী ভাষাকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তপশিলিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি পেয়েই বিজেপিকে সমর্থনের ঘোষণা করেছেন গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন। গত ৫ এপ্রিল কোচবিহারের রাসমেলা মাঠের জনসভাতেও একাধিকবার রাজবংশী ভাষায় কথা বলেছিলেন মোদি। সভার শুরুতে বলেন, ‘সগাইকে

জানাই মোর দণ্ডবত’ অর্থাৎ সবাইকে প্রণাম। আবার বলেন, ‘মুই তুমারগুলার লোক আছং’ অর্থাৎ আমি আপনাদেরই লোক। ভোটের মরশুমে প্রধানমন্ত্রীর এই ভিডিও নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। একদিকে ভাওয়াইয়া গানের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরা, অন্যদিকে ‘বৈদেশিয়া বন্ধু’কে উত্তরবঙ্গে আসার আমন্ত্রণ ; দুই বার্তাই একসঙ্গে দিয়েছেন মোদি। দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গা থেকে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, সব মিলিয়ে এই ভিডিও এখন রাজনীতি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন হয়ে উঠেছে।

মদন মোহন মন্দিরে হঠাৎ নিরাপত্তা শূন্য, উদ্বেগে ভক্ত-পুরোহিত

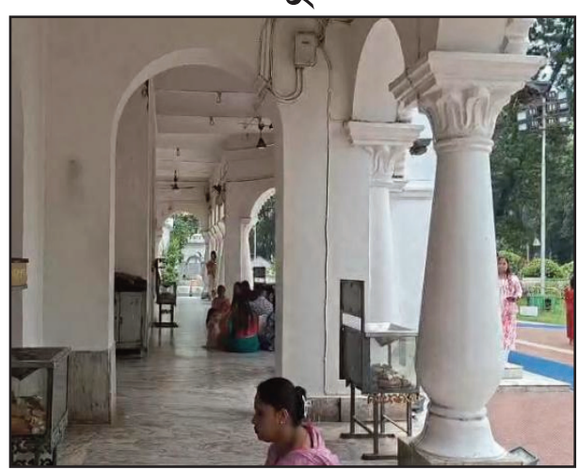

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদন মোহন মন্দিরে আচমকা পুলিশি নিরাপত্তা উঠে যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দীর্ঘদিন কঠোর পুলিশি পাহারায় থাকা মন্দিরে গতকাল রাত থেকে কোনো পুলিশকর্মীর দেখা মেলেনি। আজ সকালে মন্দির খোলার সময়ও একই ছবি। কোচবিহারের মানুষের আস্থার প্রতীক মদনমোহন দেব। রাজ আমলের ঐতিহ্য মেনে এখানে নিত্য পূজা হয়। ১৯৯৪ সালে বিগ্রহ চুরির পর থেকে মন্দিরে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসে। রাজ আমলের বহু মূল্যবান গহনা সংরক্ষিত থাকায় অস্ত্রধারী পুলিশ প্রতিদিন পাহারা দিত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ না থাকার বিষয়টি জানাজানি হতেই মন্দির কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে একজন পুলিশকর্মী এলেও তাঁর কাছে অস্ত্র ছিল না বলে অভিযোগ। পুরোহিত ও ভক্তদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, প্রতিদিন বহু মানুষ আসেন, এত মূল্যবান সম্পদ রয়েছে। এই অবস্থায় নিরাপত্তার শৈথিল্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। নির্বাচনের কারণে নিরাপত্তা শিথিল হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, দ্রুত পূর্ণ নিরাপত্তা ফেরানো হবে। তবে তার আগে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দায় কে নেবে, সেই প্রশ্ন ঘুরছে স্থানীয়দের মুখে।

শিলিগুড়িতে গণপিটুনিতে মৃত ১

বাপ্পা রায়, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির উত্তর একটিয়াশাল পাইপলাইন এলাকায় গরু চুরির সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে গণপিটুনি দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং অপরজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাত থেকে এলাকায় গরু চোরের আতঙ্ক দেখা দেয়। শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করা দুই ব্যক্তিকে আটক করে। অভিযোগ, এরপর তাদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয়। খবর পেয়ে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। গুরুতর আহত অবস্থায় দু’জনকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটজনক। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, আক্রান্ত দুই ব্যক্তির বাড়ি ইসলামপুর এলাকায়। তবে এখনও পর্যন্ত তাদের নাম-পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে ইতিমধ্যে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভোট মিটতেই ছন্দে ফিরল দার্জিলিং, বাড়ছে পর্যটকের ভিড়

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ এক মাসের ভোটের ব্যস্ততা কাটিয়ে স্বমহিমায় ফিরছে ‘কুইন অব হিল’ দার্জিলিং। বৃহস্পতিবার ভোট শেষ হতেই শুক্রবার থেকে ম্যাল, চৌরাস্তা ও পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে বাড়ছে পর্যটকদের আনাগোনা। সমতলে গরম বাড়তেই কুয়াশা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর মনোরম আবহাওয়া উপভোগ করতে পাহাড়ে ভিড় করছেন পর্যটকরা। এখন মূলত দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মুম্বাই ও পুনে থেকে পর্যটকরা আসছেন। ম্যাল রোড, ভুটিয়া মার্কেট ও গান্ধী রোডের মোমো, থুকপা, শাফালে, গরম চায়ের স্টলে ভিড় চোখে পড়ার মতো। চুরপি, সেল রুটি ও আলুর দমও পছন্দের তালিকায়। দার্জিলিং হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় খান্না জানান, ভিন রাজ্যের পর্যটক আসা শুরু হয়েছে। তবে স্থানীয় পর্যটকদের ভিড় বাড়তে রাজ্যের ভোট পর্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমানে ভিন রাজ্যের প্রায় ২৫ শতাংশ বুকিং রয়েছে। রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসুর মতে, সমতলের স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হলে ভিড় আরও বাড়বে। গান্ধী রোডের ব্যবসায়ীরাও আশাবাদী, কারণ এটাই পাহাড়ের ভরা মরশুম। ভোট প্রচারে বিমল গুরুং, অনীত থাপা বা অজয় এডওয়ার্ডদের রাস্তায় দেখা গেলেও এখন তাঁরা দলীয় দপ্তরে ব্যস্ত। রাজনৈতিক হিসেব চললেও পাহাড়বাসী এখন পর্যটনেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। ভোটের ট্রমা কাটিয়ে দার্জিলিং এখন পুরোদস্তুর পর্যটন মোডে।

আধ ঘণ্টার বৃষ্টিতেই জলমগ্ন ধূপগুড়ি বাজার

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জেরে আধ ঘণ্টার বৃষ্টিতেই জলমগ্ন ধূপগুড়ির বাজার এলাকা। ডাকবাংলো মোড় থেকে হাইস্কুল যাওয়ার রাস্তা জল-কাদায় ভরে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সবজি বিক্রেতা ও পথচলতি মানুষ। শনিবার সকালের আধ ঘণ্টার বৃষ্টিতেই রাঙ্খস্তার পাশে দোকান নিয়ে বসা ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র ভিজে নষ্ট হয়েছে। নোংরা জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, জেলা পরিষদ প্রতিনিয়ত দোকান বসানোর খাজনা নিলেও নিকাশি নালা পরিষ্কার করে না। নালাগুলি আবর্জনায় বন্ধ হয়ে থাকায় অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমছে। সবজি বিক্রেতা জয়দেব সূত্রধর বলেন, খাজনা ঠিকই নিচ্ছে, কিন্তু বাজার পরিষ্কার হয় না। আরেক বিক্রেতা রবি সাহা জানান, এটা একদিনের সমস্যা নয়। মাঝেমধ্যেই এমন দুর্ভোগে পড়তে হয়। এই রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জেলা পরিষদের। অথচ দীর্ঘদিন কোনো সংস্কার হয়নি। সামনেই বর্ষা। নালায় আবর্জনার স্তূপ জমে আছে। দ্রুত নিকাশি নালা পরিষ্কার করে সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

লাটাগুড়িতে ওভারব্রিজে উঠল ‘লুর্কাবাবা’

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ লাটাগুড়িতে রাস্তা নয়, সোজা ওভারব্রিজ পেরোল দাঁতাল হাতি। জঙ্গলে ‘লুর্কাবাবা’ নামে পরিচিত হাতিটি সাতসকালে বিচাভাঙ্গা রেলব্রুসিংয়ের ওপর নির্মিত রেলওয়ে ওভারব্রিজে উঠে পড়ে।

দুলকি চালে একপাশ থেকে অন্যপাশে চলে যায় সে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। লাটাগুড়ি-চালসাগামী জাতীয় সড়কের ওই ওভারব্রিজ নিউ চ্যাংরাবান্ধা,শিলিগুড়ি রেলপথের ওপর অবস্থিত। নেওড়া মোড় থেকে শুরু হয়ে জঙ্গলের ভেতর গিয়ে শেষ হয়েছে ব্রিজটি। দু’বছর আগে উদ্বোধনের পর এই প্রথম হাতি উঠল সেখানে।

গাড়িচালক দীপক চন্দ্র জানান, রাতে বা ভোরে ব্রিজে হাতি থাকলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কারণ মাঝপথে হাতির মুখে পড়লে গাড়ি বেরোনোর সুযোগ থাকে না। ওভারব্রিজ নির্মাণের সময়ই পরিবেশপ্রেমীরা এই আশঙ্কা করেছিলেন। যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আরও বাড়তে পারে। লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত জানান, জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় নিয়মিত নজরদারি থাকে। হাতি বের হলে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা হয়।

ভবিষ্যতে হাতি যাতে ওভারব্রিজে না উঠতে পারে, সে বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হবে। পরে হাতিটি নিজেই নেমে জঙ্গলে চলে যায়।

অবহেলায় ধুঁকছে ভোটপট্টি স্টেশন, টিকিট-স্টেশন মাস্টারহীন যাত্রীরা

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোটপট্টি রেলস্টেশন চরম অবহেলার শিকার। আগাছায় ভরা প্ল্যাটফর্ম, ভাঙা পরিকাঠামো, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ; নিত্য দুর্ভোগে যাত্রীরা। স্টেশনে টিকিট কাউন্টার থাকলেও কর্মী নেই। বহুদিন ধরে টিকিট দেওয়া বন্ধ। ফলে বহু যাত্রী বাধ্য হয়ে বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠছেন। এতে রেলের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, যাত্রীরাও জরিমানার আতঙ্কে থাকছেন। স্থানীয় ধুনিয়া বসাক বলেন, কাউন্টার আছে, টিকিট নেই। ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা, স্টেশনে দীর্ঘদিন কোনো স্টেশন মাস্টার নেই। ট্রেনের সময়সূচি, জরুরি তথ্য ; কিছুই মিলছে না। নিরাপত্তার অভাবও প্রকট। রাতে স্টেশন চত্বর অন্ধকার থাকে। শৌচালয় ও পানীয় জলের পরিষেবাও শোচনীয়। নিয়মিত যাত্রী মোঃ বাহারুল ইসলাম জানান, টিকিট নেই, তথ্য নেই। মনে হয় কেউ দায়িত্ব নিচ্ছে না। বারবার রেল দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনো পদক্ষেপ নেই। এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে সংস্কার, টিকিট পরিষেবা চালু, স্থায়ী স্টেশন মাস্টার নিয়োগ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।

তিনতলা থেকে পড়ে মৃত্যু মহিলার

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ২৪ নম্বর ওয়ার্ড দেবাশীষ কলোনিতে তিনতলা বাড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু হল পপি সাহা নামে ৫৫ বছর বয়সী এক মহিলার। ঘটনার সময় বাড়িতে ছেলে, পুত্রবধূ ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

ঝড়ের পর ৪ দিন বিদ্যুৎহীন আলিপুরদুয়ার

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ ঝড় থামার চার দিন পরেও আলিপুরদুয়ারের বধূংকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপাতলী থেকে ঘাগড়া এলাকা বিদ্যুৎহীন। টানা অন্ধকারে বিপর্যস্ত জনজীবন। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিদ্যুৎ না থাকায় দৈনন্দিন কাজকর্ম বন্ধ। টোটো চালকরা গাড়ি চার্জ দিতে না পেরে রোজগার হারাচ্ছেন। রাতে নিঝুম অন্ধকারে নারী নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে অভিভাবকরা। বারবার অভিযোগ করেও সুরাহা না মেলায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে ধর্নায় বসেন। তাদের প্রশ্ন, চার দিনেও কেন মেরামতির কাজ শেষ হলো না?

দপ্তরের উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন তারা। বাসিন্দারা অবিলম্বে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন।

দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসী।

চ্যাংরাবান্ধায় বাইক-পিকআপ সংঘর্ষে মৃত ১, আহত ২

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ চ্যাংরাবান্ধার দেবী কলোনি সংলগ্ন ধরলা ব্রিজের সামনে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক যুবকের। মৃতের নাম শেখর সরকার। গুরুতর জখম রবিন রায় ও সুদেব রায়। তিনজনেরই বাড়ি ধূপগুড়ির কুর্শামারি এলাকায়। শনিবার দুপুরে দ্রুত গতিতে চৌরঙ্গীর দিক থেকে চ্যাংরাবান্ধার দিকে আসছিল তিনজন বাইক আরোহী। দেবী কলোনি এলাকায় রাস্তা পার হওয়া চা পাতা বোঝাই পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে বাইকটির। তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শেখরকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি দুই আরোহীকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী মদন সরকার জানান, বাইকের গতি বেশি ছিল এবং কারও মাথায় হেলমেট ছিল না। হেলমেট থাকলে প্রাণ বাঁচতে পারত। ঘটনার পর ঘাতক পিকআপ ভ্যানটি পালিয়ে যায়। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ বাইকটি উদ্ধার করেছে। রাস্তা পরিষ্কার করে দমকল। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিষ পি সুব্বা জানান, ঘাতক গাড়ির খোঁজ চলছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গায় পাঠানো হবে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভোটের ক্লান্তি ধুয়ে পর্যটন মোডে ‘কুইন অফ হিল’

এক মাসের রাজনৈতিক টানাপড়েন আর মিটিং-মিছিলের ব্যস্ততা শেষে ফের আপন মেজাজে ফিরল ‘কুইন অব হিল’। বৃহস্পতিবার ভোট মিটতেই শৈলশহর দার্জিলিংয়ের ম্যাল, চৌরাস্তা ও পর্যটন কেন্দ্রগুলো পুরোনো ছন্দ ফিরে পেয়েছে। শুক্রবার থেকেই ম্যালে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়তে শুরু করেছে। সমতলে যখন তাপমাত্রার পারদ চড়ছে, তখন পাহাড়ের মনোরম আবহাওয়া;কখনও কুয়াশা, কখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর রোদের লুকোচুরি উপভোগ করছেন পর্যটকরা। ভোটের কারণে গত কয়েকদিন পর্যটকদের ভিড় কিছুটা কম থাকলেও শুক্রবার থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে। এখন মূলত দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মুম্বাই ও পুনে থেকে পর্যটকরা আসছেন। ম্যাল রোড, ভুটিয়া মার্কেট ও গান্ধী রোডের মোমো, থুকপা, শাফালে এবং গরম চায়ের স্টলগুলোতে ভিড় জমছে। পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে লোকাল চুরপি, সেল রুটি ও আলুর দম। দার্জিলিং হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় খান্না জানান, ভিন রাজ্যের পর্যটকরা আসতে শুরু করেছেন, তবে স্থানীয় পর্যটকদের ভিড় বাড়তে রাজ্যের ভোট পর্ব মেটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসুর মতে, সমতলের স্কুলগুলোতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হলে ভিড় আরও বাড়বে।

বাঁশের আড়ালে কাঠ পাচার রুখল বনদফতর

নয়া জামানা, বাগডোগরা ঃ বাগডোগরায় বাঁশ বোঝাই লরির আড়ালে কাঠ পাচারের বড় চক্রান্ত ভেস্তে দিল বনদফতর। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ বার্মা টিক কাঠ। বনদফতর জানিয়েছে, গতকাল রাত ২টা নাগাদ গোঁসাইপুর এলাকায় নাকা তল্লাশির সময় একটি বাঁশ বোঝাই লরিকে থামতে বললে চালক চেকপোস্ট ভেঙে পালানোর চেষ্টা করে। ধাওয়া করলে কলেজ মোড় এলাকায় লরিটি ফেলে চালক

পালিয়ে যায়। পরে লরি তল্লাশি করে বাঁশের নিচে লুকানো বার্মা টিক কাঠ উদ্ধার হয়। মহারাষ্ট্র নম্বরের ওই লরিতে গোপনে কাঠ পাচার হচ্ছিল। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাচারচক্রের সঙ্গে কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে বনদফতর। তদন্ত চলছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 26-04-2026 04:39 Page 5

২৬ এপ্রিল ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

বুথে বুথে তৃণমূল প্রার্থী অর্পিতার 'দাপুটে' পরিদর্শন !

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বালুরঘাট বিধানসভা এবার পাখির চোখ শাসক শিবিরের। তাই বিজেপির হাত থেকে বিধানসভা পুনরুদ্ধার করতে কর্মী সমর্থকেরা কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন।বৃহস্পতিবার ভোটের দিন সকালেই বিভিন্ন এলাকায় দাপিয়ে বেড়ালেন তৃণমূল প্রার্থী অর্পিতা ঘোষ।কোথাও নির্বাচনি এজেন্টকে ঢুকতে না দেওয়া, আবার বৈধ ভোটারের ভোটাধিকার না মেলার অভিযোগ। এমন নানা অভিযোগ পেয়ে কমিশনে নালিশ জানালেন অর্পিতা।এদিকে আসন ধরে রাখতে সকালে নিজের বুথে ভোট দিয়ে গ্রাম এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেরালেন বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ রায়। পাশাপাশি, সুকান্ত মজুমদারের বিধানসভা কেন্দ্র, সংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলেও এলাকায় ঘুরতে পারবেন না বলে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ। তাই তিনি নিজের বাড়িতেই ওয়ার রুম খুলে বসেন। সেখান থেকেই জেলাজুড়ে নজরদারি চালালেন। রাজ্যের জন্যও হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছেন। সেই নম্বরে কর্মীদের অভিযোগের ফোন পেয়ে বাড়ি বসেই দ্রুত ব্যবস্থা নেন সুকান্ত। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিলেন অর্পিতা। তিনি প্রথমে হিলির প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যান। তিওরে কৃষ্ণা অষ্টমী হাইস্কুলে তৃণমূলের নির্বাচনি এজেন্টকে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। এরপর সেই এজেন্টকে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেন। হিলিতেই আরও দু'জনকে ভোটদানে বাধা দেওয়া হয়েছিল। সরকারি চাকরি না করলেও তাঁদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট হয়েছে বলে জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গেই নিজের নির্বাচনি এজেন্টের মারফত কমিশনে অভিযোগ দায়ের করান অর্পিতা। এরপর ভোটদানের ব্যবস্থা করা হয়। পরে বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন বুথে এবং আশপাশের গ্রামগুলি ঘুরে কর্মীদের অভিযোগ এবং ভোটারদের অভাব, অভিযোগ শুনে তিনি ব্যবস্থা নেন।অর্পিতা বলেন, ভোর পাঁচটা থেকে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছি। অনেক জায়গায় বুথের ভিতরে আলো কম ছিল। বসার জায়গা খুবই ছোট। কোথাও আবার আমাদের এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সমস্ত কিছু কমিশনে জানিয়েছি।অন্যদিকে, এদিন সকালেই বালুরঘাট শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৩ নম্বর বুথে দুই মেয়ে এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দেন বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ রায়। এরপর তিনি বালুরঘাট বিধানসভার গ্রাম এবং শহরগুলিতে চক্কর কাটেন। বিদ্যুৎ বলেন, অনেক জায়গায় আমাদের কর্মীদের ভয় দেখানো হয়েছে। বুথ জ্যামের চেষ্টা হয়েছিল। কমিশনে জানিয়েছি।

ভোটের পরেও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সজাগ হিলি ব্লকের পুলিশ প্রশাসন

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ গত ২৩ এপ্রিল রাজ্যের ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। বিগত দিনের নির্বাচন গুলির মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক সাধারণ ভোটারদের ভোটদান প্রক্রিয়া পড়েছে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে। আগামী ৪ঠা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ২৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভাগ্য নির্ধারণের ফলাফল ঘোষিত হবে অনুষ্ঠানিকভাবে।

এই ভোট প্রক্রিয়া শেষে বিশেষ করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকে রাজনৈতিক দলের জয় পরাজয়ের চুল চেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং কর্মীদের মধ্যে। ভোট প্রক্রিয়ার শেষে যাতে রাজনৈতিক কোনো সংঘর্ষ এবং ভোটের পর যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, এই বিষয় নিয়ে কড়া নজরদাড়ি রাখ ছে হিলি ব্লক এবং পুলিশ প্রশাসন। হিলি ব্লক এবং হিলি থানা সূত্রে জানা গেছে যে, ভোট প্রক্রিয়া শেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তাদের ভোট দান করার ক্ষেত্রে একটি হিসেব মাথায় কাজ করে। কোন ভোটার তাদের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছে এবং দেয়নি তার হিসেব-নিকেশ চলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে।

স্বাভাবিক কারণে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কোনো রাজনৈতিক দলের নিচু তলার সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানিতে কোন ধরনের গন্ডগোল এবং অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে এ নিয়ে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে হিলি ব্লকের পুলিশ প্রশাসন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কুমারগঞ্জ বিধানসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি দলের প্রার্থী শুভেন্দু সরকারের উপর আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার প্রভাব যাতে হিলি ব্লকে পড়তে না পারে তা নিয়েও সজাগ প্রশাসন। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে কোনো প্রশাসনিক আধিকারিকেরা তাদের নাম না জানিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া দিতে না চাইলেও হিলি ব্লক এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে কুমারগঞ্জ বিধানসভায়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যাতে তার পার্শ্ববর্তী বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে ঘটনার সূত্রপাত না ঘটে এবং এই বিষয়টিকে নিয়ে রাজনৈতিক দলের মধ্যে যাতে বিরোধ এবং গন্ডগোলের সৃষ্টি না হয় সেদিকেই করা নজরদারি রাখা হচ্ছে।

আগামী ৪ঠা মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত এবং ফলাফল ঘোষণার পরেও যাতে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য সাদা পোশাকের পুলিশের পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকেও যত তত্র জনবহুল এলাকা গুলিতে কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে।

ইংরেজবাজার পৌরসভার উদ্যোগে মালদহে নতুন জল পরীক্ষাগার

নয়া জামানা,মালদহ ঃ শহরের বাসিন্দাদের জন্য সুখবর। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ইংরেজবাজার পৌরসভার উদ্যোগে শনিবার উদ্বোধন হল অত্যাধুনিক জল পরীক্ষার ল্যাবরেটরি। ইংরেজবাজার থানার পাশেই জলকল বিল্ডিংয়ে স্থাপিত এই ল্যাবের ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।

উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর শুভময় বসু, প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।পৌরসভার চেয়ারম্যান জানান, এতদিন মালদহ শহরে জল পরীক্ষার কোনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না।

ফলে সাধারণ মানুষ অজান্তেই অস্বাস্থ্যকর জল পান করতেন যা বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়াত।সেই সমস্যার সমাধান করতেই এই আধুনিক ল্যাব গড়ে তোলা হয়েছে।এই ল্যাবে নিয়মিতভাবে পৌরসভার বিভিন্ন পরিশ্রুত পানীয় জলের উৎস থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে। শুধু তাই নয়, সাধারণ নাগরিকরাও খুব স্বল্প খরচে নিজেদের বাড়ির কলের জল বা জলাধারের জল পরীক্ষা করাতে পারবেন।পৌরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শহরবাসী। তাঁদের মতে, এই ল্যাব চালু হওয়ায় পানীয় জলের গুণমান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। নিরাপদ জলের লক্ষ্যে এটি মালদহের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে

গভীর রাতে আগুনে ভস্ম গৃহস্থ বাড়ি, সর্বস্ব হারাল দিনমজুর পরিবার

নয়া জামানা, মালদা ঃ হরিশ্চন্দ্রপুরে গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মুহূর্তের মধ্যে ছাই হয়ে গেল এক দিনমজুরের স্বপ্নের সংসার। শুক্রবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের গাঙ্গোর গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা আনজাফুল হকের শোবার ঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে জানা গেছে। দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ছেলে মানোয়ার আলির ঘর, রান্নাঘর এবং গোয়াল ঘরে। আতঙ্কে ছুটে আসেন গ্রামবাসীরা।

সবাই মিলে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালান এবং দ্রুত দমকলকে খবর দেওয়া হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে সব শেষ।

ঘরবাড়ি, আসবাব, খাদ্যশস্য, নগদ ৪২ হাজার টাকা এবং একটি গবাদি পশু আগুনে পুড়ে যায়। নিঃস্ব হয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে এখন অসহায় পরিবারটি সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে।

চিকিৎসায় গাফিলতি, বেসরকারি নার্সিংহোমে প্রসূতির পরিজনদের তুমুল বিক্ষোভ

নয়া জামানা, মালদা ঃ রতুয়া-১ ব্লকের সামসী মতিগঞ্জ এলাকায় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ ঘিরে এক বেসরকারি নার্সিংহোমে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হল। শুক্রবার রাতে প্রসূতির পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয় কিছু উত্তেজিত মানুষ নার্সিংহোমে চড়াও হয়ে ভাঙচুর ও মারধরের ঘটনা ঘটায়।জানা গেছে, রতুয়ার ভাদো গ্রাম পঞ্চায়েতের বিহারী গ্রামের বাসিন্দা মাস্তারা খাতুনকে গত মঙ্গলবার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলে পরিবারের লোকজন সামসীর একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। সেদিনই অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু পরদিন অর্থাৎ বুধবার হঠাৎই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

এই ঘটনার পরই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে শুক্রবার রাতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রসূতির পরিবার ও স্থানীয়রা। তারা নার্সিংহোমে ঢুকে দুই কর্মীকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ঘটনার সময় এক স্থানীয় বাসিন্দা বিষয়টি জানতে চাইলে তাকেও মারধরের শিকার হতে হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে মতিগঞ্জ এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।পুরো ঘটনায় এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভোটের পরে মদের দোকান খুলতেই বালুরঘাটে সুরাপ্রেমীদের দীর্ঘ লাইন

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ প্রথম দফার নির্বাচনের ৯৬ ঘন্টা আগেই পশ্চিমবঙ্গে মদ বিক্রি বন্ধ হওয়ায় বিপদে পড়েছিলেন মদ বিক্রেতা থেকে শুরু করে সুরা প্রেমীরা।

ভোটের পরে মদের দোকান খুলতেই জেলার বালুরঘাটে উপচে পড়লো ভীড়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মদের দোকান খুলবে, এই খবর শুনে বালুরঘাটের বিভিন্ন মদের দোকানের সামনে লম্বা লাইন পড়ে যায়। ভিড় এতটাই বেড়ে যায় যে সেটা সামলাতে পুলিশ প্রশাসনকে ময়দানে নামতে হয়। মদের দোকানের সামনে এই অত্যধিক ভিড়ের জন্য যানজটেরও সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবার রাতের পরেও শুক্রবার সকালে কয়েকটি দোকানে ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভিড় কমলেও মদের দোকানের লম্বা

লাইনের সেই ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল

, যাকে ঘিরে একাধিক মন্তব্য করছেন নেটিজেনরা।

আস্থার টানে বৈশাখে মাধাইপুরে 'মায়ের ডাকে' ভিড়!

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালদা ঃ শুধু পুজো নয়, বিশ্বাস আর মানতের টানেই বৈশাখ এলেই মাধাইপুর গ্রাম যেন এক আলাদা পরিচয় পায়।

পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চলের এই চন্ডীমাতা মন্দির ঘিরে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার ভক্তদের ভিড় যেন এক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। শনিবার সকাল নটা নাগাদ এমনই চিত্র ধরা পড়ে ।স্থানীয়দের মতে, এখানে আসা অনেকেই শুধুমাত্র দর্শনার্থী নন, তাঁরা প্রত্যেকে কোনো না কোনো আশা, প্রার্থনা বা কৃতজ্ঞতা নিয়েই আসেন। কেউ মানত পূরণ করতে, কেউ নতুন মানত করতে, আবার কেউ শুধু মায়ের কৃপা পেতে হাজির হন।

ফলে মন্দির প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে মানুষের অনুভূতি আর বিশ্বাসের এক জীবন্ত চিত্র।সেন যুগের স্মৃতি বহনকারী এই প্রাচীন মন্দির আজও গ্রামীণ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আবেগের কেন্দ্রবিন্দু। বৈশাখ মাসে বিশেষ পুজোর দিনে মন্দির চত্বরে ছোটখ াটো মেলার আবহ তৈরি হয়,যেখানে ধর্মের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক বন্ধনেরও এক অনন্য ছবি ধরা পড়ে।

হবিবপুরে পুলিশের জোরদার অভিযানে উদ্ধার অবৈধ মদ, গ্রেফতার ১

নয়া জামানা, মালদহ ঃ হবিবপুর এলাকায় অবৈধ মদ বিক্রির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে হবিবপুর থানার পুলিশ কাতলাপুকুর হাট সংলগ্ন এম.এল.এ মোড় এলাকায় হানা দেয়।অভিযানে হাতেনাতে ধরা পড়ে এক ব্যক্তি যার নাম রবি সাহা।তার বাড়ি আইহো খে াশবাসপাড়া এলাকায় বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় গোপনে দেশি-বিদেশি মদ বিক্রি চলছিল।

অভিযানের সময় রবি সাহার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ উদ্ধার করা হয়। এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।স্থানীয়দের মতে, পুলিশের এই পদক্ষেপে এলাকায় স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। শনিবার ধৃতকে মালদহ জেলা আদালতে তোলা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যুবক খুনের গ্রেফতারের দাবীতে রাস্তা অবরোধ চিতলঘাটায়

সুবল গোপ, নয়া জামানা উত্তর দিনাজপুর ঃ বাইক রাখাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছিল রেজাউল হক নামে ২৮ বছরের এক যুবকের। ঘটনার ছয়দিন পার হয়ে গেলেও অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হওয়ায় শনিবার সকালে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো নিহত যুবকের পরিবারের পাশাপাশি গ্রামবাসীরা।এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পড়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার চিতলঘাটা এলাকায়।উল্লেখ্য গত রবিবার চোপড়া থানার চিতলঘাটা এলাকায় মেরাজুল ইসলাম বাইক রেখে ছিল। সেই বাইক রাখাকে কেন্দ্র করে মেরাজুল ইসলামের পরিবারের সাথে রেজাউল হকের পরিবারের বিবাদ সৃষ্টি হয়।

সেই বিবাদ দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে পরিণত হয়। অভিযোগ, মেরাজুল ইসলামের পরিবারের সদস্যরা বাঁশ লাঠিসোটা নিয়ে রেজাউল হকের উপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় জখম হয় রেজাউল হক। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রেজাউল হককে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক হয়ে যায়। ঘটনার ছয়দিন হয়ে গেলেও অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হওয়ায় শনিবার সকালে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ বিক্ষোভের পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা।

চোপড়ায় বাইক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু, আহত ১

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল চোপড়া এলাকায়। শনিবার কেবলটলি এলাকায় দুটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের, গুরুতর জখ ম হয়েছেন আরও একজন। মৃত যুবকের নাম জাবেদ আলি (৩২)। তাঁর বাড়ি শীতলগাঁও এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুটি মোটরবাইক বিপরীত দিক থেকে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জাবেদ আলির।অন্যদিকে, দুর্ঘটনায় আরেকজন যুবক গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি দুজনকে উদ্ধার করে চোপড়া দলুয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসকরা জাবেদ আলিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এই মর্মান্তিক ঘটনার জেরে চোপড়া এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং উত্তেজনাও ছড়িয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

গরু চুরির সন্দেহে গণপিটুনি, শিলিগুড়িতে নিহত ১-উত্তপ্ত উত্তর একটিয়াশাল

নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুর ঃ গরু চুরির সন্দেহে গণপিটুনির জেরে এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল শিলিগুড়ির উত্তর একটিয়াশাল পাইপলাইন এলাকা। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ও আহত;দু'জনই উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানা এলাকার বাসিন্দা।স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাত থেকেই এলাকায় গবাদি পশু চুরির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় গরু চুরির উপদ্রব বেড়েছে। শনিবার ভোরে দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয়রা তাদের আটক করে।অভিযোগ, এরপর উত্তেজিত জনতা ওই দুই ব্যক্তিকে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দীর্ঘক্ষণ ধরে মারধর করে। খবর পেয়ে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর জখম অবস্থায় দু'জনকে

উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।অপরজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন।প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, আক্রান্তদের বাড়ি চোপড়া এলাকায়। তবে তারা কী কারণে ওই এলাকায় উপস্থিত ছিলেন, তা খ তিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ ও স্থানীয়দের মোবাইলে ধারণ করা ভিডিও খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বেশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলকে আইন নিজের হাতে না তুলে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় আহত যুবকের ন্যায়বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

নয়া জামানা ঃ শুক্রবার বীরভূমের সদাইপুর থানার তাপসপুর মোড়ে যে দুর্ঘটনাটি ঘটে, বর্তমানে গুরুতর জখ ম যুবক দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।

এদিকে শুক্রবারের ওই ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘাতক গাড়িসহ দুজনকে ধরে ফেলে। অভিযোগ, অভিযুক্ত দুজন ঘটনার কথা স্বীকার করলেও কাল রাতে 'প্রভাবশালী'দের ছেড়ে দেওয়া হয়।

অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে এবং আহত যুবকের চিকিৎসার ক্ষতিপূরণের দাবিতে আজ ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের তাপসপুর মোড়ে প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ হয়। ঘটনাস্থলে সদাইপুর থানা ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এক ঘণ্টা পর বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে অবরোধ ওঠে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 26-04-2026 04:39 Page 6

স্ট্রংরুমে পাহারায় ডোমকলে সিসিটিভি লাগাল কং-তৃণমূল, সিপিএম

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষ হতেই ইভিএম নিরাপত্তা ঘিরে বাড়ছে সতর্কতা। নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারি থাকলেও শুধু তার উপর নির্ভর না করে নিজেদের উদ্যোগে সক্রিয় হয়ে উঠেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী কংগ্রেস ও সিপিআই(এম)। মুর্শিদাবাদের ডোমকল গার্লস কলেজের স্ট্রংরুমের বাইরে নিজেদের উদ্যোগে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারি শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। সেখানে রাখা হয়েছে জলঙ্গি, ডোমকল ও রানিনগর;এই তিন বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্ট্রংরুমে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশি নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবুও প্রার্থী ও দলীয় কর্মীদের একাংশের মধ্যে সংশয় থেকেই গিয়েছে। সেই কারণেই শুক্রবার থেকেই স্ট্রংরুমের বাইরে অতিরিক্ত নজরদারির ব্যবস্থা করেছে তৃণমূল ও কংগ্রেস। শনিবার থেকে একই পথে হাঁটছে সিপিএমও। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ট্রংরুমের চারপাশে বিভিন্ন জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ক্যামেরার ফুটেজে নজর রাখতে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী তাঁবু। সেখানে রাখা হয়েছে টিভি মনিটর, হার্ডডিস্ক ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম। সারাক্ষণ ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করছেন দলীয় কর্মীরা। পাশাপাশি পালা করে কর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এলাকায় বসে নজরদারি চালানোর জন্য। স্ট্রংরুমের আশপাশে কারা যাতায়াত করছেন, কোনও সন্দেহজনক নড়াচড়া হচ্ছে কি না, সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না রাজনৈতিক দলগুলি। ভোট শেষ হলেও ফল ঘোষণার আগে পর্যন্ত এই নজরদারি চলবে বলেই জানা গিয়েছে। সৌমিক হোসেন বলেন, তআমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। তাই সিসি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি কর্মীদের পালা করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।দ একই কথা জানিয়েছেন জুলফিকার আলি। তাঁর দাবি, তাঁদের পক্ষ থেকেও একই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে, মোস্তাফিজুর রহমান জানান, তাঁরাও শনিবার থেকে সিসি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি কর্মী মোতায়েন করছেন। প্রথম দফার ভোট মিটলেও রাজনৈতিক টানাপোড়েন যে এখনও অব্যাহত, ডোমকলের স্ট্রংরুম ঘিরে এই বাড়তি নজরদারিই তার স্পষ্ট প্রমাণ।

অরিজিৎ সিং-এর নীরব জন্মদিন, জিয়াগঞ্জে মানুষের হৃদয়ে আজও ‘সুমু’ই সবার প্রিয়

নয়া জামানা ।। মুর্শিদাবাদ

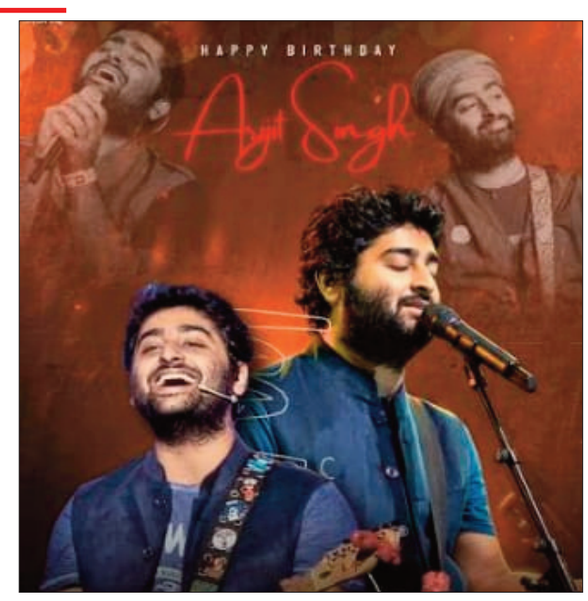

অরিজিৎ সিং-মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের ভূমিপুত্র, বলিউড ও টলিউডের জনপ্রিয় গায়ক। ১৯৮৭ সালে জন্ম নেওয়া এই শিল্পী এবারও নিজের জন্মদিন পালন করলেন একেবারে নিঃশব্দে। বাড়ির সামনে ছিল না ভক্তদের ভিড়, কাটা হয়নি কেক, ছিল না কোনও বিশেষ আয়োজন। প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতেই বরাবর পছন্দ করেন তিনি। তাই অনুরাগীরাও তাঁর এই স্বভাব মেনে নিয়েছেন। কিছুদিন আগেই প্লেব্যাক গান থেকে সরে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অরিজিৎ। সেই ঘোষণার পরেও তাঁকে ঘিরে কৌতূহল কমেনি। সম্প্রতি জিয়াগঞ্জে তাঁর বাড়িতে এসে সময় কাটিয়ে গিয়েছেন আমির খান। অরিজিতের ব্যক্তিগত স্টুডিওতে রেকর্ডিংও করেছেন তিনি। আবার মাত্র দু'দিন আগেই নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে বাড়ির কাছের একটি স্কুলে ভোট দিতে দেখা গিয়েছে এই গায়ককে। জিয়াগঞ্জেই অরিজিতের বড় হয়ে ওঠা।

ছোটবেলার পড়াশোনা রাজা বিজয় সিং স্কুল-এ। বর্তমানে ওই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি তিনি। তাঁর উদ্যোগে দীর্ঘদিনের অযত্নে পড়ে থাকা স্কুলের খেলার মাঠ নতুনভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। সংস্কারের কাজও চলছে জোরকদমে। অরিজিতের ডাকনাম সুমু। ২০০৫ সালে ফেম গুরুকুল-এ প্রতিযোগী হিসেবে পরিচিতি পান তিনি। পরে সঙ্গীত প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ শুরু করে ধীরে ধীরে প্লেব্যাক জগতে নিজের শক্ত জায়গা তৈরি করেন। হিন্দির পাশাপাশি বাংলা গানের জগতেও সমান জনপ্রিয় তিনি। টলিউডে তাঁর গাওয়া বহু গান আজও শ্রোতাদের মুখে মুখে ফেরে। শুধু সঙ্গীত নয়, সমাজসেবামূলক কাজেও নিয়মিত এগিয়ে আসেন অরিজিৎ। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নানা জনহিতকর কাজ করেছেন তিনি। নিজের খরচে সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছেও তিনি বিশেষভাবে প্রিয়। গানের মানুষ হয়েও মাটির টান ভোলেননি জিয়াগঞ্জের এই তারকা।

ভোট-লুঠের অভিযোগে সরব কংগ্রেস, পুনর্নির্বাচনের দাবিতে কমিশনের দ্বারস্থ

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ প্রথম দফার ভোটেই রণক্ষেত্র মুর্শিদাবাদ। ভরতপুরে বুথ দখল আর বহরমপুরে বিকল ইভিএম নিয়ে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের দরবারে হাজির হল কংগ্রেস।

বৃহস্পতিবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ অগ্রবালের কাছে লিখিত নালিশ জানিয়ে প্রভাবিত বুথগুলিতে পুনর্নির্বাচনের দাবি তুললেন কংগ্রেস নেতা নিলয় প্রামাণিক। তাঁদের অভিযোগ, শাসকের দাপটে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আজ বিপন্ন। ভরতপুরের পরিস্থিতি ছিল কার্যত অগ্নিগর্ভ। কংগ্রেসের দাবি, সালার থানার অন্তর্গত ১৫৭ থেকে ১৬৯ নম্বর পর্যন্ত টানা একাধিক বুথ থেকে তাঁদের পোলিং এজেন্টদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে। এজেন্টহীন সেই বুথগুলিতে শাসকদলের কর্মীরাই 'বেআইনি ভাবে ভোট পরিচালনা' করেছেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ নিলয়বাবুর। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বারবার জানানো সত্ত্বেও পুলিশ তৎপর হয়নি, উল্টে অভিযোগ জানাতে থানায় যেতে বলা হয়েছে প্রতিনিধিদের। দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী বা কিউআরটি সরিয়ে নেওয়ায় বুথগুলোতে নিরাপত্তার ছিটেফোঁটা ছিল না বলে কংগ্রেসের দাবি। স্থানীয় শাসক নেতাদের সঙ্গে পুলিশের একাংশের যোগসাজশেই এই কারচুপি চলেছে বলে সরব হয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। অন্যদিকে, বহরমপুরের ১৪১ নম্বর বুথে ইভিএম বিভ্রাটে দীর্ঘক্ষণ থমকে থাকে ভোটদান প্রক্রিয়া। সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে যন্ত্র বিকল হলেও দুপুর পৌনে একটা পর্যন্ত তা সচল হয়নি। এর জেরে ধৈর্য হারিয়ে বাড়ি ফিরে যান অনেক ভোটার। কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী বারবার তদ্বির করলেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ক্ষুব্ধ কংগ্রেসের দাবি, 'প্রভাবিত বুথগুলিতে পুনর্নির্বাচন, পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ' করতে হবে। ভোটদানের সময় বাড়ানো বা পুনর্নির্বাচন ছাড়া বিকল্প কিছু দেখছে না হাত শিবির। নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা ফেরাতে কমিশনের কড়া হস্তক্ষেপই এখন একমাত্র ভরসা বলে মনে করছে নেতৃত্ব। সব মিলিয়ে ভোটের প্রথম দিনেই মুর্শিদাবাদের ময়দান অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগে সরগরম। কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল

রাতের অন্ধকারে কাঁঠাল-কলা কেটে ফেলার অভিযোগ

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ জলঙ্গি থানার অন্তর্গত সরকারপাড়া গ্রামে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, কাঁঠাল বাগান থেকে কাঁঠাল এবং কলাবাগান থেকে কলার কাঁদি কেটে ফেলে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলঙ্গি থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা জিয়ারুল মন্ডল জানান, ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা বা রাগের জেরেই এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে তাঁর অনুমান। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ট্রাক্টরের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন মহিলা

মিলন সারোয়ার, নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ভগবানগোলা ২ নম্বর ব্লকের রানীতলা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ শহর এলাকায় এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪৬ বছর বয়সী এক মহিলার। মৃতার নাম তানজিলা বিবি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বাড়িয়া নগর এলাকা থেকে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফিরছিলেন তানজিলা বিবি। সেই সময় অতিরিক্ত ইট বোঝাই একটি ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতর জখম হন। পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রানীতলা থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাক্টরটিকেও আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জঙ্গিপুরে স্ট্রংরুমে সিসি ক্যামেরা বিকল !বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ বায়রনের

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুরে শনিবার ভোররাতে স্ট্রংরুমের সিসি ক্যামেরা বারবার বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে সাগরদিঘির বিদায়ী বিধায়ক ও তৃণমূল প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস দলবল নিয়ে জঙ্গিপুর পলিটেকনিক কলেজে পৌঁছন। সেখানে স্ট্রংরুমের দায়িত্বে থাকা অফিসার, রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে তাঁর তীব্র বচসা হয়।জানা গিয়েছে, প্রথম দফার ভোটের পর থেকেই জঙ্গিপুর পলিটেকনিক কলেজের স্ট্রংরুমে নজরদারি চালাচ্ছিল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁদের আশঙ্কা ছিল, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে।

শুক্রবার রাতে প্রথমবার স্ট্রংরুমের সিসি ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। প্রশাসনের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যামেরা সচল করা হয়। কিন্তু পরে গভীর রাতে ফের ক্যামেরা বিকল হয়ে যায় বলে দাবি করা হয়। এই খবর পেয়ে ভোররাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বায়রন বিশ্বাস। সেখানে পৌঁছে তিনি স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ শুরু হয়। পরিস্থিতি কিছু সময়ের জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বায়রন বিশ্বাস অভিযোগ করেন, রাতভর দফায় দফায় ক্যামেরা বন্ধ হয়েছে। তাঁর দাবি, এসডিও-কে ফোন করলে প্রথমে জানানো হয়, শনিবার সকাল হওয়ার আগে যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত সম্ভব নয়। পরে অনুরোধ করার পর প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। তবুও আবার ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। তাঁর কথায়, এটা টেকনিক্যাল ফল্ট নয়, দিল্লি ফল্ট।ঘটনার জন্য বিজেপিকে দায়ী করে তীব্র আক্রমণ করেন বায়রন। তাঁর অভিযোগ, বাংলায় তৃণমূল প্রার্থীদের হারানোর জন্য চক্রান্ত চলছে। এর আগেও প্রথম দফার ভোটে সামশেরগঞ্জে ভোট দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাধার মুখে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। বুথে ঢোকার আগে পাঁচবার তল্লাশি করা হয় বলে দাবি করে ভোট না দিয়েই ফিরে যান। তখনও তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছিলেন। এবারও স্ট্রংরুমের সিসি ক্যামেরা বিকল হওয়া নিয়ে একই অভিযোগ তুললেন তৃণমূল প্রার্থী।

মুর্শিদাবাদি মিনিয়েচারের উপাখ্যান

নয়া জামানা ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেবল বাংলার অন্ন কেড়ে নেয়নি, গিলে খেয়েছিল এক রাজকীয় শিল্পশৈলীকেও। ভাগীরথীর তীরে যে মুর্শিদাবাদ একসময় রঙের বন্যায় ভাসত, প্রাসাদে প্রাসাদে চলত তুলির কারসাজি, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস সেই 'মুর্শিদাবাদি কলম' বা চিত্রকলাকেও চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে সিরাজউদ্দৌলা; বাংলার নবাবদের হাত ধরে যে ছবির দুনিয়া ডানা মেলেছিল, ব্রিটিশ বেয়নেটের দাপটে তা শেষমেশ 'কোম্পানি স্টাইলে' মাথা নত করতে বাধ্য হয়। জলরঙের সেই সূক্ষ্ম আঁচড়েই আসলে লেখা হয়েছিল বাংলার মধ্যযুগের বিদায় আর আধুনিকতার নিষ্ঠুর এক 'মহাভারত'। মুঘল দরবার যখন ভাঙনের মুখে, ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদে শিল্পের বসন্ত শুরু হয়েছিল। সম্রাট হুমায়ুন পারস্যের টানে যে শিল্পীদের দিল্লিতে জড়ো করেছিলেন, আকবর বা জাহাঙ্গীরের আমলে তা পূর্ণতা পায়। শাহজাহান স্থাপত্যে মজে থাকলেও চিত্রকলা সচল ছিল। কিন্তু শিল্প-বিরাগী ঔরঙ্গজেবের জমানায় মৌচাকে ঢিল পড়ে। দিল্লির সেই আশ্রিত মৌমাছিরা বা শিল্পীরা এরপর নতুন ঠিকানা খুঁজতে ছড়িয়ে পড়েন দেশজুড়ে। তাদেরই এক দল আস্তানা গাড়েন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে। দিল্লির মুঘল ঘরানার সাথে বাংলার নিজস্ব আবেগের মিশেলে তৈরি হয় এক অনন্য চিত্ররীতি। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রাখা লর্ড ক্লাইভের অ্যালবামে আজও সেই বৈভবের সাক্ষী মেলে। মুর্শিদকুলির দরবার থেকে শুরু করে মহরমের শোভাযাত্রা কিংবা খাজা খিজিরের উৎসব; শিল্পীদের নিপুণ হাতের মিনিয়েচারে বন্দি হয়েছিল সেই রঙিন ইতিহাস। রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি কাটিয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁ যখন মসনদে বসেন, তখন শিল্পীরাও নতুন উৎসাহে রঙ-তুলিতে শান দিতে থাকেন। একদিকে বর্গি হাঙ্গামা সামলানো আর অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের নজরদারি; এর মাঝেই নবাবকে নিয়ে আঁকা হয় একের পর এক অনবদ্য ছবি। ইন্ডিয়া হাউসের সংগ্রহে থাকা হরিণ শিকারের একটি ছবিতে আলিবর্দিকে দেখা যায় বিপুলা প্রকৃতির মাঝে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কেবল শিকার নয়, পারিবারিক আবহের ছবিতেও শিল্পীরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একটি বিশেষ ফ্রেমে দেখা যায়, নবাব তাঁর স্বজনদের নিয়ে বসে আছেন, আর ঠিক উল্টোদিকে মুখোমুখি বসে কিশোর নাতি সিরাজউদ্দৌলা। রাজকীয় আভিজাত্য তখন তুলির ডগায় কথা বলছে। আলিবর্দি যাদের 'মৌমাছি' বলে ডাকতেন, সেই ইংরেজরা তখন বাংলায় হুল ফোটানোর অপেক্ষায়। তবে সিরাজউদ্দৌলা যতদিন নবাব ছিলেন,

শিল্পচর্চায় ভাটা পড়েনি। বরং এই সময় রাজস্থানি শৈলী আর নবাবি দরবারি মেজাজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। চিরাচরিত জ্যামিতিক শৃঙ্খলা ভেঙে শিল্পীরা তখন মজেছেন 'রাগমালা' সিরিজের ছবিতে। দীপক, গুজরী বা হিন্দোল রাগের সুর তখন রঙ হয়ে ফুটে উঠছে কাগজের ক্যানভাসে। অনেক ছবিতে তরুণ নবাব সিরাজকেই দেখা যাচ্ছে পরম নায়কের বেশে। জমিদার থেকে সভাসদ; সবার জন্যই তখন মুর্শিদাবাদে ছবির হাট বসেছে। পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পতনের পর ছবির জৌলুসও ফিকে হতে শুরু করে। মিরজাফর বা মিরকাশিমের আমলে ছবি আঁকা চললেও তাতে ছিল 'ভাবের দৈন্য'। পুরোনো কারুকার্যের অনুকরণ করার চেষ্টা হলেও সৃজনশীলতার সেই তেজ আর ছিল না। এরপর এল সেই ভয়ংকর মন্বন্তর। না খেতে পাওয়া শিল্পীদের কেউ পাড়ি দিলেন লখনউতে, কেউ বা পেটের দায়ে ব্রিটিশ সাহেবদের ফরমায়েশে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ভাগীরথীর তীরের সেই ঝকঝকে মুর্শিদাবাদ ক্রমশ অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকল। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাওয়ার পর বাংলার শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল কলকাতা।

এক শতাব্দীর সমাপ্তি ঘটিয়ে অন্য এক স্বপ্নের বীজ বোনা হল ঠিকই, কিন্তু মুর্শিদাবাদের সেই নবাবি মেজাজের জলরঙা ইতিহাস চিরতরে হারিয়ে গেল ভাগীরথীর চরে। ছবিটি এআই দ্বারা নির্মিত ।

বাংলার বৃহত্তম টাঁকশালের স্মৃতি...

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গঙ্গার পলিতে ঢাকা পড়েছে ইতিহাস। অথচ এক সময় এই মাটির নিচেই স্পন্দিত হতো বাংলার অর্থনীতির হৃদপিণ্ড। মুর্শিদাবাদের এলাহিগঞ্জে মাটি খুঁড়তে গিয়ে শ্রমিকের কোদালে হঠাৎই বেজে উঠেছিল ধাতব শব্দ। মাটির জালা ভর্তি মোহর দেখে চমকে উঠেছিলেন সকলে। সেই মোহর পরীক্ষার পর রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নিশ্চিত করেছে, এগুলি মুর্শিদাবাদের নিজস্ব টাকশালের তৈরি। উদ্ধার হওয়া সেই পঁয়ষট্টিটি মোহর এখন ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ও জগৎশেঠ মানিকচাঁদের হাতে গড়া সেই টাকশালই ছিল এক সময় বাংলার বৃহত্তম মুদ্রা তৈরির কেন্দ্র। দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ যখন 'মুকসুদাবাদের' নাম বদলে 'মুর্শিদাবাদ' রাখলেন, তখনই তিনি এক বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের স্বপ্ন বুনেছিলেন। সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী মানিকচাঁদকে। সুদূর পাটনা বা ঢাকা থেকে মুদ্রা আনিয়ে ব্যবসা চালানো ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। সেই সমস্যা মেটাতেই জন্ম নিল মুর্শিদাবাদের এই ঐতিহাসিক টাকশাল। মূলত মানিকচাঁদের কুঠির বিপরীত দিকে গঙ্গার তীরেই এটি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। কালক্রমে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় আলমগীর ও দ্বিতীয় শাহ আলমের নামাঙ্কিত মুদ্রাও এই কারখানায় তৈরি হয়েছে। তবে টাকশালের সঠিক অবস্থান নিয়ে আজও গবেষকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। কারো মতে এটি ছিল ইচ্ছাগঞ্জের বিপরীতে, পরে যা ইমামবাড়ার কাছে সরে আসে। বর্তমান ইমামবাড়ার সামনের ঘাটটির নাম আজও 'মিন্টঘাট', যা সেই ইতিহাসের স্মৃতি বহন করে। আবার একাংশের দাবি, যেহেতু টাকশাল দেখভালের ভার ছিল জগৎশেঠদের ওপর, তাই কারখানাটি ছিল তাঁদের বাড়ির ঠিক পাশেই। কিন্তু গঙ্গার করাল গ্রাসে জগৎশেঠদের সেই বসতবাড়ির সঙ্গেই হারিয়ে গিয়েছে বাংলার বৃহত্তম টাকশালের অস্তিত্ব। নবাবী আমলে সোনা-রুপোর একচেটিয়া কারবারী ছিলেন জগৎশেঠরা। যে কেউ সোনা বা রুপো নিয়ে এই টাকশালে গেলে নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে মোহর তৈরি করে নিতে পারত। এই কমিশন ভাগ হতো নবাব ও শেঠদের মধ্যে। ইংরেজ, ফরাসি বা ডাচ বণিকরাও বাধ্য হতেন এই দেশি টাকশালের দ্বারস্থ হতে। ১৭২৫ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, শুধু টাকশালের কমিশন বাবদ নবাবের কোষাগারে জমা পড়েছিল ছয় লক্ষ টাকা। লভ্যাংশের নিরিখে এটি ছিল তৎকালীন ভারতের অন্যতম সফল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। বাদশা ঔরঙ্গজেবের নামাঙ্কিত এই টাকশালের মুদ্রা আজও সংরক্ষিত আছে পাকিস্তানের লাহোর মিউজিয়ামে।

সাগরদিঘিতে আমি হারছি - ভবিষ্যদ্বাণী বায়রন বিশ্বাসের

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ ভোটের ফল প্রকাশের আগেই কি হারের গ্লানি গ্রাস করল শাসক শিবিরকে? মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে কি ফের উলটপুরাণ হতে চলেছে? নিজের জয় নিয়ে রীতিমতো সংশয় প্রকাশ করে বঙ্গ রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিলেন তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। শুধু নিজের হার নয়,

তৃণমূলের আরও কারা হারছেন, তা নিয়েও অকপট মন্তব্য শোনা গেল তাঁর গলায়। সাগরদিঘি উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোটের টিকিটে জিতে বিধানসভায় পা রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে নাম লিখিয়েছিলেন তৃণমূলে। সেই বায়রন বিশ্বাসই এবার নিজের হারের কথা আগাম ঘোষণা করে দিলেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে বায়রন বিশ্বাসকে বলতে শোনা যায়, সাগরদিঘীতে আমু হারছি,জঙ্গিপুরে জাকির সাহেব হারছে, ও সামশেরগঞ্জ, ফারাক্কা তৃনমূল হারছে। কোনো রাখঢাক না করেই তিনি নিজের পরাজয় কার্যত মেনে নিয়েছেন।বায়রনের এই মন্তব্য কি কেবলই বিনয়, নাকি নিছকই রাজনৈতিক সমীকরণ তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। তবে বায়রন এখানেই থামেননি। নিজের হার নিশ্চিত করার পাশাপাশি তৃণমূলের আরও কোন কোন নেতা বা প্রার্থী হারের মুখ দেখতে চলেছেন, তা নিয়েও চাঞ্চল্যকর ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। তৃণমূলের অন্দরে চোরা স্রোত বা অন্তর্ঘাতের তত্ত্ব কি তবে সত্যি হতে চলেছে? বায়রনের এই 'অকপট' স্বীকারোক্তি কি দলের কর্মীদের মনোবল আরও ভেঙে দেবে?বিরোধীদের দাবি, বায়রন বিশ্বাস বুঝে গিয়েছেন যে জনতা বেইমানি পছন্দ করে না। দলবদলের রাজনীতিতে মানুষ বীতশ্রদ্ধ, আর তারই প্রতিফলন ঘটতে চলেছে ব্যালট বক্সে। অন্যদিকে, বায়রনের এই মন্তব্যে চরম অস্বস্তিতে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

নির্বাচনের ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত এই বিতর্ক থামার কোনো লক্ষণ নেই।বায়রন বিশ্বাসের এই ভবিষ্যৎবাণী কি সত্যিই ফলে যাবে? নাকি শেষ মুহূর্তে আসবে কোনো চমক? সাগরদিঘির লড়াই এখন কেবল জয়ের নয়, বায়রন বিশ্বাসের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 26-04-2026 04:39 Page 7

লাভপুর হামলা-কাণ্ড ঃ মূল অভিযুক্ত শাহিন কাজী এখনও অধরা, প্রকাশ্যে ভিডিও ঘিরে বাড়ছে রাজনৈতিক তরজা

রুম্পা দাস ।। নয়া জামানা ।। বীরভূম

ভোটের দিন সংঘটিত লাভপুরের বহুলচর্চিত হামলা-কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার এড়িয়ে গিয়েছেন মূল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শাহিন কাজী।

ঘটনার কয়েকদিন পরেও তাঁর অধরা থাকা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যেমন প্রশ্ন উঠছে, তেমনই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়েও জল্পনা বাড়ছে। এরই মধ্যে শনিবার দুপুরে শাহিন কাজীর একটি নতুন ভিডিও প্রকাশ্যে আসায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে এবং বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের দিন লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝা এবং কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ তৎপরতা শুরু করে এবং সেদিন রাতেই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একটি মামলা রুজু করা হয়।

ওই রাতেই অভিযুক্তদের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।অন্যদিকে, ঘটনার পরদিন বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝা পৃথকভাবে ১৫ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। উভয় ক্ষেত্রেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে প্রথম নাম রয়েছে শাহিন কাজীর;এমনটাই দাবি তদন্তকারীদের। ফলে তাঁর ভূমিকা নিয়েই এখন তদন্তের কেন্দ্রীয় ফোকাস তৈরি হয়েছে।এই আবহেই শনিবার প্রকাশ্যে আসে একটি ভিডিও, যেখানে শাহিন কাজীকে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করতে শোনা যায়। ভিডিওতে তিনি দাবি করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী হঠাৎ করে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, তাঁর কোনও অঘটন ঘটলে তার সম্পূর্ণ দায়ভার নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনকেই নিতে হবে।স্থানীয় সূত্রের দাবি, এই ভিডিওটি শাহিন নিজেই তাঁর পরিচিত মহলে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ভিডিওর সত্যতা এবং প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশের একাংশের মতে, এটি পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কৌশলও হতে পারে।পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই শাহিন কাজীর সঙ্গে একজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক থাকায় ওই নিরাপত্তারক্ষীকে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং তিনি কীর্ণাহার থানায় ফিরে আসেন।

বর্তমানে শাহিন কাজীর সন্ধানে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে কির্ণাহার থানার পুলিশ।এই ঘটনার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও তীব্র হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝা কটাক্ষ করে বলেন, যদি তিনি সত্যিই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাকেন, তাহলে আইনের প্রতি আস্থা রেখে আত্মসমর্পণ করা উচিত। পাশাপাশি তিনি দ্রুত সমস্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানান এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। অন্যদিকে, শাসকদলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফলে রাজনৈতিক চাপানউতোরের আবহে লাভপুরের এই ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে।তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয় এবং মূল অভিযুক্ত কবে পুলিশের জালে ধরা পড়েন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ;সকলেই।

রামপুরহাটে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস ঃ বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধর, অ্যাম্বুলেন্সে আগুন ! অভিযুক্ত তৃণমূল

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা আগেই, ভোটের দু'দিন পর বীরভূমের রামপুরহাটের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাক্তন বিজেপি বুথ সভাপতি দেবাশীষ মন্ডলের ওপর হামলা ও তাঁর ব্যক্তিগত অ্যাম্বুলেন্সে আগুন লাগানোর অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।শুক্রবার, অর্থাৎ ২৪/০৪/২০২৬ তারিখে রাত প্রায় ১১টা নাগাদ দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক সেরে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর ওপর এই হামলা হয় বলে অভিযোগ। দেবাশীষ মন্ডলের দাবি, কয়েকজন দুষ্কৃতী লোহার রড নিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়।পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত অ্যাম্বুলেন্সে ভাঙচুর চালিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। দেবাশীষ মন্ডলের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে, যাতে এলাকায় বিজেপির সংগঠন দুর্বল করা যায়। তিনি জানান, গত ১৫ বছর ধরে তিনি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত এবং অতীতেও একাধিকবার হুমকির মুখে পড়েছেন। আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে একটি শোভাযাত্রার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেই বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময়ই হামলার মুখে পড়েন। তাঁর দাবি, লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করার চেষ্টা করা হলেও তিনি সরে যাওয়ায় বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। ঘটনার পর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে বাড়ি পৌঁছে দেয়। তবে অভিযোগ, পুলিশ চলে যাওয়ার পর ফের দুষ্কৃতীরা এসে তাঁকে হুমকি দেয়। শনিবার তিনি রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মীর অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই। দলের এক স্থানীয় কর্মীর দাবি, এটি বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল এবং যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তাঁরাও বিজেপিরই সদস্য। পাশাপাশি, ভোটের সময় আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ঢাকতেই বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ইস্যু সামনে আনছে বলেও দাবি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বহুবার ভোট দিয়েছেন, কিন্তু এইবার নাম বাদ ! আতঙ্কে বৃদ্ধ

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী বাড়িতে বসেও ভোট দেওয়ার সুযোগ ছিল। তা সত্ত্বেও এই বছর নিজের গণতান্ত্রিক এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারলেন না ৮০ বছরের হারুন অল রশিদ। কেননা, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে তার নাম বাদ পড়েছে। বৃদ্ধ-প্রান্তিক চাষী হারুনের বাড়ি বীরভূমের লাভপুরের কুসুমগড়িয়া গ্রামে।স্ত্রী হাদিসা বিবিকে নিয়ে তিনি একাই থাকেন। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ভোটার হওয়ার পর থেকেই লোকসভা বিধানসভা এবং পঞ্চায়েত,

সবকটি ভোটেই অংশগ্রহণ করেছেন হারুন মিঞা। তার কাছে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ২০০৬ সালের ভোটার আইডি কার্ডও রয়েছে। সেই কার্ড দেখিয়েই ২০২৪ সালে তিনি লোকসভা নির্বাচনে ভোটদান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এসআইআর প্রক্রিয়ায় তার নাম বাদ পড়ে যায়। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে বিডিও অফিসে গিয়ে জমা দেন। তার পরেও তার নাম ভোটার তালিকায় ওঠেনি। বৃদ্ধ আক্ষেপের সুরে বলেন, জীবনে কোনো ভোট বাদ দেইনি। শুনেছি যাদেব

. ভোটার তালিকায় নাম নেই তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে বা কোথাও আটকে রাখবে। এই বয়সে তো মরেই যাবো। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

অন্যদিকে বিজেপির দাবি কমিশন নিয়ম মেনে নাম বাদ দিচ্ছে, এখানে পক্ষপাতীত্বের কোনো বিষয় নেই।

ইভিএম এর আগে 'হোম ভোটিং', পোস্টাল ব্যালটে স্বস্তি প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষমদের

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ প্রথম দফার নির্বাচন শেষ হওয়ার পর এবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পশ্চিমবাংলায়। যার মধ্যে রয়েছে নদিয়া জেলাও। আগামী বুধবার অর্থাৎ ২৯শে এপ্রিল নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশন একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ভোটারদের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে।শনিবার সকাল থেকেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে নদীয়ার শান্তিপুর বিডিও অফিস থেকে ভোটকর্মীরা প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে বিভিন্ন বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বিশেষ করে শান্তিপুর বিধানসভা ও নদীয়ার রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় এই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে।প্রথম দফার পর দ্বিতীয় দফাতেও অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভোটকর্মীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরাও বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে অনেকটাই। বিশেষ করে যেসব ভোটার শারীরিক কারণে বুথে যেতে অক্ষম, তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সহায়ক বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, নদিয়ার রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা এবং ৮৬ শান্তিপুর বিধানসভায় এই পোস্টাল ব্যালটের মধ্যে দিয়ে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অনেকটাই স্বস্তিজনক অসুস্থ মানুষ, প্রবীণ ব্যক্তি ও বিশেষভাবে সক্ষমদের কাছে।

বাহিনী চলে যেতেই বেহাল স্কুল ঃ ভাঙা বেঞ্চ-নোংরা ক্লাসরুম, নতুন বিরম্বনা !

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিধানসভা নির্বাচন মিটতেই বীরভূম জেলার বোলপুর শহর ও সংলগ্ন এলাকার একাধিক বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিকাঠামো নষ্টের অভিযোগ সামনে এসেছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু ভোট শেষ হওয়ার পর তারা চলে যাওয়ার পরই স্কুল কর্তৃপক্ষের সামনে উঠে আসে এক উদ্বেগজনক চিত্র। ভোটের পরে একাধিক স্কুলে ক্ষয়ক্ষতির ছবি সামনে এসেছে। সিয়ান ইউসুফ হাই স্কুলে দু'টি সাবমার্সিবল পাম্প এবং একাধিক ট্যাপকল বিকল হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। পারুলডাঙ্গা শিক্ষানিকেতনে বেঞ্চ ভাঙা, ফ্যান খারাপের পাশাপাশি সাবমার্সিবল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। আবার শ্রীনন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ে বেঞ্চ ভাঙার পাশাপাশি স্কুল প্রাঙ্গণে যত্রতত্র আবর্জনা ছড়িয়ে থাকার অভিযোগ উঠেছে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বহু স্কুলেই বেঞ্চ-ডেস্ক ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, শ্রেণিকক্ষের দরজা-জানালার ক্ষতি হয়েছে। কোথাও পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এছাড়াও স্কুল প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষের ভিতরে প্লাস্টিক, খাবারের উচ্ছিষ্ট ও নানা ধরনের বর্জ্য ছড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। ফলে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, অন্যদিকে শিক্ষার পরিবেশও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু বোলপুর নয়, একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে নানুর ও লাভপুর এলাকার কয়েকটি স্কুল থেকেও। সেখানেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার পর স্কুলের পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে

জানিয়েছেন স্থানীয়রা ও স্কুল কর্তৃপক্ষ। একাধিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, এই সমস্যা নতুন নয়। প্রতি নির্বাচনেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার পর একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।এবারের ভোটের আগেই প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানানো হয়েছিল যাতে স্কুলের সম্পত্তি রক্ষা করা হয়। ভোট শেষে দ্রুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মেরামতির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এবার সেই আবেদন কার্যত মানা হয়নি। পারুলডাঙ্গা শিক্ষানিকেতন স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত দাস বলেন, আমরা আগেই প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম যে, স্কুলের বেঞ্চ, টেবিল, লাইট, পানীয় জলের ব্যবস্থা এগুলো যাতে অক্ষত থাকে। কিন্তু ভোট শেষে এসে দেখি একাধিক জিনিস ভাঙা। এখন এই ক্ষতি কিভাবে সামলাব জানি না। আরও এক শিক্ষিকা জানান, শুধু ভাঙচুর নয়, স্কুলের পরিবেশও একেবারে নোংরা করে রেখে যাওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্লাস করা অসম্ভব। তাই অনেক স্কুলেই পঠন-পাঠন শুরু করা যায়নি। উল্লেখ

য, গত বৃহস্পতিবার জেলায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তার পরেও শনিবার পর্যন্ত অনেক স্কুলে নিয়মিত ক্লাস শুরু করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে পড়ুয়াদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। অভিভাবক মহলের একাংশের বক্তব্য, ভোট গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কিন্তু তার জন্য যদি স্কুলের এই ধরনের ক্ষতি হয়, তাহলে তার দায় কে নেবে? পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়েই আমরা চিন্তিত। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরি করে প্রশাসনের কাছে পাঠানো হচ্ছে। তারা চান, প্রশাসন অবিলম্বে মেরামতির জন্য আর্থিক সহায়তা দিক। আগামীতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ক্ষেত্রে স্কুলের পরিকাঠামো রক্ষার জন্য কঠোর নির্দেশিকা জারি করা হোক। এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফে বোলপুরে মহকুমাশাসক অনিমেষকান্তি মান্না বলেন, পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। এমনকি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি।

আচরণ বিধি ভঙ্গের বিরুদ্ধে সরব, হেনস্থার মুখে খোদ বিএলও

সমাজ সচেতনতাই শেষমেশ হয়ে দাঁড়ালো মাথাব্যথার কারণ। নির্বাচনের আচরণবিধি নিয়ে এক যুবকের উদ্যোগ ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো নদীয়ার শান্তিপুরে। হেনস্থা থেকে বাঁচতে অবশেষে থানার দ্বারস্থ হলেন ওই যুবক। নির্বাচন আচরণবিধি অনুসারে, সরকারি সম্পত্তিতে কোনরকম রাজনৈতিক প্রচার সামগ্রী লাগানো নিষিদ্ধ। একজন বিএলও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সূত্রের খবর, সেই বিএলও ঘোষপাড়া ফকিরডাঙ্গা ঘোলা পাড়া এলাকায় গিয়েছিলেন।

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ সমাজ সচেতনতাই শেষমেশ হয়ে দাঁড়ালো মাথাব্যথার কারণ। নির্বাচনের আচরণবিধি নিয়ে এক যুবকের উদ্যোগ ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো নদীয়ার শান্তিপুরে। হেনস্থা থেকে বাঁচতে অবশেষে থানার দ্বারস্থ হলেন ওই যুবক। নির্বাচন আচরণবিধি অনুসারে, সরকারি সম্পত্তিতে কোনরকম রাজনৈতিক প্রচার সামগ্রী লাগানো নিষিদ্ধ। একজন বিএলও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সূত্রের খবর, সেই বিএলও ঘোষপাড়া ফকিরডাঙ্গা ঘোলা পাড়া এলাকায় গিয়েছিলেন।

সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি রাস্তার একটি ইলেকট্রিক পোলের গায়ে একটি রাজনৈতিক দলের পোস্টার দেখতে পান। তারপরেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ইসিআই পোর্টালে গিয়ে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ জানানোর কিছুক্ষণ পরই তিনি দেখেন সেই দলীয় পোস্টারটি ইতিমধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয় তার অভিযোগটি সঠিক এবং আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পোস্টারটি খুলে নিয়েছেন। কিন্তু এরপরই ঘটনার মোড় ঘুরে যায়। সেদিন দুপুরেই সেই বিএলওর কাছে একটি অজানা নাম্বার থেকে ফোন আসে। ফোনের অপরপ্রান্তে থাকা ব্যক্তি বিএলওকে জানান, তিনি ভুল তথ্য দিয়ে কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ আরও গুরুতর হয়ে ওঠে যখন যুবক জানান, ফোনের অপর প্রান্তের ব্যক্তিটি তাকে পোস্টারটি যেখানে লাগানো ছিল সেখানে আসতে বলেন; কেননা তিনি সেখানে পুলিশ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এমন কি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই যুবক। এরপরই থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি করা হয়।তাঁর দাবি ভবিষ্যতে যেন তাকে এরকম হেনস্থার মুখে পড়তে না হয় তার জন্যই এই পদক্ষেপ। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের তথ্য সুরক্ষা ও প্রাইভেসি ঘিরেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

'একটু হরলিক্স দাও না মা !' করিমপুরে প্রচারের মাঝে অভিনেতা সোহমের পুরোনো স্মৃতিচারণ

অঞ্জন শুকুল ,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ সময় বদলেছে, বদলেছে দায়িত্বও। রূপোলি পর্দার সেই ছোট্ট 'মাস্টার বিট্টু' আজ রাজনীতির ময়দানে কড়া রোদে ঘাম ঝরানো নেতা। চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী এবার নদিয়ার করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। কিন্তু ভোটপ্রচারের প্রবল ব্যস্ততার মাঝেও তাঁকে তাড়া করে ফিরল কয়েক দশক আগের সেই জনপ্রিয় নস্ট্যালজিয়া। সৌজন্যে, করিমপুরের এক মহিলা অনুরাগী এবং তাঁর এক অদ্ভুত আবদার।ঘটনাটি ঘটে করিমপুরের এক জনবহুল এলাকায় জনসংযোগ চলাকালীন। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে বৈশাখের প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করেই বাড়ি বাড়ি ঘুরছিলেন তারকা প্রার্থী।

ঠিক তখনই ভিড় ঠেলে এক মহিলা হাতে থালা নিয়ে এগিয়ে আসেন সোহমের দিকে। থালায় রাখা ছিল দুটি হরলিক্সের প্যাকেট। মুহূর্তেই সেই দৃশ্য সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ওই

মহিলা সোহমকে সামনে পেয়েই কাঁচি দিয়ে পাউচ কেটে খাওয়ার অনুরোধ জানান। তাঁর সোজাসাপ্টা কথা, তছোটবেলা থেকে আপনার অভিনয় দেখে আসছি, এই আবদার আপনাকে রাখতেই হবে।দ১৯৮৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ছোটবউ' সিনেমায় শিশুশিল্পী হিসেবে সোহমের সেই বিখ্যাত সংলাপ;

'মা, একটু হরলিক্স দাও না মা, চেটে চেটে খাবদ; আজও বাঙালির মনে গেঁথে আছে। কয়েক দশক পেরিয়ে ভোটপ্রচারের ময়দানে সেই স্মৃতিই যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। আচমকা এই ঘটনায় সোহম প্রথমে কিছুটা হকচকিয়ে গেলেও মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নেন। তিনি অত্যন্ত বিনম্রভাবে ওই মহিলাকে ধন্যবাদ জানান এবং নিজের হাতে সেই হরলিক্স খেতে না চেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুদের হাতে তা তুলে দেওয়ার অনুরোধ করেন।রাজনৈতিক তিক্ততা আর কড়া রোদ-বৃষ্টির লড়াইয়ের মাঝে করিমপুরের এই মুহূর্তটি এক ঝলক টাটকা বাতাসের মতো কাজ করেছে। সোহমের এই সৌজন্য এবং অনুরাগীর অকৃত্রিম ভালোবাসা বর্তমানে নেটদুনিয়ায় চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

রাজনীতির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কে জিতবে তা সময় বলবে, কিন্তু করিমপুরের অলিতে-গলিতে সোহমের সেই পুরনো 'হরলিক্স কানেকশন' যে আজও অটুট, তা আরও একবার প্রমাণিত হলো।

৮
২৬ এপ্রিল
২০২৬

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

অগ্নিমিত্রার গাড়িতে হামলার ঘটনায় ধৃত ১ ,শুরু রাজনৈতিক তরজা

নয়া জামানা ।। বার্নপুর

ভোটের দিন দুপুরে আসানসোল পুরনিগমের ৮২ নং ওয়ার্ডে বার্নপুরের রহমতনগরে আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের গাড়িতে হামলার ঘটনায় হিরাপুর থানার পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতর নাম আসগর আলি। ধৃতকে আসানসোল আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন নাকচ করে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানায়, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে। এদিকে, এই ঘটনা নিয়ে শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। শাসক দলের তরফে শনিবার সরাসরি অগ্নিমিত্রা পালকে কাঠগড়ায় তুলে বলেছে, পুরোটাই পরিকল্পনা মাফিক। আগে থেকেই এর স্ক্রিপ্ট তৈরি করা ছিল। সেই মতো তা ঘটানো হয়েছে। আরও দাবি করা হয়েছে, ভোটের সময় নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের বদনাম করতে একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। শনিবার সকালে রানিগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক সোহরাব আলি আসানসোল ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের রহমতনগরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটের দিন, ২৩ এপ্রিল, বার্নপুরের রহমত নগরে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের গাড়িতে পাথর

ছোঁড়ার ঘটনা প্রসঙ্গে কিছু বিষয় তুলে ধরেন ।সোহরাব আলি বলেন, অগ্নিমিত্রা পাল অভিযোগ করেছেন যে শেখু এবং সাবির নামে দুজন ব্যক্তি তাঁর গাড়িতে পাথর ছুঁড়েছে। সোহরাব আলি বিজেপি প্রার্থীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন , শেখু এবং সাবিরকে পাথর ছুঁড়তে তিনি নিজে দেখেছেন নাকি অন্য কেউ তাকে এ বিষয়ে জানিয়েছে, তা তাকে জানাতে হবে। যদি অন্য কেউ তাঁকে এ বিষয়ে জানিয়ে থাকে, তাহলে শেখু এবং সাবির তাঁর গাড়িতে পাথর ছুঁড়েছে, এই কথা কে তাঁকে বলেছে, তা অগ্নিমিত্রা পালকে প্রকাশ করতে হবে। সোহরাব আলি বলেন , সেখানে পাওয়া ফুটেজে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে অগ্নিমিত্রা পাল যখন তাঁর বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি। তবে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার মোবাইল ফোনে একটি ম্যাসেজ আসে। যেটি তিনি পড়েন। সেটি পড়ার পর তিনি শেখু ও সাবিরের নাম উল্লেখ করেন। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপি প্রার্থীকে জানাতে হবে, কে তাকে ম্যাসেজটি পাঠিয়েছিল এবং এই দুই ব্যক্তির নাম জানিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, তার কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী, অগ্নিমিত্রা পালের গাড়িতে হামলার ঘটনাটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে চালানো হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় আসগর আলী নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে। আসগর আলীকে জিজ্ঞাসাবাদেই এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হবে। তিনি অভিযোগ করেন, অগ্নিমিত্রা পাল নিজেই হয়তো তার গাড়িতে এই হামলা চালানোর জন্য টাকা দিয়েছেন। যদি বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে রহমতনগরে হামলা হতো, তাহলে হামলার জায়গায় গাড়ির ভাঙা কাঁচের টুকরো মাটিতে পড়ে থাকতল। কিন্তু সেরকম কিছুই দেখা যায়নি। তিনি আরো বলেন, বিজেপি প্রার্থীর প্রথম গাড়ির পরে, তিনি দ্বিতীয়বার অন্য একটি গাড়িতে আসেন। তিনি যখন তার গাড়িতে আসেন, তখন সেই গাড়ির পেছনের কাঁচ আগে থেকেই ভাঙা ছিল। শাসক দলের প্রাক্তন বিধায়ক বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসকে বদনাম করার জন্য এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা ছিল। সোহরাব আলী পুরো ঘটনাটির তদন্তের দাবি করে বলেন, এর জন্য যে বা যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যদি অগ্নিমিত্রা পাল এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে থেকে থাকেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সোহরাব আলী এই পুরো ঘটনায় সৈয়দ আতিস ওরফে রিঙ্কু এবং কাশিম আশরাফি বা চীনার জড়িত থাকার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, ইচ্ছাকৃত ভাবে এই ঘটনার সঙ্গে আমার ভাইপো ও তার এক বন্ধুর নাম জড়ানো হচ্ছে। পুলিশের উচিত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা। তারপরেই সত্য প্রকাশ পাবে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, অগ্নিমিত্রা পাল ২০২১ সালেও একই ধরনের কাজ করেছিলেন। ২০২৬ সালেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছেন। সোহরাব আলী প্রশ্ন তোলেন যে, ২৩ এপ্রিল এই জেলার নয়টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছিলো। কিন্তু কোথাও থেকে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। তাহলে প্রতিবার অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে এমন ঘটনা কেন ঘটে? বিজেপি প্রার্থীকে এর জবাব দিতে হবে। এদিকে, অগ্নিমিত্রা পালের দাবি, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি, তাদের কাউকে ধরা হয়নি। অন্য একজন গ্রেফতার করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক প্রভাবশালী হওয়ায় তার ভাইপোকে পুলিশ স্বাভাবিক ভাবেই ধরেনি। তিনি বলেন, সবাই জানে সেদিন কি ঘটনা ঘটেছিলো। পুলিশকে নিরপেক্ষ হয়ে এবার তদন্ত করে আসল দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে।

গরুর গাড়িতে প্রচারে বিপত্তি, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন আউশগ্রামের প্রার্থী ও সাংসদ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভোটের ময়দানে অভিনব প্রচারের ঝোঁক বাড়ছে প্রার্থীদের মধ্যে। সেই পথেই হেঁটে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে নেমে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিলেন আউশগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ এবং গ্রামীণ ঐতিহ্যকে সামনে রেখে তিনি গরুর গাড়িতে চড়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন। কিন্তু সেই অভিনব প্রচারই শেষ পর্যন্ত বিপত্তির মুখে পড়ে। শনিবার সকালে আউশগ্রাম-২ নম্বর ব্লকের গেঁড়া এলাকায় আয়োজন করা হয়েছিল গরুর গাড়ির একটি বড় মিছিল। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালনের উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে দলীয় পতাকা, ব্যানার এবং কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। গরুর গাড়িতে সওয়ার ছিলেন প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার এবং ব্লক সভাপতি নিজে। প্রথমে সব কিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎই শব্দ ও ভিড়ের চাপে একটি গরু উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে গরুটি জোয়াল ফেলে দৌড় দেয়, ফলে গরুর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। আচমকা এই ঘটনায় মিছিলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। তবে দ্রুত সকলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। ঘটনার পর গরুটি এলাকা থেকে ছুটে পালিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের জন্য প্রচার কর্মসূচি থমকে যায়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার পায়ে হেঁটেই প্রচার চালিয়ে যান। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে আলোচনা। বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে এই ধরনের প্রচার পদ্ধতি নিয়ে কটাক্ষ করা হলেও তৃণমূলের দাবি, এটি একটি অনভিপ্রেত ঘটনা মাত্র। সব মিলিয়ে, অভিনব প্রচারের চেষ্টায় আউশগ্রামে যে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি তৈরি হল, তা নির্বাচনী আবহে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ভোট মিটতেই 'ক্লিন ক্যাম্পেন'! তৃণমূলের উদ্যোগে খুলছে ফ্লেক্স, মুছছে দেওয়াল

সীতারাম মুখার্জি , নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ ভোটের প্রচারের শুরুর দিন থেকেই তিনি অন্য প্রার্থীদের থেকে ছিলেন কিছুটা ব্যতিক্রমী। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও আবার সাইকেল চালিয়ে সেরেছেন প্রচারের কাজ। ভোটারদের সঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রচারই হোক বা জনসভা, শব্দ এবং ভাষা চয়নে তিনি বারবার থেকেছেন সতর্ক। প্রথম পর্বের ভোট শেষ হওয়ার পরের দিনও দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্তের দৈনন্দিন নিয়মে কোনও পরিবর্তন হয়নি। বরং নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলি যে বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পছন্দ করে, সেখানে কবি উল্টো পথের যাত্রী। শুক্রবার দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে তিনি কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের সব অঞ্চলে যত দেওয়াল লিখন হয়েছিল, তা তুলে ফেলতে হবে। তারই সঙ্গে সরিয়ে ফেলতে হবে রাস্তার ধারে লাগানো প্রচার সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যানার এবং ফ্লেক্স। কিন্তু ভোটের পরের দিনই দেওয়াল লিখন মুছে ফেলা, রাস্তা থেকে ফ্লেক্স, ব্যানার সরিয়ে ফেলতে কেন এত তৎপরতা? দুর্গাপুর পশ্চিমের প্রার্থী বলছেন, 'ভোট শেষ। তা হলে কেন দেওয়ালে লেখা এবং পোস্টার থাকবে? এতে দৃশ্যদূষণ হয়। মানুষের অস্বস্তিও হয়। তাই ভোট শেষ হতেই সমস্ত দেওয়াল লেখা মুছে দেওয়ার সঙ্গে ফ্লেক্স ও পোস্টার সরিয়ে দিতে বলা হয়েছে।' বৃহস্পতিবার রাতে ভোটের কাজ শেষ হতেই দেওয়ালের লেখা মুছে দেওয়ার সঙ্গে ফ্লেক্স ও পোস্টার সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন কবি।

সেই নির্দেশ মতো এ দিন সকালেই পুরসভার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ড হেড কোয়ার্টার মোড়ে তৃণমূল কর্মীরা দেওয়াল লিখন মোছার কাজ শুরু করেন। এই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা তৃণমূল নেতা অরবিন্দ নন্দী বলেন, 'প্রার্থীর নির্দেশ মেনে দেওয়ালের লেখা মুছে দিচ্ছি। প্রতিটি দেওয়াল সাদা রং করে দেওয়া হচ্ছে। তবে একদিনে তো পুরো কাজ করা সম্ভব নয়। আগামী দু'একদিনের মধ্যে পুরো কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

নির্বাচনী প্রচারে রেল উন্নয়ন নিয়ে প্রতিশ্রুতি যোগীর

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভোটের প্রচারে রাত দিন এক করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভিন রাজ্যের হেভিওয়েট নেতা নেত্রীরা। ওই কর্মসূচিতে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় আসেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি একাধিক উন্নয়ন মূলক কথা বলেন প্রচারে ।স্থানীয় উন্নয়নের ইস্যুকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর ভাষণে বিশেষভাবে উঠে এল কাটোয়া অঞ্চলের উন্নয়নের প্রসঙ্গ। যা স্থানীয় ভোটারদের কাছে বড় গুরুত্ব বহন করে। ভাষণের সময় তিনি কাটোয়ার রেল ওভারব্রিজের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রতিদিনের যাতায়াতে মানুষের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে।

দীর্ঘদিন ধরে যানজট ও লেভেল ক্রসিং সমস্যায় ভোগা মানুষদের জন্য এটি একটি বড় স্বস্তি আনতে পারে বলেও তিনি দাবি করেন। এর পাশাপাশি ভাগীরথী নদীর উপর একটি নতুন সেতু নির্মাণের কথাও তিনি তুলে ধরেন। তাঁর মতে, এই ব্রিজ তৈরি হলে নদীর দুই পাড়ের মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এদিন ভাষণে তিনি কাটোয়ার ছয় বারের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন। তাঁর অভিযোগ, কাটোয়ার সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কথা না ভেবে তিনি শুধুমাত্র নিজের পরিবারের স্বার্থ দেখেছেন ।একই সঙ্গে তিনি পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির কড়া সমালোচনা করে বলেন, এই ধরনের রাজনীতি থেকে মানুষ মুক্তি চায় এবং এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তারা আর চায় না। এদিকে রাজনৈতিক মহলের মতে, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি সরাসরি রাজনৈতিক আক্রমণ করে তিনি কাটোয়ার ভোটারদের কাছে শক্ত বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে শেষ দফার ভোটের আগে এই বক্তব্য কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার।

রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হানা শস্যগোলায়

অনান্য জেলার সঙ্গে এবার পূর্ব বর্ধমানেও ইডির হানাদারি হল। শনিবার ভোরে শহর বর্ধমানের তিন জায়গায় ইডির অভিযান শুরু হয়। বেলা যতই বেড়েছে ততই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শহর তথা জেলা জুড়ে। জানা যায় রেশন দুর্নীতি মামলার সূত্র ধরেই এই অভিযান। এদিকে ভোটের মুখে এই ঘটনায় রাজনৈতিক আলোচনা তুঙ্গে। রেশন দুর্নীতি মামলায় শনিবার সকালেই পূর্ব বর্ধমানে অভিযান চালালো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুরুতে পূর্ব বর্ধমানের জিটি রোডের রুবি প্যালেস মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় থাকা মা অন্নপূর্ণা রাইস মিলের অফিসে এই তল্লাশি অভিযান চলে।

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ অনান্য জেলার সঙ্গে এবার পূর্ব বর্ধমানেও ইডির হানাদারি হল। শনিবার ভোরে শহর বর্ধমানের তিন জায়গায় ইডির অভিযান শুরু হয়। বেলা যতই বেড়েছে ততই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শহর তথা জেলা জুড়ে। জানা যায় রেশন দুর্নীতি মামলার সূত্র ধরেই এই অভিযান। এদিকে ভোটের মুখে এই ঘটনায় রাজনৈতিক আলোচনা তুঙ্গে। রেশন দুর্নীতি মামলায় শনিবার সকালেই পূর্ব বর্ধমানে অভিযান চালালো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুরুতে পূর্ব বর্ধমানের জিটি রোডের রুবি প্যালেস মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় থাকা মা অন্নপূর্ণা রাইস মিলের অফিসে এই তল্লাশি অভিযান চলে। পরে ইডি অফিসাররা তিনটি দলে ভাগ হয়ে অন্নপূর্ণা রাইস মিল এবং ওই মিল মালিকের শাঁখারিপুকুর এলাকার বাড়িতে হানা দেন। রাজ্যের শস্যগোলা হিসাবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমানে রাইসমিল শিল্প সবচেয়ে বেশি। সেই রাইসমিলেই ইডির অভিযান ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই কৌতুহল বাড়তে থাকে। যদিও ইডি সূত্রে সে ভাবে কোন তথ্য জানানো হয়নি। যতদুর জানা গিয়েছে রেশন দুর্নীতি মামলায় এ পর্যন্ত একাধিক ব্যক্তিকে জেরা করার পর বর্ধমানের এই অভিযান। জেরা চলার সময় ইডি অফিসাররা যে সব তথ্য পেয়েছেন সেই সব আভিযোগের ভিত্তিতে এই শহরে অভিযান। একাধিক আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে এই অভিযান চালানো হয়। সকাল থেকেই রাইস মিলের অফিসে তৎপরতা বাড়ে। তল্লাশির সময় ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখেন ইডি আধিকারিকরা। ল্যাপটপ-সহ একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস পরীক্ষা করে দেখা হয় বলে জানা গিয়েছে। অফিসের ল্যাপটপ, কম্পিউটার সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়। একই সঙ্গে খন্ডঘোষ ব্লকের ওই রাইসমিলেও তল্লাশি চলে কয়েক ঘণ্টা ধরে। সেখান থেকে বেশ কিছু কাগজপত্র এবং নথি পরীক্ষা করে দেখা হয়। যদিও ঘটনার সঙ্গে জড়িত নথির তথ্য প্রমাণ কতটা মিলেছে সে ব্যাপারে ইডি সূত্রে কোন কিছু জানানো হয় নি। রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র খুঁজতেই এই অভিযান বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছে।

কংগ্রেস সমর্থককে পিটিয়ে খুন,থানার সামনে বিক্ষোভ

নয়া জামানা ,আসানসোল ঃ ভোটের মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল আসানসোলে। শুক্রবার গভীর রাতে স্ত্রী ও সন্তানের সামনে এক কংগ্রেস সমর্থককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে। নিহতের নাম দেবদীপ চট্টোপাধ্যায় (৪২)। তিনি আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত বিবেকানন্দ সরণীর অনন্যা কমপ্লেক্সের বাসিন্দা। কংগ্রেসের অভিযোগ, তৃণমূল ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীরাই এই হামলা চালিয়েছে। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। শনিবার সকালে মৃতদেহ নিয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানায় বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস প্রার্থী প্রসেনজিৎ পুইতুন্ডি, ইলেকশন এজেন্ট শাহ আলম খান ও দলীয় কর্মীরা। তাঁদের দাবি, সিসিটিভিতে ধরা পড়া অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। পরে পুলিশের আশ্বাসে দেহ সরানো হয়। রবিবার ময়নাতদন্ত হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাত দুটো নাগাদ দেবদীপ স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। ভগৎ সিং মোড়ে একটি চারচাকা গাড়ির আরোহীদের সঙ্গে বচসা হয়। অভিযোগ, ওই গাড়ির লোকজন তাঁকে পিছু ধাওয়া করে অনন্যা কমপ্লেক্সের সামনে এসে মারধর করে। সিসিটিভি ফুটেজে তিনজনকে তাঁকে মারতে ও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে দেখা গেছে। স্ত্রী ও ছেলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। পরিবারের অভিযোগ, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলেও আহত দেবদীপকে হাসপাতালে না নিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। শনিবার সকালে স্ত্রী পিয়ালি চট্টোপাধ্যায় তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পান। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কংগ্রেস প্রার্থী প্রসেনজিৎ পুইতুন্ডির দাবি, তৃণমূল কাউন্সিলরের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে। তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসন বলেন, ঘটনাকে রাজনৈতিক রং দেওয়া হচ্ছে। কাউন্সিলর অনিমেষ দাসও দলের যোগ অস্বীকার করেছেন। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস জানান, মারধরের ঘটনার তদন্ত চলছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। রাজনীতির যোগ আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৪ তারিখে মোদিজিকে মিষ্টি খাওয়াবো ঃ অমিত শাহ

সুজিত দত্ত,নয়া জামানা ,বর্ধমানঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণবঙ্গে প্রচারে এসে শনিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ও হাওড়ার শ্যামপুরে জোড়া জনসভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । দুই সভা থেকেই তিনি রাজ্যের শাসকদল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে সরব হন।

জামালপুরের সভায় দুর্নীতি ও তথাকথিত 'ভাইপো ট্যাক্স' প্রসঙ্গ তুলে শাহ অভিযোগ করেন, ইট, বালি, সিমেন্টসহ বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রীর উপর সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বেআইনি টোল আদায় করা হচ্ছে। উন্নয়ন নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, বহু জায়গায় এখনও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব রয়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি। তার দাবি, বিজেপি সরকার এলে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। একই সঙ্গে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সি এ এ প্রসঙ্গে মতুয়া ও নমশূদ্র সমাজের মানুষদের আশ্বস্ত করেন শাহ। তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে দ্রুত নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। সভা থেকে তিনি আরও দাবি করেন, ৪ মে-র ভোটের ফলেই রাজ্যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলবে এবং ৫ মে বিজেপি সরকার গঠন করবে। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে তার এই জোড়া সভা রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু দিনমজুরের

নয়া জামানা ,অন্ডাল ঃ খোলামুখ খনির ধারে বেআইনি ভাবে মাটি কাটতে গিয়ে ধস নেমে মৃত্যু এক দিনমজুরের। মৃতের নাম মঙ্গল ভুঁইয়া (৫০)। শনিবার দুপুরে পশ্চিম বর্ধমানে অন্ডালের মুকুন্দপুরের ঘটনা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই এলাকায় আর্থ মুভার মেশিন দিয়ে মাটি কেটে ট্র্যাক্টরে বোঝাই করে নিয়মিত পাচার করা হয়। অভিযোগ, স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি অবৈধ মাটি কেটে পাচার করে। এই কাজে স্থানীয় কিছু ব্যক্তি দিনমজুরের কাজ করেন। শনিবার দুপুরে মেশিন দিয়ে মাটি কাটার সময় হঠাৎ বিশাল একটি মাটির চাঙড় ধসে পড়ে। তাতে চাপা পড়ে যান মঙ্গল ভুঁইয়া। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে অন্ডাল থানার পুলিশ। পৌঁছন স্থানীয় খাঁদরা এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মিতা সিনহা বাউড়ি। দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। আর্থ মুভার মেশিনটির চালক প্রথমে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার পরে তাঁকে ডেকে এনে মেশিন দিয়ে মাটি তুলে দেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা ঘটনাস্থলে এসে আর্থ মুভার মেশিন আটক করে রাখে। অঞ্চল সভাপতি মিতা সিনহা বাউড়ি বলেন, 'মৃত মঙ্গল বাউড়ি ভুঁইয়া পাড়ার বাসিন্দা। আমরা অনেক বার বেআইনি মাটি কাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু মাটি কাটা বন্ধ হয়নি। যে ব্যক্তি মারা গিয়েছেন, তাঁর ছোট বাচ্চা আছে। তাঁর পরিবারের ক্ষতি হয়ে গেল।' অন্ডাল থানার ওসি গোপাল পাত্র বলেছেন, 'কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে তদন্ত করে দেখা হবে।'

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 26-04-2026 04:39 Page 9

মানবাজারে চোলাই মদের ঠেকে হানা, নষ্ট ৫০০ লিটার উপকরণ

নয়া জামানা ।। বার্নপুর

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, মানবাজার ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মানবাজার বিধানসভা এলাকার একাধিক জায়গায় চোলাই মদের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালাল মানবাজার সার্কেল আবগারি দপ্তর। শনিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে আবগারি আধিকারিকরা বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ তৈরির সামগ্রী উদ্ধার করেন। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন জামবাদ, চাঁদড়া, কেশ্যা মোড় এবং বামুনগোড়া এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এই সব এলাকায় বেআইনি চোলাই মদ তৈরির অভিযোগ উঠছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পরিকল্পিতভাবে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন মোট ৫০০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ২০ লিটার তৈরি চোলাই মদও বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করা হয়েছে। এছাড়াও মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত একাধিক সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে আবগারি দপ্তর। আবগারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বেআইনি মদের কারবার রুখতে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ এই অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে গোপনে এই বেআইনি কারবার চলছিল। প্রশাসনের নিয়মিত নজরদারিতে এমন কাজ অনেকটাই বন্ধ হবে বলে আশা করছেন তাঁরা। মানবাজার এলাকায় চোলাই মদের বিরুদ্ধে এই অভিযানে ফের কড়া বার্তা দিল আবগারি দপ্তর।

সোনাঝুরি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় প্রেমিক-প্রেমিকার দেহ উদ্ধার, তীব্র চাঞ্চল্য বান্দোয়ানে!

নয়া জামানা , পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার এলাকায় শনিবার দুপুরে এক মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ধাদকা এলাকার জামজোড়া গ্রামের একটি সোনাঝুরি বাগানে গাছ থেকে এক যুবক ও এক যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে গাছে দেহ দু'টি ঝুলতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে বান্দোয়ান থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দুটি উদ্ধার করে বান্দোয়ান ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে এবং বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবতীর নাম মঙ্গলি মান্ডি।

তাঁর বাড়ি জামজোড়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সতেরোগড়া গ্রামের বাসিন্দা শ্রীকান্ত টুডুর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তবে প্রায় ১৫ দিন আগে কাড়রু গ্রামে যুবতীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। এরপরই এই মর্মান্তিক ঘটনা সামনে আসে। প্রাথমিকভাবে এটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা হিসেবে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় গোটা বান্দোয়ান এলাকায় শোক ও চাঞ্চল্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ডেবরায় খাল দখল ঘিরে তীব্র বিক্ষোভ, উত্তেজনায় সরগরম এলাকা

নয়া জামানা, ডেবরা ঃ সরকারি খাল দখল করে নির্মাণকাজ চালানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে রবিবার দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ডেবরা ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়াগড় মৌজা এলাকা। ঘটনাকে ঘিরে শতাধিক গ্রামবাসী রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। কিছু সময়ের জন্য এলাকায় চরম উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভোটের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে সরকারি খালের উপর কংক্রিটের পিলার বসিয়ে নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছিল। খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে কাজ বন্ধের দাবি তোলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলে।

গ্রামবাসীদের আরও দাবি, গুড্ডু সিং নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় ব্যবসা করছেন এবং এর আগেও সরকারি খাল দখল করে বাড়ি নির্মাণ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, খাল দখলের জেরে বর্ষার সময় নিকাশী ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ফলে প্রায় ২০০-রও বেশি পরিবার প্রতি বছর জলবন্দি হয়ে দুর্ভোগে পড়েন। রবিবার নতুন করে খালের উপর নির্মাণকাজের খবর সামনে আসতেই ক্ষুব্ধ মানুষজন পথে নামেন। পরে ডেবরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং উত্তেজনা প্রশমিত করে। বিক্ষোভকারীদের মূল দাবি, দ্রুত সরকারি খাল দখলমুক্ত করতে হবে এবং এলাকায় স্থায়ী নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। পাশাপাশি সরকারি জমি দখলকারীদের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবিও ওঠে। এই বিষয়ে ডেবরা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক প্রিয়ব্রত রাড়ী জানান, বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এসেছে। সেচ দপ্তরের একটি দল ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাঁকো পেরিয়ে ভোট দিল ডোমঘাট, কবে মিলবে কংক্রিটের সেতু?

নয়া জামানা, পাঁশকুড়া ঃ ভোট আসে, ভোট যায়, কিন্তু ডোমঘাটের মানুষের দুর্ভোগ যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। এ বারও পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ব্লকের ডোমঘাট এলাকার বাসিন্দারা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো পেরিয়েই ভোট দিলেন। শুধু সাধারণ মানুষই নন, ভোটকর্মীরাও একই সাঁকো দিয়ে বুথে পৌঁছন এবং ভোট শেষে ইভিএম নিয়ে ফেরেন। কংসাবতী নদীর উপর এই বাঁশের সাঁকো বহু বছরের ভরসা। নদীর একদিকে পাঁশকুড়া শহর, অন্যদিকে চৈতন্যপুর, হাউর, ঘোষপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রতিদিন কৃষক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সাধারণ মানুষকে এই সাঁকো পার হয়েই যাতায়াত করতে হয়। শুকনো মরশুমে বাঁশের সাঁকোই একমাত্র পথ, আর বর্ষায় সেটি ভেঙে গেলে ভরসা নৌকা। নদীর জল বেড়ে গেলে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতি নির্বাচনের সময় নেতারা কংক্রিটের সেতুর প্রতিশ্রুতি দেন। ভোট শেষ হলেই সেই প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে যায়। বহু বছর ধরে দাবি জানানো হলেও এখনও স্থায়ী সেতু তৈরি হয়নি। ফলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই প্রতিদিন চলাচল করতে হচ্ছে মানুষকে। এক ভোটকর্মী জানান, বাঁশের সাঁকোর উপর গাড়ি ওঠার সময় ভয় লাগছিল। এমন ঝুঁকি নিয়ে আগে কখনও ভোট করাতে আসেননি। স্থানীয় বাসিন্দা আবুল কালাম বলেন, যে দলই জিতুক, তাঁদের প্রথম দাবি ডোমঘাটে একটি পাকা সেতু। রাজনৈতিক দলগুলিও বিষয়টি নিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করছে। তবে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন একটাই;ভোটের পরে কি সত্যিই বদলাবে ডোমঘাটের ভাগ্য?

ঝাড়গ্রামে আগুনঝরা গরম, দুপুরেই ফাঁকা রাস্তাঘাট

নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলায় ক্রমশ বাড়ছে তাপপ্রবাহের দাপট। রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেই এবার আবহাওয়ার পারদও চড়ছে দ্রুত গতিতে। শনিবার সকাল থেকেই তীব্র রোদ আর গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে। সকালের দিকে কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজ ভয়ঙ্কর আকার নেয়। সকাল দশটার পর থেকেই ঝাড়গ্রাম শহর ও জেলার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হতে চাইছেন না। যারা বাধ্য হয়ে বাইরে বের হচ্ছেন, তাঁদের অনেককেই মাথায় ছাতা, মুখে গামছা বা কাপড় বেঁধে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। অনেকে আবার সঙ্গে করে জলও নিয়ে বের হচ্ছেন। প্রচণ্ড গরমের জেরে দুপুর গড়াতেই বেশ কিছু দোকানপাট আংশিক বন্ধ হয়ে যায়। তবে লস্যি, আখের রস, ঠান্ডা শরবত ও ডাবের দোকানগুলিতে ভিড় চোখে পড়ার মতো। গরম থেকে সাময়িক স্বস্তি পেতে এসব পানীয়ের উপরই এখন নির্ভর করছেন সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে, গরমে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন বয়স্ক মানুষ, ছোট শিশু ও পথচলতি শ্রমজীবী মানুষজন। চিকিৎসকেরাও রোদে অকারণে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছেন। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। ফলে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই এখন ঝাড়গ্রামবাসীর একটাই প্রার্থনা;শীঘ্রই নামুক বৃষ্টি, মিলুক স্বস্তি।

নন্দীগ্রামে ভোটের পর ফের উত্তেজনা, তৃণমূল কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

নয়া জামানা , নন্দীগ্রাম ঃ ভোটগ্রহণ শেষ হতেই পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে ফের রাজনৈতিক উত্তেজনার অভিযোগ সামনে এল। নন্দীগ্রাম বিধানসভার ভেকুটিয়া এলাকার ৩৬ নম্বর বুথের কাছে এক তৃণমূল কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

যদিও সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভেকুটিয়া ৩৬ নম্বর বুথের সামনে একটি দোকানে বসে ছিলেন তৃণমূল কর্মী ঝন্টু মাইতি। অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই কয়েকজন বিজেপি কর্মী-সমর্থক সেখানে এসে তাঁকে মারধর করেন। ঘটনার জেরে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। পরে আহত ঝন্টুকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত ঝন্টু মাইতি বলেন, তিনি দীর্ঘদিন বাইরে কাজ করেন এবং ভোট দিতে বাড়ি এসেছিলেন। তাঁর দাবি,

তিনি সক্রিয়ভাবে কোনও রাজনৈতিক কাজে যুক্ত নন। ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন লাগানো বা কাউকে হুমকি দেওয়ার মতো কোনও কাজও করেননি। তা সত্ত্বেও কেন তাঁর উপর হামলা হল, তা তিনি বুঝতে পারছেন না বলে জানান। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে পাল্টা দাবি করা হয়েছে, ঝন্টু মাইতি নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং সিআরপিএফ চলে যাওয়ার পর মহিলাদের উদ্দেশে কটূক্তি করেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গোলমাল বাধে বলে বিজেপির বক্তব্য। বিজেপি নেতা ধনঞ্জয় ঘড়া বলেন, নন্দীগ্রামে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে এবং বিপুল ভোটদান হয়েছে। তবে ভোটের পরে এই ধরনের অশান্তি কাম্য নয়। ঘটনার খবর পেয়ে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ভোটের গরম সহ্য হল না! বাঁকুড়ায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বি এল ও -র

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ বিধানসভা ভোটের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে এক বি এল ও -র মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাঁকুড়ায়। মৃতার নাম শম্পা পরামানিক। পরিবারের অভিযোগ, ভোটের দিন প্রবল গরম, দীর্ঘক্ষণ দায়িত্ব পালন এবং পর্যাপ্ত পানীয় জল না পাওয়ার কারণেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, শম্পা পরামানিক বাঁকুড়ার মৌলাডাঙা গ্রামের বাসিন্দা এবং পেশায় আইসিডিএস কর্মী ছিলেন। চলতি বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে বি এল ও হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ভোটের দিন বাঁকুড়া টাউন বয়েজ হাইস্কুলের একটি বুথে সকাল থেকে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পরিবারের দাবি, সেদিন প্রবল রোদ ও অস্বস্তিকর গরমের মধ্যে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ বুথের বাইরে কাজ করতে হয়। পরিবারের সদস্যদের কথায়, ভোট শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শম্পার বমি শুরু হয় এবং তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। প্রথমে বাড়িতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শনিবার সকালে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। এরপর দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলে পথেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে দাবি পরিবারের। এই ঘটনার পর এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বি এল ও কর্মীরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ভোটের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। ঘটনার জেরে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনার খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

বাঘমুন্ডিতে সোলার পাম্প ভাঙচুর, অনিশ্চয়তায় ৩০ বিঘা জমির ফসল

পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি এলাকায় সোলার পাম্পে চুরির চেষ্টা ও ভাঙচুরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যন্ত্রাংশ ভেঙে যাওয়ার ফলে সেচের জলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা। প্রায় ৩০ বিঘার বেশি জমির ফসল এখন অনিশ্চয়তার মুখে। ঘটনাটি বাঘমুন্ডি থানার বুড়দা-কালিমাটি অঞ্চলের সেরেংডীর জোড়ন বাঁধা এলাকার।

স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, নদীর ধারে চাষাবাদের সুবিধার জন্য বসানো সোলার পাম্পে শুক্রবার গভীর রাতে চুরির চেষ্টা চালায় দুষ্কৃতীরা। শুধু চুরির চেষ্টা নয়, পাম্পের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে বলেও অভিযোগ। শনিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসে এলাকার বাসিন্দাদের। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় কৃষকরা। গোপাল সিং মুড়া, পরীক্ষিৎ মাছুয়ার, মনসারাম মাছুয়ার সহ অন্যান্য কৃষকরা জানান, এই সোলার পাম্পের উপর নির্ভর করে প্রায় ৩০ বিঘার বেশি জমিতে সূর্যমুখী, কচু, টমেটো সহ বিভিন্ন ফসলের চাষ চলছে। তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত পাম্প মেরামত না হলে সেচের জলের অভাবে বিপুল পরিমাণ ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগেও একই এলাকায় অনুরূপ চুরির ঘটনা ঘটেছিল বলে দাবি গ্রামবাসীদের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কৃষকদের দাবি, দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সোলার পাম্পের নিরাপত্তা জোরদার করা হোক।

ভোটের বিধিনিষেধ কাটতেই দিঘা ফিরছে ছন্দে, খুলল হোটেল-দোকান

নয়া জামানা , দিঘা ঃ প্রথম দফার ভোটপর্ব শেষ হতেই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে পূর্ব মেদিনীপুরের জনপ্রিয় সমুদ্রতট দিঘা ও মন্দারমণি। বৃহস্পতিবার ভোট মিটে যাওয়ার পর শুক্রবার সকাল থেকেই খুলতে শুরু করেছে হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস এবং বিভিন্ন দোকানপাট। দীর্ঘ কয়েকদিনের নিষেধাজ্ঞার পর আবার চেনা রূপে ফিরছে পর্যটনকেন্দ্রগুলি। গত ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচন উপলক্ষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল। ভোটের সময়ে অশান্তি এড়াতে বহিরাগতদের হোটেলে থাকা বন্ধ রাখা হয়। পাশাপাশি বন্ধ রাখা হয়েছিল সমস্ত মদের দোকানও। ফলে ২১ এপ্রিলের মধ্যেই বহু পর্যটক দিঘা ও মন্দারমণি ছেড়ে চলে যান। পর্যটকশূন্য সৈকত, বন্ধ হোটেল আর ফাঁকা রাস্তা;সব মিলিয়ে ভোটের সময় দিঘার চেনা ব্যস্ততা একেবারেই হারিয়ে গিয়েছিল। অনেকেরই মনে পড়েছিল করোনা কালের নিস্তব্ধ সময়ের কথা। শুক্রবার থেকে বিধিনিষেধ উঠে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফিরেছে। যদিও এদিন পর্যটকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। স্থানীয় হোটেল মালিকদের মতে, দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিল এবং ৪ মে ফলপ্রকাশ রয়েছে। তাই তার আগে পর্যটকের ভিড় কিছুটা কমই থাকতে পারে। ওল্ড দিঘার হোটেল ব্যবসায়ী সহস্রাংশু মাইতি জানান, ভোটের আবহে পর্যটকের সংখ্যা কমেছে। তবে গরমের ছুটি শুরু হলে আবার ভিড় বাড়বে বলে আশা। অন্যদিকে হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, এখন পর্যটকরা নিশ্চিন্তে দিঘা ও মন্দারমণি আসতে পারেন। দিঘার পুলিশ প্রশাসনও জানিয়েছে, হোটেলে থাকার নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও নিরাপত্তা ও নজরদারি বজায় থাকবে।

রক্তের সংকটে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাললে, ত্রাতা যুবক

নয়া জামানা ঃভোটের মরসুমে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। দুদিন ধরে ও নেগেটিভ রক্তের সংকটে আটকে ছিল সবং থানার দশগ্রাম এলাকার সাকিনা খাতুন নামে এক প্রসূতির সিজার।

খবর পেয়ে গুড়গুড়িপাল থানার বেড়াপাল থেকে রক্ত দিতে গেল বিকাশ আদক নামে এক যুবক। ভোট শেষ, এবার রক্তদান উৎসব শুরু হোক;চাইছেন রক্তদান আন্দোলনে যুক্ত কর্মীরা। ভোটের প্রথম দফার নির্বাচন শেষ হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড গরম; তাই রক্তদান শিবিরগুলি বন্ধ ছিল। ফলে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। এমনকি ব্লাড ব্যাংকগুলিতে 'বি' পজিটিভ রক্তও পাওয়া যাচ্ছে না। যার ফলে হাসপাতালগুলিতে পরিবারের লোকেরা সমস্যায় চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পড়েছেন।

ভোটের মরসুমে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। দুদিন ধরে ও নেগেটিভ রক্তের সংকটে আটকে ছিল সবং থানার দশগ্রাম এলাকার সাকিনা খাতুন নামে এক প্রসূতির সিজার। খবর পেয়ে গুড়গুড়িপাল থানার বেড়াপাল থেকে রক্ত দিতে গেল বিকাশ আদক নামে এক যুবক। ভোট শেষ, এবার রক্তদান উৎসব শুরু হোক;চাইছেন রক্তদান আন্দোলনে যুক্ত কর্মীরা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 26-04-2026 04:39 Page 10

ক্যানিংয়ে পরেশ রামের প্রচারে মন্দাকিনীর চমক, জমল তৃণমূলের সভা

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই জোরদার হচ্ছে রাজনৈতিক প্রচার। ভোটারদের মন জিততে বিভিন্ন দল নানা কৌশল নিচ্ছে। সেই আবহেই শনিবার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পরেশ রাম দাসের সমর্থনে প্রচারে এসে চমক দিলেন বলিউড অভিনেত্রী মন্দাকিনী। তাঁর উপস্থিতিকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। শনিবার বিকেলে ক্যানিং পশ্চিমের সাতমুখী বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় উপস্থিত হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে তৃণমূল প্রার্থী পরেশ রাম দাসের হয়ে ভোটের আবেদন জানান নব্বই দশকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ইয়াসমিন জোসেফ ঠাকুর, যিনি মন্দাকিনী নামেই বেশি পরিচিত। তাঁকে একঝলক দেখতে বহু মানুষ সভাস্থলে ভিড় জমান। সভামঞ্চে উঠে মন্দাকিনী বলেন, উন্নয়নের স্বার্থে সঠিক প্রার্থীকে বেছে নেওয়া প্রয়োজন। তিনি সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেওয়ার আবেদনও জানান। তাঁর বক্তব্যে উৎসাহিত হন উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরা। সাতমুখীর সভা শেষ করে পরে ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী এলাকায় আরও একটি জনসভায় যোগ দেন অভিনেত্রী। সেখানে আবারও তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চালানো হয়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, তৃণমূল প্রার্থী পরেশ রাম দাস এবং দলের একাধিক স্থানীয় নেতা-কর্মী। সভাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, তারকাদের প্রচারে এনে ভোটারদের আকর্ষণ করার কৌশল এবারও ব্যবহার করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। ক্যানিং পশ্চিমে মন্দাকিনীর প্রচার সেই লড়াইকে আরও জমিয়ে দিল।

বাংলার ডিএনএ বদলাতে দেবে না মানুষ ! উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতি চাপাতে চাইছে বিজেপি, বসিরহাটে তোপ অভিষেকের

হাসানুজ্জামান ।। নয়া জামানা ।। উত্তর ২৪ পরগনা

বিধানসভা ভোটের প্রচারে বসিরহাট দক্ষিণে এসে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বসিরহাট গোলাই চণ্ডী মাঠে তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র বাদলের সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি জোর করে বাংলার ডিএনএ পাল্টাতে চাইছে এবং উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতি বাংলার উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। অভিষেক বলেন, বাংলা নিজের সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত। বাইরে থেকে এসে বাংলাকে শেখানোর চেষ্টা করলে মানুষ তার জবাব ভোটে দেবে। তিনি দাবি করেন, বাংলার মানুষ কাউকে মাথা নত করে রাজনীতি করতে শেখেনি। সভা থেকে বিজেপি প্রার্থী শৌর্য ব্যানার্জীকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। অভিষেকের অভিযোগ, মানুষের কাছে ভুল তথ্য দিয়ে নিজেকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বসিরহাটের মানুষ খুব সচেতন, তারা সব বোঝেন এবং ভোটবাক্সেই তার জবাব দেবেন। একই সঙ্গে তিনি ২০১৪ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, তখন বিজেপি এখান থেকে জিতে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিশেষ করে ভ্যাবলা ওভারব্রিজের কথা বলা হলেও আজ পর্যন্ত কাজ শুরু হয়নি। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, তৃণমূল জিতলে এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে এবং দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি এলাকায় বাইপাস রোড তৈরির পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। অভিষেক আরও বলেন, যারা একসময় বাঙালির খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কটাক্ষ করত, আজ তারাই ভোটের স্বার্থে বাংলার মাছ-ভাতের সংস্কৃতির পাশে দাঁড়ানোর নাটক করছে। মানুষ এসব দেখছে এবং সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, প্রথম দফায় ভালো ফলের পর দ্বিতীয় দফায় আরও বড় সাফল্যের দিকে এগোচ্ছে দল। বসিরহাট দক্ষিণে অভিষেকের সভা ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ডায়মন্ড হারবারে কমিশনের কড়া ঝটকা ! ৫ পুলিশ অফিসার সাসপেন্ড, তোলপাড় ভোটমহল

নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবার ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-কে ঘিরে বড় পদক্ষেপ নিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। ভোটে নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পাঁচজন পুলিশ আধিকারিককে সাময়িক বরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সময় গাফিলতি, অপেশাদার আচরণ, পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের একাধিক অভিযোগ উঠেছিল সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ খতিয়ে দেখার পরই কমিশন এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গরাই (আইপিএস), এসডিপিও সজল মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি মৌসম চক্রবর্তী, ফলতা থানার আইসি অজয় বাগ এবং উস্থি থানার ওসি শুভেচ্ছা বাগ। কমিশনের নির্দেশে তাঁদের বর্তমান দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভাগীয় তদন্তও শুরু হচ্ছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার ডঃ ঈশানী পালকে কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। অধীনস্থ আধিকারিকদের কাজে যথাযথ নজরদারি না থাকার অভিযোগেই এই সতর্কতা বলে সূত্রের খবর। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা ও ভোটের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। প্রশাসনকে আগামী ২৫ এপ্রিল সকাল ১১টার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। সেখানে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতে কী পরিকল্পনা রয়েছে, তা জানাতে হবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। তাঁদের মতে, এতে ভোট প্রক্রিয়ার উপর মানুষের আস্থা আরও বাড়বে।

ভোটে রক্ত নয়, শান্তির ডাক! বাউল সুরে জাগরণে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বপন দত্ত

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবার ঃ নির্বাচন মানেই গণতন্ত্রের উৎসব। তবে বহু সময় এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে যায় হিংসা, সংঘর্ষ ও অশান্তির ছবি। সেই পরিস্থিতির বদল চাইছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত। হাতে একতারা, কণ্ঠে শান্তির গান নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন জেলায়, মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বার্তা। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে দেখা গেল তাঁর এই অভিনব প্রচার। শহরের নদীর ধারে, রেলস্টেশন, বাজার এলাকা ও ব্যস্ত জনসমাগমস্থলে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে মানুষকে সচেতন করেন তিনি। তাঁর গানের মূল কথা;ভোট দিন, কিন্তু হিংসা নয়; মত দিন, কিন্তু মারামারি নয়। স্বপন দত্ত বলেন, অএকটি ভোটের মূল্য অনেক বড়। তাই সকাল সকাল লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের ভোট নিজে দিন। কেউ প্ররোচনা দিলে কান দেবেন না। শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিন।দ তাঁর এই সহজ অথচ শক্তিশালী বার্তা সাধারণ মানুষের মনে সাড়া ফেলেছে। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বিভিন্ন হিংসার ঘটনার পর থেকেই তিনি এই উদ্যোগ শুরু করেন। তারপর থেকে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে গান গেয়ে মানুষকে সচেতন করছেন। ইতিমধ্যেই ২৩টি জেলায় পৌঁছে গিয়েছে তাঁর এই প্রচার অভিযান। ২০১৬ সালে সমাজসেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পান। স্বপন দত্ত মনে করেন, শিল্পীর কাজ শুধু বিনোদন নয়, সমাজকে সঠিক পথ দেখানোও দায়িত্বের অংশ। ডায়মন্ড হারবারের বহু মানুষ তাঁর গান শুনে পাশে দাঁড়িয়েছেন। কেউ গলা মিলিয়েছেন, কেউ হাততালি দিয়েছেন। তাঁর সুরে উঠে এসেছে একটাই বার্তা;রক্ত নয়, চাই শান্তি; হিংসা নয়, চাই গণতন্ত্রের জয়।

মহেশতলার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ল শতাধিক ঘর, ঘটনাস্থলে সায়ন ব্যানার্জি

নয়া জামনা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ শনিবার দুপুরে মহেশতলার সন্তোষপুর ১৬ বিঘা পুরাতন বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। আগুনে কমবেশি শতাধিক ঝুপড়ি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় বহু পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে পড়েন। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর প্রায় ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ মহেশতলা পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ওই বস্তি এলাকায় প্রথম আগুন দেখা যায়। এরপর দ্রুত আগুন একের পর এক ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। পরে দমকলের একাধিক ইঞ্জিনের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী সায়ন ব্যানার্জি। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের দুরবস্থার খোঁজখবর নেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এদিন সায়ন ব্যানার্জি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, আগুন লাগার পর দ্রুত ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমানো যেত। পাশাপাশি তিনি অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ, অস্থায়ী আশ্রয় ও পুনর্বাসনের দাবি জানান। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অনেকের ঘরে থাকা প্রয়োজনীয় নথিপত্র, পোশাক, টাকা-পয়সা ও গৃহস্থালির জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে। ফলে বহু পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। দমকল ও প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কুমির-বাঘের ভয় পেরিয়ে নৌকায় ভোট প্রচার ! সুন্দরবনে নজর কাড়লেন সমীর জানা

নয়া জামানা,পাথরপ্রতিমা ঃ সুন্দরবনের দুর্গম জনপদে ভোট প্রচারের এক অন্য ছবি দেখা গেল পাথরপ্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্রে। চারদিকে নদী, খাল, জঙ্গল আর কাদা পথ ঘেরা জি প্লট এলাকায় নৌকায় চেপে প্রচারে নামলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সমীর কুমার জানা। কুমির-বাঘের আতঙ্ক উপেক্ষা করেই মানুষের দরজায় পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। এই এলাকায় রাস্তার চেয়ে জলপথই বেশি ভরসা। ফলে গাড়ি বা বড় সভার বদলে নৌকাই হয়ে উঠেছে প্রচারের প্রধান মাধ্যম। প্রতিদিন দলীয় কর্মীদের নিয়ে নদী পেরিয়ে গ্রামে গ্রামে যাচ্ছেন সমীরবাবু। কোথাও ঘাটে নেমে হাঁটছেন, কোথাও আবার কাঁচা পথ ধরে পৌঁছে যাচ্ছেন মানুষের বাড়িতে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে তিনি এলাকার সমস্যা শুনছেন। পানীয় জল, রাস্তা, চিকিৎসা পরিষেবা, নদী বাঁধ মেরামত; একাধিক দাবি সামনে এসেছে। সমীর কুমার জানা জানান, ‘সুন্দরবনের মানুষ বহু বছর ধরে আমাকে ভালোবাসা দিয়েছেন। তাঁদের পাশে ছিলাম, এখনও আছি। উন্নয়নের কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।’ তিনি আরও বলেন, এই অঞ্চলে প্রচার মানেই শুধু ভোট চাওয়া নয়, মানুষের কষ্ট কাছ থেকে দেখা। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে লড়াই করেই এখানকার মানুষ বাঁচেন। তাই তাঁদের জন্য আরও কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই জানান, সমীরবাবু এলাকার মানুষকে চেনেন এবং সমস্যাও বোঝেন। কেউ বলেন, ‘এখানে আসাই কঠিন, তবু উনি বারবার আসছেন।’ সমীর জানার এই নৌকা-চড়ে প্রচারের ছবি ইতিমধ্যেই এলাকায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। রাজনৈতিক মহলের মতে, সুন্দরবনের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে এমন প্রচার ভোটের লড়াইয়ে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে।

কাকদ্বীপে উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড সামনে ! চতুর্থ লড়াইয়ে মন্টুরাম পাখিরার ভরসা কাজের খতিয়ান

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কাকদ্বীপে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। তিনবারের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা এবার চতুর্থবারের জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছেন। ভোটের মুখে রবীন্দ্র অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এলাকার উন্নয়নের বিস্তারিত রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হল। সভায় উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদনমোহন হালদার সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। তৃণমূলের দাবি, ২০১১ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত কাকদ্বীপ বিধানসভা এলাকায় নজিরবিহীন উন্নয়ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব এবং বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরার পরিকল্পনায় এই কাজ সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করা হয়। রিপোর্ট কার্ডে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে রাস্তা নির্মাণ। উত্তর দুর্গাপুর, গোরাচাঁদ, নারায়ণতলা, দক্ষিণ দুর্গাপুর, কোয়াবেড়িয়া, গোপালনগর, বৈকুণ্ঠপুর সহ একাধিক এলাকায় নতুন রাস্তা, ঢালাই রাস্তা ও ইটের রাস্তা তৈরি হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার বড় উন্নতি হয়েছে বলে জানানো হয়। শুধু রাস্তা নয়, পানীয় জল, স্কুলের নতুন শ্রেণিকক্ষ, কমিউনিটি হল, ধর্মীয় স্থানের সংস্কার এবং বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পও বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি শাসক শিবিরের। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বাম আমলে দীর্ঘ ৩৪ বছরে যে উন্নয়নের ঘাটতি ছিল, বর্তমান সরকার তা পূরণ করেছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে প্রতিটি বুথে বাকি থাকা কাজও শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সভা থেকে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আগামী নির্বাচনে সমর্থন জানান। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে কাজের খতিয়ান সামনে এনে তৃণমূল স্পষ্ট বার্তা দিল;কাকদ্বীপে উন্নয়নই তাদের প্রধান অস্ত্র।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কাকদ্বীপে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। তিনবারের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা এবার চতুর্থবারের জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছেন। ভোটের মুখে রবীন্দ্র অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এলাকার উন্নয়নের বিস্তারিত রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হল।

বাংলাদেশে পাচারের আগেই ধরা ! ৫৪ বোতল ফেন্সিডিলসহ সীমান্তে আটক মহিলা

নয়া জামানা , উত্তর চব্বিশ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর সীমান্ত এলাকায় বড়সড় সাফল্য পেল বিএসএফ। বাংলাদেশে অবৈধভাবে পাচারের আগেই ৫৪ বোতল ফেন্সিডিলসহ এক মহিলা পাচারকারীকে আটক করলেন ১৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা। ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, স্বরূপনগরের আড়শিকাড়ী সীমান্তলাগোয়া গ্রামে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে বিএসএফের। এরপর তল্লাশি চালিয়ে ওই মহিলাকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৫৪ বোতল নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ওই মাদক বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই সীমান্তের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বিএসএফ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচারের চেষ্টা চলছে। সেই কারণে নজরদারি আরও কড়া করা হয়েছে। তারই ফল হিসেবে এই সাফল্য মিলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আটক মহিলার নাম ফাতেমা বিবি। তাঁর বাড়ি স্বরূপনগরের আড়শিকাড়ী গ্রামে। পরে উদ্ধার হওয়া ফেন্সিডিলসহ তাঁকে স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করেছে। শনিবার অভিযুক্তকে বারাসাত আদালতে তোলা হয়। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় মাদক রুখতে বিএসএফ ও পুলিশের এই যৌথ তৎপরতায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

ব্যাগ খুলতেই চমক! ১৭.৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার, ভোটের মুখে তোলপাড় মন্দিরবাজার

নয়া জামানা,মন্দিরবাজার ঃ দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার মন্দিরবাজার থানার ছোট মন্দির এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন একটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনকে সামনে রেখে মন্দিরবাজার থানার পুলিশ ও আইটিবিপি জওয়ানদের যৌথ উদ্যোগে তল্লাশি অভিযান চলছিল। সেই সময় একটি মোটরবাইকে তিন যুবক ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ বাইক থামাতে বলে। বাইক থামতেই এক যুবক আচমকা পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাকি দুইজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের কাছে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে উদ্ধার হয় নগদ ১৭.৫ লক্ষ টাকা। এত বড় অঙ্কের টাকা দেখে হতবাক হয়ে যান কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। আটক দুই যুবকের নাম অর্ঘ্য পুর্কায়েত ও শুভদ্বীপ হালদার। তারা লক্ষীকান্তপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা টাকার উৎস বা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সে বিষয়ে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পালিয়ে যাওয়া তৃতীয় যুবকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুলিশ মনে করছে, এর পিছনে বড় কোনও চক্র জড়িত থাকতে পারে। ভোটের আগে এই বিপুল নগদ উদ্ধারের ঘটনায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। উদ্ধার হওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য দফতরকেও জানানো হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, ভোটের আগে প্রশাসনের এমন কড়া নজরদারি স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

ভোট স্পেশাল

নয়া জামানা

পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহার সমর্থনে জনসভায় দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। ছবি আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান

শ্যামপুকুরে তৃণমূলের প্রার্থী ডঃ শশী পাঁজার প্রচারে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে পদযাত্রায় কর্মী সমর্থকেরা ।
ছবি নয়া জামানা, শ্যামপুকুর

দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সমর্থনে পথসভায় বাইকে চড়ে অভিনব প্রচারে জনতার মাঝে তৃণমূল সুপ্রিমো জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

কাটোয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর সমর্থনেরোড শো কাটোয়া ২ব্লকের গাজীপুর অঞ্চলে।
নয়া জামানা, বর্ধমান

ঘর থেকে ঘর মানুষের দুয়ারে ভোট প্রচারে শ্যামপুকুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ শশী পাঁজা । ছবি নয়া জামানা, শ্যামপুকুর

মহেশতলা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শুভাশীষ দাসের সমর্থনে জনসভায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন তৃণমূলের যুবা মুখ প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া ।
ছবি নয়া জামানা, মহেশতলা

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নোয়াপাড়া বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে বিহারের যুব আইকন তথা বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব । ছবি নয়া জামানা, ব্যারাকপুর

হুগলিতে দলীয় প্রার্থীর হয়ে ভোট প্রচারে তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র শ্রী সুদীপ রাহা । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

রাজ্যের দিকে দিকে তৃণমূলের প্রচারে জনসভা থেকে পদযাত্রায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

নোয়াপাড়ার অলিতে গলিতে সাইকেল যাত্রায় জনতার মন ছুঁয়ে গেলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাধিপতি তথা প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য । ছবি নয়া জামানা, নোয়াপাড়া

দলীয় জনসভায় সমর্থকদের মাঝে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠা প্রার্থী বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ঋতুপর্ণা আঢ্য । কুশল রায়, নয়া জামানা

ভাতারে সাইকেলে করে গ্রামে গ্রামে ভোটের প্রচার করছেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রার্থী।

বারাসত বিধানসভায় ভোট প্রচারে পদযাত্রায় জনতার মাঝে তৃণমূল প্রার্থী শ্রী সব্যসাচী দত্ত I ছবি নয়া জামানা, বারাসত

দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সেনাপতি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

ভবানীপুরে পদযাত্রায় জনগনের সাথে সৌজন্য বিনিময়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 26-04-2026 04:40 Page 12

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘিরে চীনের 'মাস্টারপ্লান'

বিশ্বকে টেক্কা দিয়ে গড়ল তেলের বিশাল মজুত

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার চরম উত্তজনা ও যুদ্ধের দামামার মধ্যেই বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন চাল দিল বেইজিং। ওয়াশিংটনকে পেছনে ফেলে বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম তেলের মজুদ গড়ে তুলেছে চীন। মার্কিন জ্বালানি তথ্য সংস্থার (ইআইএ) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চীনের ভাণ্ডারে এখন জমা আছে প্রায় ১৪০ কোটি ব্যারেল তেল, যা কি না ৩২টি শিল্পোন্নত দেশের সম্মিলিত মজুদকেও ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, যখন চীন তেলের পাহাড় গড়ছে, তখন যুক্তরাষ্ট্র তাদের কৌশলগত রিজার্ভ থেকে উল্টো তেল বাজারে ছাড়ছে। যুদ্ধের কারণে তেলের আকাশচুম্বী দাম নিয়ন্ত্রণ করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৭ কোটি ২০ লাখ ব্যারেল তেল ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছেন।

ফলে আমেরিকার বর্তমান মজুদ কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪০ কোটি ৫০ লাখ ব্যারেলে, যা চীনের মজুদের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশেরও কম।জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা চীনের এ

পদক্ষেপকে অত্যন্ত 'চতুর ও সময়োপযোগী' হিসেবে দেখছেন। অক্সফোর্ড ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি স্টাডিজ তিনটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করেছে ১. বিশ্ববাজারে তেলের নিম্নমুখী দামের সুযোগ নেওয়া। ২. রাশিয়া ও ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞার ফলে সরবরাহ বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি মোকাবিলা করা। ৩. অভ্যন্তরীণ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে নতুন সরকারি বাধ্যবাধকতা।এদিকে ইরান ও আমেরিকার মধ্যকার এ সংঘাতের সরাসরি প্রভাব পড়ছে পারস্য উপসাগরের ওপর। বিশ্বের মোট তেলের ২০ শতাংশ যে পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়, সেই হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখার হুমকি দিয়েছে ইরান। তেহরানের সাফ কথা;আমেরিকা তাদের ওপর থেকে অবরোধ না সরালে এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ খুলবে না তারা।বিশ্লেষকদের মতে, চীন আগেভাগেই বুঝতে পেরেছিল ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে এই ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হতে পারে। তাই সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলায় তারা বছরের শুরু থেকেই প্রায় ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি হারে তেল আমদানি করে নিজেদের পকেট ভারি করে রেখেছে।

ইরানের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করতে চায় ইসরাইল, ট্রাম্পের সবুজ সংকেতের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কাটজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বলেছেন, ইসরাইল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পুনরায় শুরু করতে প্রস্তুত। তারা যুক্তরাষ্ট্রের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় আছে।এক ভিডিও বিবৃতিতে কাটজ বলেন, 'ইসরাইলি সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক; উভয় দিক থেকেই প্রস্তুত, এবং লক্ষ্যবস্তুগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় আছি;প্রথমত খামেনি বংশধারাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য, এবং পাশাপাশি ইরানকে অন্ধকার যুগ ও পাথর যুগে ফিরিয়ে নিতে তাদের

অবকাঠামো ধ্বংস করার মাধ্যমে তাদের জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য।'কাটজ দাবি করেন, 'এবার যখন হামলা পুনরায় শুরু হবে, তা ভিন্ন ও আরও প্রাণঘাতী হবে এবং সবচেয়ে সংবেদনশীল স্থানে বিধ্বংসী আঘাত হানা হবে। ইতোমধ্যে ইরান যে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে ামুখি হয়েছে তার পরবর্তী ধাপ হবে পরবর্তী আক্রমণের ফল;সেটি তাদের ভিত্তি কাঁপিয়ে দেবে।'এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হয়েছে। এটি ৮ এপ্রিল কার্যকর হয়েছিল এবং তেহরানের সঙ্গে আলোচনার জন্য সময় তৈরি করার উদ্দেশ্যে বাড়ানো হয়েছে।নতুন আলোচনার পরিকল্পনা পাকিস্তানে হওয়ার কথা থাকলেও তা বর্তমানে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

বিজেপি বকাসুরের দল, সব গিলে নেয়', কটাক্ষ সঞ্জয়ের

দুর্নীতি মামলাকে পিছনে ফেলে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি শুরু করেছিল অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে তার আগেই আম আদমি পার্টির বুকে কার্যত ছুরি বসিয়েছে বিজেপি। রাজ্যসভায় আপের ১০ সাংসদের মধ্যে ৭ জনই যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। গেরুয়া শিবিরের এই দলবদলের রাজনীতির বিরুদ্ধে শনিবার ফুঁসে উঠলেন শিবসেনা (উদ্ধব) সাংসদ সঞ্জয় রাউত। বিজেপিকে মহাভারতের রাক্ষস 'বকাসুরে'র সঙ্গে তুলনা করলেন তিনি। শনিবার বিজেপিকে নিশানায় নিয়ে সঞ্জয় রাউত বলেন, দমহাভারতে এক রাক্ষস ছিল, যার নাম বকাসুর। এই রাক্ষসের খিদে কখনও মিটত না। বিজেপি আজ বকাসুরের পার্টিতে পরিণত হয়েছে। যে সবকিছু গিলে নেয়, সব খেয়েও এর খিদে মেটে না।দ একইসঙ্গে তিনি বলেন, ত্রাঘব চাড্ডার মতো ৭ জন নরকতুল্য ওই দলে যোগ দিয়েছেন। আমাদের অবশ্য কোনও আফসোস নেই। ওনারা শিঘ্রই বুঝে যাবেন নরক ঠিক কেমন হয়। বিরোধীরা কখনও দুর্বল হবে না। এই যে ৬-৭ জন লোক বিজেপিতে গিয়েছেন এঁরা জননেতা নন, এঁরা সোশাল মিডিয়ার পেজ থ্রি নেতা,

এর বেশি কিছু নয়। বিজেপিকে নিশানায় নিয়ে সঞ্জয় আরও বলেন, তবিজেপি কী ধরনের রাজনীতি করছে তা সবাই জানে। এক কথায়, তাদের রাজনীতি নির্লজ্জ। কোনও লজ্জা নেই এদের। রাঘব চাড্ডার মতো লোকেরাই গতকাল পর্যন্ত আমাদের বন্ধু ছিল এবং প্রকাশ্যে বলত বিজেপি গুন্ডা, প্রতারক, দুর্নীতিবাজদের দল। আর আজ, সেই লোকেরাই দলে দলে ওখানে যোগ দিয়েছে।দ শিবসেনা (উদ্ধব) সাংসদ আরও বলেন, ওই ৭ সাংসদকে রাজ্যসভায় অযোগ্য ঘোষণার দাবিতে চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখবেন তিনি। উল্লেখ্য, যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গতকাল বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রাঘব চাড্ডা। তাঁর সঙ্গেই বিজেপিতে গিয়েছেন আম আদমি পার্টির আরও ছয় নেতা। রাঘব জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে স্বাতী মালিওয়াল, হরভজন সিং, অশোক মিত্তল, সন্দীপ পাঠক, রাজিন্দর গুপ্তা, বিক্রম সাহানিও গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাচ্ছেন। যার অর্থ আপের মোট ১০ জন রাজ্যসভার সাংসদের মধ্যে সাতজনই এখন বিজেপিতে।

হরভজন বিজেপিতে যোগ দিতেই ক্ষুব্ধ আপ সমর্থকরা! বাড়ির বাইরে লেখা হল 'গদ্দার'

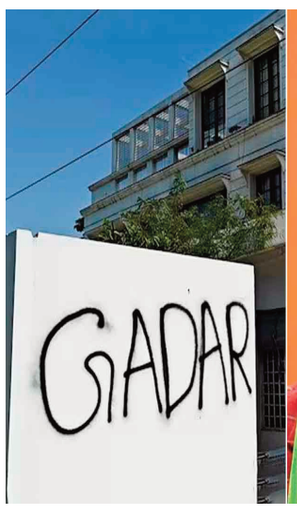

শুক্রবার বিজেপিতে যোগদান করেছেন রাঘব চাড্ডা-সহ ৭ আম আদমি পার্টির (আপ) সাংসদ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার হরভজন সিং। এর জেরে শনিবার পাঞ্জাবে তাঁর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখালেন একদল ক্ষুব্ধ আপ সমর্থক। শুধু তা-ই নয়, হরভজনের বাড়ির বাইরের দেওয়ালে লেখা হল 'গদ্দার'। দীর্ঘ ১৫ বছর আপের সঙ্গে থাকার পর শুক্রবার দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন রাঘব। যোগ দেন বিজেপিতে। তাঁর সঙ্গে গেরুয়া শিবিরমুখী হয় আরও ৬ আপ সাংসদ। তাঁরা হলেন , স্বাতী মালিওয়াল, হরভজন সিং, অশোক মিত্তল, সন্দীপ পাঠক, রাজিন্দর গুপ্তা, বিক্রম সাহানি। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বিজেপিতে যোগ দিতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পাঞ্জাবের আপ কর্মী- সমর্থকরা। শনিবার জলন্ধরে তাঁর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। কালো রং দিয়ে বাড়ির বাইরের দেওয়ালে তাঁরা লিখে দেন 'গদ্দার'। যদিও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না হরভজন। এদিকে হরিয়ানায় আপের প্রাক্তন রাজ্যসভাপতি নবীন জয়হিন্দ দাবি করেছেন, পাঞ্জাবে সরকার ভেঙে যেতে পারে আপের। একযোগে দল ছাড়তে পারেন ২৮ জন আপ সাংসদ। তাঁর দাবি, যে সাংসদরা আপ ছেড়েছে তাঁদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকজনকে তো মারধোরও করা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে দলের অন্দরে অসন্তোষ চরম আকার নিয়েছে। তাঁর দাবি, পরিস্থিতি শুধু রাজ্যসভায় আটকে নেই, পাঞ্জাবেও আপের হাল গুরুতর। ২৮ জন বিধায়ক দল ছাড়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। জয়হিন্দের এই দাবি সামনে আসার পর পাঞ্জাবের রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

মমতাই লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা, থলপতি বিজয়

সারা দেশের রাজনৈতিক নজর আবার ঘুরে এসেছে বাংলার দিকে। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ। ইতিমধ্যেই গোটা দেশের বিরোধী শিবিরের অধিকাংশ দল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এবার সেই তালিকায় নবতম সংযোজন থলপতি বিজয় । তামিল রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলে দেওয়া সুপারস্টারের বক্তব্য, 'মমতাই লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় বিজয়ের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সম্ভবত ভোটের প্রচার চলাকালীন কোনও এক সভায় তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তৃণমূল সুপ্রিমোর পাশে দাঁড়িয়ে বিজয় যা বললেন, সেটার মর্মার্থ হল, অমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

কমিশন যা ম্যানুপুলেশন করেছে তার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করছেন। তামিলনাড়ুতেও আমাদের সকলকে এক হয়ে মমতার মতোই লড়াই করতে হবে।দ বস্তুত বিজয় বুঝিয়ে দিয়েছেন তামিলনাড়ুতে তাঁর যে লড়াই, সেই লড়াইয়েরও অনুপ্রেরণা

মমতাই। উল্লেখ্য, বাংলার ভোটের আগে একমাত্র কংগ্রেস ও বামেরা ছাড়া ইন্ডিয়া জোটের সব শরিক দলই মমতার পাশে।

ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় তৃণমূল নেত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছেন অখিলেশ যাদব, অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা। হেমন্ত

সোরেন তৃণমূলের হয়ে জোরকদমে প্রচার করছেন। তেজস্বী যাদবও 'দিদি'র পাশে দাঁড়াতে রাজ্যে জনসভা করেছেন। আসছেন কেজরিওয়াল নিজেও। এবার বিজয়ের সমর্থনও মমতার পাশে। বস্তুত রাজনীতিতে নেমেই তামিলনাড়ুতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন বিজয়। সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছে দলটি। তৃতীয় বিকল্প হিসাবে তামিল রাজনীতিতে নিজেদের তুলে ধরতে চাইছে তারা। বিজয়ের বিরাট ভক্তকুল তাঁর জনসভাগুলিতে ভিড় বাড়াচ্ছেন। ওপিনিয়ন পোলগুলিতেও তামিলভূমে তাঁকেই নির্ণায়ক ফ্যাক্টর হিসাবে দেখানো হচ্ছে। সেই বিজয় অনুপ্রেরণা পান মমতার থেকে।

কেজরিওয়াল মহিলা-বিরোধী, গুন্ডা !

বিস্ফোরক স্বাতী

আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল মহিলা-বিরোধী।

তিনি দুর্নীতি এবং গুন্ডাগিরিতে জড়িত। বিজেপিতে যোগ দিয়েই বিস্ফোরক প্রাক্তন আপ সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। সংবাদমাধ্যম 'এএনআই'কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তকোনও বাধ্যবাধকতা নয়, প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বের ওপর বিশ্বাসের কারণেই আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। যাঁরা গঠনমূলক রাজনীতি করতে চান, আমি তাঁদের সবাইকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাই।দ ২০২৫ সালে ভোটমুখী দিল্লিতে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন স্বাতী। তিনি দাবি করেছিলেন, কেজরিওয়ালের প্রাক্তন সচিব বৈভব কুমার তাঁর উপর যে হামলা চালিয়েছিলেন, তাতে প্রত্যক্ষ মদত ছিল আপ প্রধানের। স্বাতী আরও দাবি করেন, বৈভব কেজরির মুখোশ খুলে দিতে পারেন। সেই ভয়ে তাঁকে চটাতে চান না উনি। এক বছরেরও বেশি পুরনো সেই প্রসঙ্গত টেনে স্বাতী বলেন, ত২০০৬ থেকে আমি কেজরিওয়ালের সঙ্গে কাজ করে আসছি। তাঁর প্রতিটি আন্দোলনকে আমি সমর্থন করেছি। কিন্তু কেজরিওয়াল গুন্ডা পাঠিয়ে আমাকে মারধর করিয়েছেন।

আমি এর প্রতিবাদ করায় আমাকে হুমকি দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, আমি যে এফআইআরটি দায়ের করেছিলাম তা তুলে নেওয়ার জন্য কেজরিওয়াল চাপ সৃষ্টি করেন। দল আমাকে দুই বছর ধরে সংসদে কথা বলার কোনও সুযোগ দেয়নি। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। কেজরিওয়াল মহিলা-বিদ্বেষী।দ স্বাতী আরও বলেন, তকেজরিওয়াল দুর্নীতি এবং গুণ্ডাগিরির জন্য পরিচিত।

অন্যদিকে, মোদি বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। অপারেশন সিঁদুরে শত্রুদের ঘরে ঢুকে তাঁদের হত্যা করা, দেশে নকশালবাদের অবসান ঘটানো কিংবা সংসদে নারী সংরক্ষণ বিল পেশ করা ,

মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশের উন্নয়নের জন্য একাধিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ্য, যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রাঘব চাড্ডা। তাঁর সঙ্গেই বিজেপিতে গিয়েছেন আপের আরও ছয় নেতা। তাঁরা হলেন স্বাতী, হরভজন সিং,

অশোক মিত্তল, সন্দীপ পাঠক, রাজিন্দর গুপ্তা, বিক্রম সাহানি। এর অর্থ আপের মোট ১০ জন রাজ্যসভার সাংসদের মধ্যে সাতজনই এখন বিজেপিতে। উল্লেখ

J, যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রাঘব চাড্ডা। তাঁর সঙ্গেই বিজেপিতে গিয়েছেন আপের আরও ছয় নেতা। তাঁরা হলেন স্বাতী, হরভজন সিং, অশোক মিত্তল, সন্দীপ পাঠক, রাজিন্দর গুপ্তা, বিক্রম সাহানি। এর অর্থ আপের মোট ১০ জন রাজ্যসভার সাংসদের মধ্যে সাতজনই এখন বিজেপিতে।

রণক্ষেত্র ইম্ফল !

কাঁদানে গ্যাস, নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত বহু

অগ্নিগর্ভ মণিপুর। শনিবার একটি প্রতিবাদ মিছিলকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল ইম্ফলে। জানা যাচ্ছে, মিছিলটির গন্তব্য ছিল মুখ ্যমন্ত্রী খেমচাঁদ সিংয়ের বাসভবন। কিন্তু তার আগেই বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। দু'পক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অনেকে। 'কো-অর্ডিনেটিং কমিটি অন মণিপুর ইন্টিগ্রিটি'-র উদ্যোগে এদিন দুপুরে বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। দুপুর ১টার পর থেকেই মিছিলটিতে যোগ দেন শয়ে শয়ে মানুষ। তাঁদের মূল দাবি ছিল, মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, হিংসার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ইত্যাদি। মোট ছ'দফা দাবি নিয়ে পথে নামেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে আগ্রসর হয় মিছিলটি। তখনই মিছিলটিকে আটকে দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। এরপরই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে খ ণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় নিরাপত্তা কর্মীদের। ধস্তাধস্তির জেরে আহত হন কয়েকজন আন্দোলনকারী। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটান নিরাপত্তা কর্মীরা। গত ৬ এপ্রিল রাতে বিষ্ণুপুর জেলায় মোইরাং ট্রোংলাওবিতে এক বিএসএফ

জওয়ানের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। বেশ কয়েকজন জঙ্গি ওই বিএসএফ জওয়ানের বাড়ি লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালায়। ঘটনার সময় বাড়ির সদস্যরা ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয় ৫ মাস বয়সি শিশুকন্যা ও ৫ বছরের এক বালকের। গুরুতর জখম হন তাদের মা। মর্মান্তিক এই ঘটনার পর থেকে প্রতিবাদের আগুনে জ্বলছে মণিপুর। সম্প্রতি সেখানে ৫ দিনের বন্ধ ডাকও দেওয়া হয়। কিন্তু ক্রমেই বাড়ছে আশান্তি।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 26-04-2026 04:40 Page 13

আরও ‘বিস্ময়’ বাড়াচ্ছে বৈভব, হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ‘বদলা’র ম্যাচে সেঞ্চুরি রাজস্থান তারকার

০, ৪৮ ও ৮। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং লখনউয়ের বিরুদ্ধে পঞ্চাশের গণ্ডি পেরয়নি বৈভব সূর্যবংশী। হয়তো এই ‘ব্যর্থতা’ই মনে মনে তাতিয়ে দিয়েছিল বছর পনেরোর ‘বিস্ময় কিশোর’কে। জবাব দেওয়ার জন্য সে বেছে নিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে। প্যাট কামিন্সের দলের বিরুদ্ধে দুরন্ত সেঞ্চুরি করে আবারও যেন তার ব্যাট বুঝিয়ে দিল, কেন তাকে ভবিষ্যতের তারকা বলা হচ্ছে। ব্যাট হাতে মাঠে নেমে রেকর্ড গড়াটা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে বিহারের সমস্তিপুরের এই তারকা। শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে রীতিমতো তাণ্ডব চালাল বৈভব। গত ম্যাচে লখনউয়ের বিরুদ্ধে ওপেন করতে নেমে ১১ বলে মাত্র ৮ রান করেও জোড়া রেকর্ড গড়ে ফেলেছিল। আইপিএলের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম হিসাবে ৫০০ রানের গণ্ডি পেরিয়েছিল। কিন্তু তাতে খুশি খুশি হতে পারেনি সে। কারণ বড় রান যেন কিছুটা থমকে গিয়েছিল তার ব্যাট থেকে। তবে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটল। এদিন টসে জিতে রাজস্থানকে ব্যাট করতে পাঠায় সানরাইজার্স অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। এরপর একেবারে তুরীয় মেজাজে শুরু করল বৈভব। প্রথম ওভারে প্রফুল্ল হিঙ্গেকে টানা চার ছক্কা হাঁকাল বাঁহাতি ওপেনার। মনে রাখ তে হবে, এই হিঙ্গেই বৈভবকে আউট করে জানিয়েছিলেন, সতীর্থদের তিনি বলেকয়ে নেমেছিলেন, প্রথম বলেই আউট করবেন বাঁহাতি ব্যাটারকে। সে কথা হয়তো অক্ষরে অক্ষরে মনে রেখে ছিল বৈভব। প্রথম ওভারেই উঠল ২৫ রান। তবে ১০ রানের বেশি করতে পারেননি যশস্বী জয়সওয়াল। ঈশান মালিঙ্গার বলে সাজঘরে ফেরেন মাত্র ১০ রানে। সতীর্থ সাত তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেও মনোবলে ধাক্কা খায়নি বৈভবের। সানরাইজার্স বোলারদের পালটা মেরে ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করল সে। যা আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। এরপর হেলমেট খুলে আকাশের দিকে হৃদয়ের ইশারা করল বৈভব। তারপর স্যালুট। এত কম বয়সেও এমন সংযত এবং শান্ত সেলিব্রেশনে মজেছে নেটপাড়াও। ১২ দিন আগে এই সানরাজার্সের বিরুদ্ধেই প্রথম বলেই শূন্য রানে আউট হতে হয়েছিল বৈভবকে। সেই হতাশার জবাব সে দিল শনিবার, একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে। সেঞ্চুরির ইনিংস সাজানো ৫ চার, ১২ ছক্কা দিয়ে। যদিও সেঞ্চুরির পরের বলেই সাজঘরে ফিরতে হল তাকে। ১৫ বছর বয়সি এই ব্যাটারের ৩৭ বলে ১০৩ রানের ঝড়ো ইনিংসে ভর করে ২২৮ রান তুলল রাজস্থান রয়্যালস। ব্যক্তিগত ৩৪ রানে একবার জীবন ফিরে পেয়েছিল বৈভব। ঈশান মালিঙ্গার বলে বড় শট খেলতে গিয়ে ক্যাচ দিয়েছিল। কিন্তু অনিকেত বর্মা ক্যাচ ধরলেও বাউন্ডারি লাইনে পা লেগে যায়। ফলে সুযোগ হাতছাড়া হয়। জীবন পেয়ে এরপর আরও ভয়ংকর ব্যাটিং শুরু বৈভবের। ১৫ বলে হাফসেঞ্চুরি এল। সিএসকে’র বিরুদ্ধে ১৭ বলে ৫২ এবং আরসিবি’র বিরুদ্ধে ২৬ বলে ৭৮ রানের ঝোড়ো ইনিংসের পর এদিন সেঞ্চুরির ঘড়া কানায় কানায় পূর্ণ। ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি করল সে। গত বছর গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করে সর্বকনিষ্ঠ হিসাবে দ্রুততম সেঞ্চুরির নজির গড়েছিল বৈভব। এবার শতরান ৩৬ বলে। একই সঙ্গে আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে দু’টি সেঞ্চুরির নজির এখন এই ‘বিস্ময় কিশোরে’র নামে। একই সঙ্গে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে টি-টোয়েন্টিতে হাজার রানের কৃতিত্বও তার নামে।

বিসিএলের আঙিনায় তিন শতরানের দাপট,
জয়ের রথে উত্তর ও পূর্বাঞ্চল

বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের (বিসিএল) প্রথম রাউন্ডেই ঘরোয়া ক্রিকেটের আকাশে দেখা গেল প্রতিভার উজ্জ্বল বিচ্ছুরণ। সিলেট ও সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত এই লড়াইয়ে মাঠ কাঁপালেন ব্যাটাররা, আর তাঁদের ব্যাটে ভর করেই দাপুটে জয় তুলে নিল উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল। বিশেষত, আমিতে হাসান, প্রীতম কুমার ও আকবর আলির শতরানগুলি জাতীয় দলের নির্বাচকদের দরজায় কড়া নাড়ার জোরালো বার্তা দিয়ে রাখল। সিলেটের মূল স্টেডিয়ামে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের লড়াইয়ে এক নাটকীয় মোড় নিল আমিতে হাসানের অন্তর্ভুক্তি। চোট পাওয়া জাকের আলির পরিবর্তে ‘কনকাশন সাবস্টিটিউট’ হিসেবে মাঠে নেমে আমিতে বুঝিয়ে দিলেন

সুযোগের সদ্ব্যবহার কাকে বলে। প্রায় পৌনে সাত ঘণ্টার ধৈর্যশীল ইনিংসে ১৬২ রানের এক মহাকাব্য লিখে তিনি পূর্বাঞ্চলকে পৌঁছে দিলেন ৪৬৩ রানের পাহাড়প্রমাণ শিখরে। এই লড়াইয়ে তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিলেন অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিম ও ইয়াসির আলি। এরপর বোলারদের দাপটে, বিশেষ করে ইবাদত হোসেন ও হাসান মাহমুদদের তোপে মাত্র ১০৩ রানেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল মধ্যাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসের প্রতিরোধ। ফলে ইনিংস ও ৫৩ রানের এক বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল পূর্বাঞ্চল। অন্য দিকে অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে উত্তরাঞ্চলের জয়ে বড় ভূমিকা নিলেন অধিনায়ক আকবর আলি ও উইকেটকিপার-ব্যাটার প্রীতম কুমার। দলের বিপর্যয়ে শক্ত হাতে হাল ধরে তাঁরা গড়লেন ২৩৩ রানের এক অবিস্মরণীয় জুটি। প্রীতমের ১৫৫ ও আকবরের ১২১ রানের ইনিংস দু’টি উত্তরাঞ্চলকে বড় লিড এনে দেয়। যদিও বল হাতে দক্ষিণাঞ্চলের সফর আলি পাঁচ উইকেট নিয়ে লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিলেন,

কিন্তু রবিউল হকের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে মুখ থুবড়ে পড়ে দক্ষিণাঞ্চল। শেষে মাত্র ৬১ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে সাব্বির হোসেনের মারকুটে ব্যাটিং উত্তরাঞ্চলের

১০ উইকেটের জয়কে কেবল সময়ের অপেক্ষা করে তুলেছিল।

২১ থেকে ২৪ এপ্রিলের এই রাউন্ড শেষে একদিকে যেমন শতরানের তৃপ্তি রইল, তেমনই বোলারদের শাসন বুঝিয়ে দিল বিসিএলের এই মরসুম এক জমজমাট লড়াইয়েরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বাংলাদেশে ওডিআই সিরিজ হারলেও দলের গভীরতা নিয়ে আশাবাদী কিউয়ি কোচ ওয়াল্টার, নজর কাড়লেন ও’রুরকি ও কেলি

বাংলাদেশে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ১-২ ব্যবধানে সিরিজ হারল নিউজিল্যান্ড। তবে এই হারকে নেতিবাচকভাবে দেখ ছেন না কিউয়ি প্রধান কোচ রব ওয়াল্টার।

তাঁর মতে, আইপিএল বা পিএসএলের কারণে সিনিয়র ক্রিকেটারদের অনুপস্থিতিতে দলের তরুণ ও রিজার্ভ বেঞ্চের ক্রিকেটাররা যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে খেলার সুযোগ পেয়েছেন, তা ভবিষ্যতে দলের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। চটগ্রামের অসহ্য গরম এবং বাংলাদেশের স্পিন সহায়ক উইকেটে খেলার অভিজ্ঞতাকে তিনি ক্রিকেটারদের জন্য এক বড় শিক্ষা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কোচ স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, হারলেও দল হিসেবে তাঁরা মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়েই দেশে ফিরছেন। গত শুক্রবার অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল কোচ তাঁর এই পর্যবেক্ষণের কথা জানান। এই সফরে কিউয়ি শিবিরের অন্যতম প্রাপ্তি দীর্ঘ আট মাস চোটের কারণে বাইরে থাকা দীর্ঘদেহী পেসার উইল ও’রুরকির প্রত্যাবর্তন। বিশেষ করে সিরিজের শেষ ম্যাচে পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই বাংলাদেশের প্রথম সারির তিন ব্যাটারকে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে তিনি নিজের জাত চিনিয়েছেন। প্রায় ১৪০ কিলোমিটার গতির বোলিং এবং নিখুঁত বাউন্স দিয়ে বিপক্ষকে চাপে রাখার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। অন্যদিকে, ৩২ বছর বয়সী ওপেনার নিক কেলিও পর পর দুটি অর্ধশতরান করে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। চটগ্রামের কঠিন উইকেটে তাঁর ৫৯ রানের ইনিংসটি কোচের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ওয়াল্টার মনে করেন, কেলির মতো ক্রিকেটাররা আন্তর্জাতিক স্তরে খে লার সুযোগ পেয়ে বুঝতে পারছেন তাঁদের কোথায় আরও উন্নতি প্রয়োজন।

বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের প্রায় ৫০ জন ক্রিকেটার এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে আইপিএল, পিএসএল বা শ্রীলঙ্কা সফরে ব্যস্ত রয়েছেন। এর ফলে ঘরোয়া মরসুমের আগে এক বিশাল প্রতিভাশালী ক্রিকেটারের ভাণ্ডার তৈরি হচ্ছে বলে মনে করেন কোচ। সফরের মাঝে চোটের সমস্যাও নিউজিল্যান্ডকে ভোগাচ্ছে। ব্লেয়ার টিকনার গোড়ালির চোটের কারণে শেষ ম্যাচে খেলতে পারেননি এবং তাঁর জায়গায় আসা বেন লিস্টার কিছুটা ব্যয়বহুল হলেও দুটি উইকেট নিয়েছেন।

অলরাউন্ডার মহম্মদ আব্বাসের বোলিং এবং ব্যাটিংয়ের সম্ভাবনা নিয়েও আশাবাদী কোচ। টি-টোয়েন্টি সিরিজের শুরুতে বেন সিয়ার্সের মতো গতিময় পেসারও দলে যোগ দেবেন। সব মিলিয়ে সিরিজের ফলাফল বিপক্ষে গেলেও অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করেই পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করছে কিউয়ি ব্রিগেড।

ওয়াল্টার রসিকতা করে বলেন যে, বর্তমান দলে এমন ক্রিকেটারও আছেন যাঁর ঝুলিতে মাত্র চারটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।

খেতাবি লড়াই থেকে দূরে আলকারাজ
কবজির চোট কেড়ে নিল ফরাসি ওপেনে হ্যাটট্রিকের স্বপ্ন

টেনিস দুনিয়ায় বড়সড় দুঃসংবাদ। চোটের কারণে এবারের ফরাসি ওপেন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ। শুক্রবার রাতে নিজের সমাজমাধ্যমে এই বড় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বিশ্ব টেনিসের এই তরুণ তুর্কি জানান, কবজির চোট পুরোপুরি না সারায় তিনি কেবল ফরাসি ওপেনই নয়, বরং রোম মাস্টার্স থেকেও সরে দাঁড়াচ্ছেন। চলতি মাসের শুরুতে বার্সেলোনা ওপেনে খেলার সময় তাঁর কবজিতে চোট লেগেছিল। যদিও সেই টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে তিনি অটো ভার্চানেনকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু চোটের গুরুত্ব বুঝে পরে বাধ্য হয়েই লড়াই ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয় তাঁকে। এরপর গত ১৭ এপ্রিল মাদ্রিদ মাস্টার্স থেকেও তিনি সরে দাঁড়িয়েছিলেন, যা তাঁর রোলাঁ গারোয় খেলা নিয়ে প্রবল সংশয় তৈরি করেছিল। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার যাবতীয় ডাক্তারি পরীক্ষার পর আলকারাজ এবং তাঁর দল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন যে, তড়িঘড়ি কোর্টে ফেরাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বর্তমানে বিশ্ব ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা ২২ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ তারকা গত জানুয়ারিতে অস্ট্রেলীয় ওপেন জিতে কনিষ্ঠতম পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম পূর্ণ করার বিরল নজির গড়েছিলেন। চলতি মরসুমে তাঁর জয়ের রেকর্ডটিও অত্যন্ত ঈর্ষণীয়, যেখানে ২২টি জয়ের বিপরীতে মাত্র ৩টি ম্যাচে তিনি পরাজিত হয়েছেন এবং দোহায় একটি খেতাবও জিতেছেন।

তবে গত ১২ এপ্রিল মন্টে কার্লো মাস্টার্সের ফাইনালে জ্যানিক সিনারের কাছে হারের পর তিনি নিজের এক নম্বর তকমা হারিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে টানা দু’বার লাল

> টেনিস দুনিয়ায় বড়সড় দুঃসংবাদ। চোটের কারণে এবারের ফরাসি ওপেন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ।

মাটির কোর্টে সেরার শিরোপা উঠেছিল আলকারাজের মাথায়।

বিশেষ করে গত বছরের ফাইনালে সিনারের বিরুদ্ধে তিনটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট বাঁচিয়ে যেভাবে তিনি খেতাব রক্ষা করেছিলেন, তা টেনিস ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সাতটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক আলকারাজ নিজের পোস্টে লিখেছেন যে, এটি তাঁর জন্য এক অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল সময়, তবে তিনি নিশ্চিত যে যথাযথ বিশ্রাম নিয়ে তিনি আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবেন। আপাতত তিনি এবং তাঁর দল চোটের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পরবর্তীতে কবে ও কোথায় তিনি প্রতিযোগিতামূলক টেনিসে ফিরবেন তা স্থির করবেন। টানা দু’বারের চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়কে ছাড়াই এবার ফরাসি ওপেনের আসর বসতে চলায় হতাশ টেনিস অনুরাগীরা।

অ্যালকারাজ ছাড়াও আইপিএল এবং ভারতের রাজনৈতিক ময়দানেও আজ উত্তাপ ছিল তুঙ্গে। বিরাটের ব্যাটে ভর করে বেঙ্গালুরু যখন জয়ের সরণিতে ফিরেছে, ঠিক তখ নই আম আদমি পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে দিল্লির রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন রাঘব চাড্ডা।

শিক্ষাক্ষেত্রেও সিইউইটি পিজি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ায় খুশির হাওয়া পরীক্ষার্থী মহলে। সব মিলিয়ে খেলার মাঠ থেকে রাজনীতির আঙিনা; আজ খবরের শিরোনামে ছিল একাধিক বড় ঘটনা। তবে টেনিস সার্কিটে আলকারাজের অনুপস্থিতি যে এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করল, তা বলাই বাহুল্য। এখ ন দেখার, এই তরুণ তুর্কি কত দ্রুত সুস্থ হয়ে পুনরায় কোর্টে দাপিয়ে বেড়ান।

হার্দিকের ‘ডাব্বা’ অধিনায়কত্ব নিয়ে শ্রীকান্তের নজিরবিহীন আক্রমণ

আইপিএলের চলতি মরসুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পারফরম্যান্স নিয়ে চারদিকে সমালোচনার ঝড় বইছে। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ১০৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হারের পর এবার অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্যকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। সাতটি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতেই হেরে কার্যত খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে মুম্বই। এই পরিস্থিতির জন্য হার্দিকের অধিনায়কত্ব এবং তাঁর ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। শ্রীকান্ত সরাসরি হার্দিকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে ‘ডাব্বা অধিনায়কত্ব’ বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্তই ছিল ভুল। একমাত্র কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে রান তাড়া করে জেতা ছাড়া মুম্বই প্রতিবারই লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। শ্রীকান্তের দাবি, টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং নিলে অন্তত তিলক বর্মা বা সঞ্জু স্যামসনদের মতো একক প্রচেষ্টায় বড় রান করার সুযোগ থাকে, যা হার্দিক হাতছাড়া করেছেন। ম্যাচের কৌশলগত ভুল নিয়েও সরব হয়েছেন শ্রীকান্ত। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে হার্দিক নিজে দুই ওভার বল করে ৩৮ রান খরচ করেন। এরপর গুরুত্বপূর্ণ শেষ ওভারগুলোতে নিজে বল না করে ২১ বছরের তরুণ কৃশ ভগতের হাতে বল তুলে দেন তিনি। কৃশ তাঁর দুই ওভারে ৩১ রান দিলেও অভিজ্ঞ হার্দিক কেন বল হাতে এগিয়ে এলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীকান্ত। তাঁর কথায়, যিনি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে শেষ ওভারে বল করে সাফল্য পেয়েছেন, তিনি আইপিএলে বল করতে কেন ভয় পাচ্ছেন? হার্দিককে ‘রান ফিডার’ বা রান বিলিয়ে দেওয়া বোলার হিসেবে অভিহিত করে শ্রীকান্ত জানান যে, অধিনায়ক বল হাতে যেমন ব্যর্থ হচ্ছেন, তেমনই ব্যাটের সাথে বলের সংযোগ ঘটাতেও তিনি রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন।

এই মানসিক জড়তাকেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপর্যয়ের মূল কারণ বলে মনে করছেন তিনি। আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় বর্তমানে চরম সঙ্কটে রয়েছে মুম্বই। শুরুর দিকে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৯৯ রানের বড় জয় পেলেও সেই ছন্দ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। টানা চারটি ম্যাচ হেরে তাদের আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা লেগেছে।

আগামী ২৯ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

চিন্নাস্বামীতে বিরাটের রাজকীয় ব্যাটিং
তিনশো ছক্কার রেকর্ড গড়ে গুজরাতকে চূর্ণ করল বেঙ্গালুরু

বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আবারও দেখা গেল সেই চেনা বিরাটোচিত মেজাজ। আইপিএলের চলতি মরসুমে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেটে এক অভাবনীয় জয় ছিনিয়ে নিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ২০৬ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে সাত বল বাকি থাকতেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আরসিবি। এই জয়ের প্রধান কারিগর ছিলেন বিরাট কোহলি এবং দেবদত্ত পাড়িক্কাল। বিরাট এদিন ৮১ রানের এক ঝকঝকে ইনিংস খেলেন এবং পাড়িক্কালের সাথে দ্বিতীয় উইকেটে ১১৫ রানের এক মহাগুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়েন। পাড়িক্কাল মাত্র ২৭ বলে ৫৫ রান করে বিরাটের চাপ অনেকটাই কমিয়ে দেন। এই ম্যাচেই বিরাট কোহলি আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে তিনশোটি ছক্কা মারার অনন্য এক মাইলফলক স্পর্শ করলেন। বর্তমানে তাঁর মোট ছক্কার সংখ্যা ৩০৩। তাঁর আগে কেবল ক্রিস গেইল (৩৬০) এবং রোহিত শর্মা (৩১০) এই উচ্চতায় পৌঁছাতে পেরেছেন। বিরাটের এই অসামান্য কৃতিত্বের প্রশংসা করে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ সমাজমাধ্যম এক্সে লিখেছেন যে, বিরাটের এই সাফল্য এক কথায় অবিশ্বাস্য। কাইফের মতে, কোহলি জন্মগতভাবে বড় ছক্কা মারার ব্যাটার নন, কিন্তু আধুনিক ক্রিকেটের প্রয়োজনে তিনি যেভাবে নিজের খে

লার ধরনে পরিবর্তন এনেছেন তা সত্যিই শিক্ষণীয়। তাঁর এই অভিযোজন করার ক্ষমতা এবং নিজের স্বস্তির জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে লড়াই করার সাহসই তাঁকে মহান করে তুলেছে। মহম্মদ কাইফ আরও উল্লেখ করেন যে, আধুনিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের চাহিদা মেটাতে বিরাট কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং নিজের খে লার বিবর্তন ঘটিয়েছেন যা আজ তাঁর সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। বিরাটের এই লড়াই ও উত্তরণ বর্তমান প্রজন্মের ক্রিকেটারদের কাছে এক বড় উদাহরণ হয়ে থাকবে। ম্যাচের শুরুতে গুজরাত টাইটান্স প্রথমে ব্যাট করে তিন উইকেটে ২০৫ রানের পাহাড় গড়েছিল। সাই সুদর্শন মাত্র ৫৮ বলে এক অনবদ্য শতরান করে ইতিহাস গড়েন। তিনি আইপিএলের ইতিহাসে দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে দুই হাজার রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন। তবে শেষ তিন ওভারে বেঙ্গালুরুর বোলারদের আঁটোসাঁটো বোলিংয়ের কারণে গুজরাত প্রত্যাশিত রান তুলতে ব্যর্থ হয়। জশ হ্যাজেলউড এবং ভুবনেশ্বর কুমাররা টানা আঠারোটি বলে কোনও বাউন্ডারি দেননি, যা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সহায়ক হয়। কোহলি ম্যাচ শেষে পাড়িক্কালের প্রশংসা করে জানান যে দেবদত্ত যেভাবে ব্যাট করেছেন তাতে দলের ওপর থেকে চাপ কমে গিয়েছিল।

তিনি আরও জানান যে দলে টিম ডেভিড, রোমারিও শেফার্ড এবং ক্রুণাল পাণ্ড্যর মতো মারকুটে ব্যাটার থাকায় তাঁরা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের সাথে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে পেরেছেন। এই জয়ের সুবাদে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল বেঙ্গালুরু, অন্যদিকে গুজরাত টাইটান্স সপ্তম স্থানেই থমকে রইল। চিন্নাস্বামীর দর্শকরা বিরাটের এই দাপুটে পারফরম্যান্স দেখে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। কোহলিও ঘরের মাঠে ভক্তদের সামনে পুনরায় খেলতে পেরে তাঁর আনন্দের কথা জানান। সব মিলিয়ে এক জমজমাট ক্রিকেট যুদ্ধের সাক্ষী থাকল বেঙ্গালুরু।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 26-04-2026 04:40 Page 14

ভাষা আন্দোলনের আরেকটা দিন ২০ এপ্রিল

ড. রমজান আলি

রাজনৈতিক খেলায় বাংলা ভাষা হয়ে গেল বাংলাদেশি ভাষা। বাঙালিকে দমিয়ে দাও। রাজনীতিতে না পারলে অর্থনীতিতে এখন আবার সেটা হয়েছে ভাষানীতিতে। প্রায় এক দশক আগে ২০১৪ সালের ২৭ মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সরকারি ভাষা বিভাগের তরফে জারি করা একটি সার্কুলারে বলা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব কর্মচারী সোশ্যাল মিডিয়ার সরকারি একাউন্ট দেখাশোনা করেন, তাঁরা ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা ব্যবহার করবেন, তবে প্রাধান্য দিতে হবে হিন্দিকে । আর একটি সার্কুলারে জানানো হয় যে দুজন কর্মচারী অধিকাংশ কাজকর্ম হিন্দিতে করবেন তাঁদেরকে ২০০০ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে । বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হলে বর্তমান সরকারের দাবি করে যে আগের ইউ. পি.এ সরকার ১০ মার্চ, ২০১৪ তে এই বিতর্কিত সার্কুলার জারি করেছিল। এটা তারা 'রি-ইস্যু' করেছে মাত্র। ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদির মতো সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে প্রাধান্য দিতে হবে হিন্দিকেই । যদি তাই হয় তাহলে ভাষার প্রশ্নে প্রাক্তন ও বর্তমান উভয় কেন্দ্র-সরকারই সম মনোভাবাপন্ন ! স্বাধীনতার পর থেকেই হিন্দি ভাষাকে অন্য ভাষাভাষীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা ধীরগতিতে চলে আসছে। এখন আবার হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তান।

জাতীয় রাজনীতিতে অ-হিন্দি রাজ্যগুলি এর বিরোধিতা করবে এটাই স্বাভাবিক । বিরোধিতায় প্রথম সরব হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাভাষীর মানুষেরা । বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিবাদে যোগ দেয়। বামপন্থীসহ অন্যান্য দল প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করে। তামিলনাড়ুর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ ১৯৬৩ সালে প্রণীত সরকারি ভাষা আইনের বক্তব্য ও সারমর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী । তামিলনাড়ুর মানুষের ভাষাগত ঐতিহ্য ও আবেগকে আঘাত দিয়েছে এই নির্দেশ। এই সব প্রতিবাদকে ঘিরে অবশ্য ই একটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। ডি.এম.কে. দলের প্রধান করুণানিধি জানিয়েছিলেন হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়া যেন ঘুমন্ত বাঘকে না জাগায়।' কাশ্মীরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে ভারতের মতো দেশে কোনও একটি ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সরকারপক্ষে দলীয় সংগঠনের তৎকালীন একজন পদাধিকারী বিজেপির মুখপাত্র মুক্তার আব্বাস নাকভি এর প্রেক্ষিতে জানিয়েছিলেন যে , হিন্দি হলো বাংলা তেলেগু তামিল গুজরাটি উর্দু ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ । এটি জাতীয় ভাষা, এটি ব্যবহার করা অন্যায় নয় । এই সুযোগে রাজনীতিকে আরো সরগরম করে তোলার উদ্দেশ্যে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব ছোট্ট করে মন্তব্য করেছিলেন যে সমাজবাদী পার্টি বরাবর হিন্দি ও উর্দুকে উৎসাহ দিয়ে আসছে। অবশেষে চাপের মুখে সরকার আবার ঘোষণা করলো যে নির্দেশিকাটি কেবলমাত্র হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির জন্যই প্রযোজ্য হবে । ভাষাকে নিয়ে রাজনীতি চলতেই থাকে। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভা গঠিত হলে এক দেশ এক ভাষাক্ষুর প্রশ্নটি আবার মাথাচাড়া দেয়। হিন্দি ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা পরিণত করার একটা প্রচেষ্টা ধ্বনিত হয় স্বাভাবিকভাবেই আবার প্রতিবাদ ওঠে। বাংলা পক্ষ নানাভাবে লড়াই শুরু করলেও এই ভাষা রাজনীতিতে বাঙালি জননেতারা তেমন ভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। তবে সংসদে বাংলায় শপথ বাক্য পাঠ করে বাঙালির ভাষা আবেগ প্রথম জুগিয়েছিলেন ২০১৪ সালে দার্জিলিং-এর সাংসদ আহলুওয়ালিয়া। বিগত লোকসভা নির্বাচনে তার সফল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা থেকে যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করবেন তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলা ভাষাযতেই আগামী দিনে শপথ বাক্য পাঠ করবেন, এটাই বাঙালিরা অনেকেই আশা করে। জনসমাজে বহুল প্রচলিত একটা ধারণা যে হিন্দি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা । 'রাষ্ট্রভাষা' শব্দটা শুনে আমাদের অনেকের মাথার মধ্যে এটা কাজ করে যে, হিন্দি হলো ভারতের জাতীয় ভাষা বা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। রাষ্ট্রভাষা বলতে যদি ভারত রাষ্ট্রের ভাষা হয় , তাহলে 'রাষ্ট্রভাষা' শব্দটিতে আপত্তি না থাকারই কথা। কিন্তু 'রাষ্ট্রভাষা' আর 'জাতীয় ভাষা' কোথায় যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে । মোদ্দা কথা, ভারতবর্ষের কোন জাতীয় ভাষা বা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ নেই। আর বাইশটা ভাষার মতো হিন্দিও ভারতের সংবিধান স্বীকৃত একটি দাপ্তরিক ভাষা বা 'অফিশিয়াল লঙ্গুয়েজ'। বাংলা যেমন ভারতের একটি রাষ্ট্রভাষা ; তামিল, মালায়ালাম, সাঁওতালি ইত্যাদির মত হিন্দিও ভারতের অন্যতম একটি রাষ্ট্রভাষা। সংবিধানে ১২০ নং আর্টিকেল পার্লামেন্টের আলোচনার ভাষা হিসেবে এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, provided that the Chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People- or person acting as such as- the case may be- many permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the Houses in his motheréôé tongue. SConstitutional Provisions- Official Language Related Part 17 of the Constitution of India- chapter 1 Language of the UnionV

সংবিধানের ৩৪৩ অনুচ্ছেদে দাপ্তরিক ভাষা (Official LanguageV হিসেবে হিন্দি ভাষার উল্লেখ আছে The Official Language of the Union Shall be Hindi in Devnagri script

হিন্দির সঙ্গে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অন্যান্য ভাষাগুলি হল--- বাংলা ,ওড়িয়া, অসমিয়া, গুজরাটি, কান্নাড়, কাশ্মীরি, পঞ্জাবি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, উর্দু ,হিন্দি , কঙ্কনী, সংস্কৃত, মনিপুরী, নেপালি, বোরো, সাঁওতালি, মৈথিলি, ডোগরি এবং ভোজপুরি। এটা ঠিক যে সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে ভারতবর্ষে সবথেকে বেশি সংখ্যক মানুষ হিন্দিতে বাক্ বিনিময়য় করে থাকেন । তারপর বাংলার স্থান। পৃথিবীর মানচিত্রে চীনের মান্দারিন ভাষায় সব থেকে বেশি সংখ্যক মানুষ কথা বলেন। তারপর যথাক্রমে স্প্যানিশ-ইংরেজি- -হিন্দি-আরবি। আর তারপরেই বাংলার স্থান। আর সারা পৃথিবী জুড়ে যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজি এগিয়ে। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, Official Language or Languages of a Stateéôésubject to the provisions of article 346 and 347 the Legislature of State may by law adopt any one or more of the Languages in use in the State or Hindi as the Language or Languages to be used for all or any of the official purpose of the State Provided that- until the Legislature of the State otherwise provides by law - the English language shall continue to be used for those official purpose within the State of which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.S Chapter ll Regional LanguagesV

ভারতীয় রেল দপ্তর প্রতিটি স্টেশনের নামে প্রথম প্রাদেশিক ভাষা তারপর যথাক্রমে হিন্দি ও ইংরেজিতে লিখতে বাধ্য। এটাই তো বেশ চলে আসছিল, তাহলে আবার অকারণে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা কেন ?

আন্দোলনে বাঙালিরা কখনই পিছিয়ে থাকেনি। ১০০ বছরেরও বেশি সময় আগে ১৯১৯ খিস্টাব্দে বিশ্বভারতীতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভারতে সর্বসাধারণের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করেন। নানা টালবাহানার পর ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে ব্যবহার শুরু করে। করাচি থেকেই এর প্রতিবাদ ওঠে। পরের বছর ২১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ১৯৫২ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারি গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আবার ঘোষণা করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল করে। ২১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় । ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এলাকায় গন্ডগোল ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায় । গুলিতে পাঁচজন নিহত এবং ১৭ জন আহত হলেন । জব্বার, বরকত, রফিক, সালাম , শফিউরদের আত্মত্যাগ আজও আমরা ভুলতে পারিনি।আমরা আজ সমবেতভাবে গেয়ে উঠি, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি। সেই ইতিহাসকে সামনে রেখেই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হল। ১৯৭১পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙালির আপনদেশ বাংলাদেশ, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা ভাষা, পাকাপাকিভাবে সম্মান পেল , যখন ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। তবে মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে আরও ৬ টি ভাষার জন্য আলাদা আলাদা আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস আছে, ক. ২০ মার্চ আন্তর্জাতিক ফরাসি ভাষা দিবস খ. ২০ এপ্রিল আন্তর্জাতিক চিনা ভাষা দিবস চিনা বর্ণমালার প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ জি হৈ কে স্মরণ করে। গ. ২৩ এপ্রিল আন্তর্জাতিক ইংরেজি ভাষা দিবস শেক্সপিয়রের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে। ঘ. ৬ জুন আন্তর্জাতিক রুশ ভাষা দিবস আলেকজান্ডার পুশকিনের জন্মবার্ষিকী স্মরণে। ঙ. ২১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক স্প্যানিশ ভাষা দিবস চ. ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস । ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলেও বাঙালিরা পৃথিবীর সব মাতৃভাষাকেই সম্মান জানায়।

সর্বসাধারণের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন । সমস্যাকে কেন্দ্র করেই তা একদিন আন্দোলনে রূপ পেল। বাংলা ভাষা আন্দোলন একটি নয়, দুটি নয়, কমপক্ষে তিনটি। একুশে ও উনিশের ভাষা আন্দোলন নিয়ে আরও চর্চা হোক । তবে ১৯৫৬ সালে পাকবিড়রার ভাষা আন্দোলনের সাফল্য যেন চাপা পড়ে না যায়। ১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী তৎকালীন মানভূম জেলার সদর মহকুমা পুরুলিয়ায় শতকরা ৮৭ ভাগ বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বাস ছিল। তৎকালীন বিহার নিয়ন্ত্রিত মানভূম-পুরুলিয়ায় বাংলা ভাষাভাষীদের আকস্মিক ভাবে তীব্র সমস্যার মুখে পড়তে হয়। কারণ ১৯৪৮ সালে এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে মানভূম জেলার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা হরফে সাইনবোর্ড দেওয়া যাবে না। এমন কি, বাংলা ভাষাভাষীদের স্কুলে বাংলা ভাষায় প্রার্থনা সংগীতও চলবে না, তার পরিবর্তে 'রামধুন ' আবশ্যিক। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনে বাংলা ভাষা চলবে না। শুরু হল মানসিক চাপ মুক্তির লড়াই।

১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল অতুলচন্দ্র ঘোষ, নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা থেকে প্রায় ১০ জন মহিলাসহ ১০০৫ জন মিলে পদযাত্রায় অংশ নিলেন। কোলকাতা এসে আইন অমান্য করেন এবং ৭ মে তারা কারাবরণ করেন। ১৩ দিন পর ২০ মে তারা মুক্তি পান । বাংলা ভাষীদের লড়াইয়ের পরে পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের অংশ হলো। টুসু নামক লোকায়ত গানে এর প্রচার হয় । সত্যাগ্রহই ছিল এর মূল আদর্শ।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহকে সামনে রেখেই আসামের শিলচরে ১৯৬১ সালের উনিশে মে আরেকটি ভাষা আন্দোলন হয়েছিল। স্বাধীনতার নামে দেশ বিভাগের সময় শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ মহাকুমার কাছাড়কে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে একটি মহাকুমা গঠন করা হয়। আজ যা বরাক উপত্যাকা নামে পরিচিত তা আসলে কাছাড় করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি । সেই সময় শ্রীহট্ট চলে যায় পূর্বপাকিস্তানে । এই বিভাজনকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বাঙালি ট্রাজেডি । ১৯৫১ সালে স্নুবায়োলজিক্যাল মিরাকেলস্নু ঘটিয়ে সেনসাস রিপোর্ট বাঙালিদের সংখ্যা কমিয়ে দেখানো হয় । অস্তিত্বের সংকটে পড়ে বাঙালিরা। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ ঘোষণা করেন আসাম ইজ ফর আসামিজ।১৯৫৪ সালে গোয়ালপাড়ায় স্নুবঙ্গাল খেদাস্নু ঘোষিত হলে বাঙালিদের উপর শুরু হয় নারকীয় তাণ্ডব। ১৯৫৭ সালে আসামের বিধানসভা নির্বাচনে কাছাড়ের বদরপুর থেকে বিমালাপ্রসাদ চালিহা কে ভোট দিয়ে বাঙালিরা বিধানসভায় পাঠালে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন কিন্তু বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের জন্য কিছুই করলেন না শুরু হলো বাংলা ভাষা আন্দোলন। এখন আবার সেই আন্দোলনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গঠিত হয় 'গণ সংগ্রাম পরিষদ '। এই বছর ১৯ মে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সত্যাগ্রহীকে নিয়ে কাছাড়ের সরকারি অফিস ও রেলপথে ঝাঁপিয়ে পড়ে আসামের বাঙালিরা । রাজপথে সেনাদের রুটমার্চ শুরু হয়। তবু সত্যাগ্রহীরা ভয় পায়নি। এই ভাষা আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক ছিলেন পরিতোষ পালচৌধুরী। শিলচরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে যখন চলছিল , ঘড়িতে দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট, হঠাৎ করে একটি গাড়ির ইঞ্জিন আগুন লাগে সেনা কর্তা আঁতকে উঠে উচ্চারণ করেন 'ফায়ার'। শুরু হয় গুলিবর্ষণ । শহীদ হলেন কমলা ভট্টাচার্য ,সুকোমল পুরকায়স্থ, সত্যেন্দ্র দেব, কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর ,বীরেন্দ্র সূত্রধর, তরণীদেবনাথ , সুনীল সরকার । আহত হলেন অনেক মানুষ। বাংলাকে মেনে নিতে বাধ্য হল আসাম সরকার। ৫ জি যুগে এখন আবার উল্টো সুর।

সম্প্রতি আশা জাগিয়ে সরকারের বদল ঘটল কিন্তু বিপদে পড়ল বাঙালি। এন. আর.সি. ইত্যাদি নির্বাচনী সংশোধনকে কেন্দ্র করে বাঙালিরা আজ আবার আতঙ্কিত। তাই আন্দোলনের গতি কখনোই থেমে থাকে না।

যুদ্ধে আছি, কেউ ভালোবাসবে?

জাকির সোহান

যুদ্ধে আছি, কেউ ভালোবাসবে?
এই ধরো যেকোনো মূহুর্তে মরতে পারি
দাফন কাফন জানাজা কিছুই জুটবে না
লাশটাও হয়তো খুঁজে পাবে না
শুধু এই মূহুর্তে বেঁচে আছি মাত্র; কেউ ভালোবাসবে?
যান্ত্রিক অস্ত্রে নয় মানবিক যোদ্ধা আমি
রসদ কেবল ভালোবাসা;
এই ভালোবাসা পেলে যুদ্ধটা দীর্ঘজীবি হবে!
আর আমাকে ভালোবাসা মানে
জলন্ত চিতায় স্বেচ্ছায় মৃত্যুআলিঙ্গন!
ভূখণ্ড দখল দিতে পারি হৃদয় নয়
তাই তো ফরিয়াদ - ভালোবাসার।
জাগতিক হিসাব নিকাশের পাল্লায়
কোনো কিছুই জুটবে না কপালে।
কেউ যদি দয়া করে কিছু দেয়
তা-ই সৌভাগ্য আমার।
আছে নাকি তোমার কাছে,
মৃত্যুবিলাসিকে বিলানোর মত ভালোবাসা?

রাঙা ভাঙা চাঁদ

চাতক বিদ্যুৎ

ওনাদের ভুলে যাওয়াটা যখন
তোমার কাছে আমায় মিথ্যাবাদি করে তোলে
আমি আবার আকাশের দিকে তাকাই...
উড়ে যাওয়া মেঘ , টাপুর-টুপুর বৃষ্টি
মিষ্টি রোদ-হাসি , বাগানে কুসুম-খেলা
সেলফিতে তোলা যত ছবি --
মুছে যায় ভুল অপশনে ।
কলেজ ক্যাম্পাসে ...

পুকুরটাই যদি না থাকে
সাঁতারের স্মৃতিগুলি রাখি কোথায় !
--ঘটনা যত এই পথে বুঝি একদিন
হেঁটে চলে ইতিহাস থেকে গল্পকথা পথে...
ভেঙে যাওয়া ইমারত চুরি হয়ে যায়...
ঝকঝকে তকতকে ফ্ল্যাটবাড়ি ঘেঁষে ।
--নতুন কোনো গলি-পথে
রাতজাগা স্যাম্পেন উল্লাসে
রাঙা ভাঙা চাঁদ খানা বিবর্ণ হয়ে যায়
পার্ক থেকে স্ট্রিট-হ্যালোজিনে...

কোনো অচেনা ট্র্যাফিক সিগন্যালে
বাঁশি হাতে কেঁদে-কেঁদে হায়
সুর খুঁজে চলে একা শ্যামরায় ...

বহুরূপী

ফিরোজা বেগম

বহুরূপে যার দেখা পাই,সে-ই বহুরূপী
রঙ বদলায়,রূপ বদলায়, বদলায় ভাষাও,
জীবনের ছন্দে,তালে,লয়ে নিজেকে মিলিয়ে
স্বাভাবিক করে নিজ উপস্থাপনা নিপুণ ভাবে!

কখনও সত্যের সন্ধানে সাজে বহুরূপী
আবার কখনও ছলনায় করে স্বার্থসিদ্ধি।
সেই আদি অনন্তকাল ধরে চলছে খেলা
খেলাচ্ছলে অনেক ভাবনার রেশ, বিনোদন ও।

জীবনের তাগিদে জীবিকা,সে তো নয় অপরাধ
ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে আছে সম্মান।
কিন্তু কাছের মানুষ যদি বহুরূপে দেয় ধরা
বড় কঠিন বাস্তব তাকে সয়ে নেওয়া।

আমাদের চারপাশে কতনা বহুরূপী
আপন সেজে ঘুরে বেড়ায় ছদ্মবেশী হয়ে
ঠিক যেমন করে খুঁজি সোনা চেনার উপায়
চিনতে হব তেমন করেই ছদ্মবেশী বহুরূপী ও।

ইস্তেহার

আরেফা গোলদার

তারপর একদিন থেমে কোলাহল
প্রশমিত হবে ঐ মন দোলাচল
খেজুরের কাঁচা ডাল বিবর্ণ মলিন
বয়ে যাবে ঝড় জল বহু রাতদিন।

সহসা জ্বোনাক ঝাঁকে ভরে উঠে মন
থেমে যাবে অতীতের স্মৃতিমাখা ক্ষণ
জমা কিছু অভিমান উষ্ণ মায়ায়
ঝরে যাবে চিবুকের শ্রাবণী ধারায়।

তারওপরে আলগোছে সিন্দুকে তুলে
হয়তোবা যাবে সবে সবকিছু ভুলে
বহতা সময় এগিয়ে চলে ফেরেনা পিছু আর
তামাদি হয় শোকেরা , পড়ে থাকে ইস্তেহার!

আপন অনুভূতি

সালেহা খাতুন

ভোরের আলো তখন ধীরে ধীরে খুলছে চোখ,
দূরে পাহাড়ের রেখা নরম নীলচে কুয়াশায় ঢাকা,
যেন কেউ আলতো করে
স্বপ্নের পর্দা টেনে দিয়েছে আকাশে গায়ে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি সবুজ ঢালে,
ঘাসে ভেজা শিশির
পায়ের নিচে নরম সুর তোলে
মনে হয় মাটি নিজেই আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

দুরে এক সরু ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে,
তার জল রোদের প্রথম ছোঁয়ায়
রুপোর সুতো হয়ে ঝিকমিক করে
যেন প্রকৃতি নিঃশব্দে গয়না পরে নিয়েছে।

মাঝে মাঝে মেঘ নেমে আসে নিচে,
আমার কাঁধ ছুঁয়ে চলে যায়।
একটা অচেনা অথচ আপন অনুভূতি,
যেন বহুদিনের হারানো কেউ
হঠাৎ ফিরে এসে ছুঁয়ে দিল।

রোডম্যাপ ঈদসংখ্যা প্রকাশ ও সেমিনার

১১ এপ্রিল কলকাতার কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রোডম্যাপ পত্রিকার বিশেষ ঈদসংখ্যা প্রকাশনা অনুষ্ঠান ও সেমিনার। এবারের সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগীনাগরিকত্বের কাঁটাতারে বন্দি ঈদের চাঁদ।বিকেল সাড়ে তিনটায় সম্পাদক এম এম আব্দুর রহমান এর স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর একঝাঁক গুণী লেখক, কবি এবং বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে সভা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত।অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, প্রাক্তন শিক্ষা আধিকারিক ও বিশিষ্ট লেখক রেজানুল করিম মহোদয় পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটির মোড়ক উন্মোচন করেন।সেমিনারে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন ড. সুধাকর সরদার, সংবিধান বিশেষজ্ঞ তাপস কান্তি বিশ্বাস , প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক ইসমাইল দরবেশ, উত্তরবঙ্গের কবি মুহা. আকমাল হোসেন নাট্যকার দীপনারায়ণ মণ্ডল, মুবাইদুল ইসলাম প্রমুখ এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন লেখিকা সামিমা মল্লিক ও আরেফা গোলদার। কবি আসাদ আলী, আবদুস সালাম, আবীর লাল, সেখ রমজান আলী, সুরজিত আদক, ছন্দা বিজলী, মেহদি হাসান, মোহা. আব্দুল রহমান, ফিরোজা বেগম, কবি আলমগীর রহমান, ইপথিমা, এছাড়াও ঔপন্যাসিক মুসা আলী ও লেখক ড. রেজমান মল্লিকের উপস্থিতি আমাদের অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছে।দীপনারায়ণ মণ্ডলের কণ্ঠে নজরুলের অমর কবিতা স্নুদুর্গম গিরি কান্তার মরু এক অন্যরকম আবহ তৈরি করে। পাশাপাশি আব্দুর রকিব, মাহমুদ হাসান ও শাহেদ রেজার সংগীত ও সুরের মূর্ছনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।একঝাঁক তরুণ কবির স্বরচিত কবিতা পাঠে জমে উঠেছিল কবিসভা।পুরো অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সাবলীলভাবে সঞ্চালনা করেন রোডম্যাপ সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য স্বামিমা আসমান ও সমীরণ বিশ্বাস। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কবি সাহিত্যিক ও গুণীজনদের উপস্থিতি ছিল সমগ্র অনুষ্ঠানটি সফল হয়।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।